

অন্ধের যষ্টি



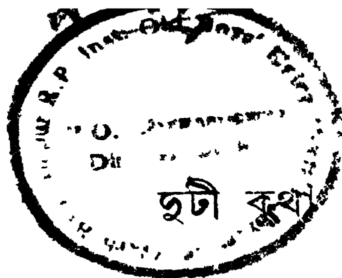
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Published by:—
Sudhangshu Mukherji for
M. C. FRIENDS & CO,
2/1, Baghbazar Street, Calcutta.

প্রথম সংস্করণ
১৩৪৪ সাল।

Printer—Manindra Nath Mazumder,
NABAJIBAN PRESS,
1, Shib Sankar Mullick Lane,
CALCUTTA.

মূল্য আট আনা।



দুটী কথা

ভূমিকা আমি লিখ্‌বো না। অল্প দুটী কথা বল্‌বার আছে, সেইটুকু বলেই নিবৃত্ত হবো। আমার সাহিত্য-সাধনায় বিশেষ ভাবে যাঁরা উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, বি-এল, বন্ধুবর প্রফেসার হীরেন্দ্র নাথ বসু, এম্‌-এ প্রভৃতির কাছে আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। এঁদের উৎসাহ এবং সহানুভূতি আমার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক নীরব মুহূর্ত্তকে মুখর ক'রে তুলেছে। আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাংশু মোহন মুখোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে উদ্‌যোগী না হ'লে এত শীঘ্র পুস্তক প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হ'তো না, সেইজন্য তাঁদের কাছে আমি

দ্বিতীয় কথা— কল্পনার ওপর গল্পটীর ভিত্তি এবং এতে আমি চরিত্রাবলীর যে সব নামকরণ ক'রেছি সবই কল্পনা-প্রসূত। সমাজের কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ইতি—

গ্রন্থকার

চণ্ডীঠাকুর ! একথা কি সত্যি ?

রামীকে সঙ্গে ক'রে তুমি নাকি ক'ল্‌কাতায় এসে এক ডাইং ক্লিনিং খুলে ব'সেছো ? সে যুগে ঠাকুরকে বড়ই অপদস্ত হ'তে হ'য়েছিল ঐ ধোপানীটাকে ভালবেসে। এ যুগে তোমার সে ভয় নেই। দেশের যুবকমণ্ডলী আদর ক'রে তোমায় বরণ ক'রে নেবে।

গ্রন্থকার প্রণীত

নবীন-চণ্ডীদাস

কবিবরের অভিনব জনমের অভিনব বার্ত্তা বহন ক'রে এনেছে। চারি আনা মাত্র দক্ষিণাতেই আমাদের নবীন চণ্ডীদাস সন্তুষ্ট হবেন।

প্রাপ্তিস্থান—এম্, সি, ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং,
২।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

অবতার বলেন—

ছায়াচিত্রে চণ্ডীদাসকে লইয়া যে নকড়া ছকড়া করা হইয়াছে তাহা যে বহু সুধীজনের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও ঔষধ আমরা কাহাকেও প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। এই ক্ষুদ্র প্রহসন খানিতে তাহারই প্রয়াস পরিস্ফুট। শ্লেষ-ব্যঙ্গের মারফতে গ্রন্থকার তাঁহার প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আনন্দের বিষয়, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পরম পূজনীয়

পিতৃদেব স্বর্গীয় রাখাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচরণকমলেষু—

পিতা,

সাহিত্য সেবায় আপনি আমাকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত ক'রতেন। আমার এই "অন্ধের যষ্টি" শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিলাম। আশা করি আমার স্নেহের দান আপনি আদর করে তুলে নেবেন।

প্রণতঃ

প্রভাস



শীতের রাত, নিস্তব্ধ নিশুতি। কন্‌কনে দমকা বাতাস যেন অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ কলিকাতার বিরাট চওড়া রাজপথ খাঁ খাঁ করছে। জন মানবের চিহ্ন মাত্র নেই। মোড়ে মোড়ে এক একটা পুলিশ যেন গভীর নীরবতার সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

রাত তখন প্রায় দশটা কি তার চেয়ে কিছু বেশী হবে। একটী ভদ্রলোক সেই নির্জ্জন পথে মোটা একটা লাঠি হাতে ধীর পদক্ষেপে রাসবিহারী এভিনিউ ধ'রে চ'লেছেন। চলনটা তাঁর একটু অদ্ভুত। পাগুলো ঠিক সমান ভাবে প'ড়ছে না। মোড়ের মাথার পুলিশটা হঠাৎ ভদ্রলোককে দেখে সন্দিহান হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে, "আপ্‌ কোন্‌ হায়? এত্‌না রাতমে কিধার যাতা?" ভদ্রলোকটী জবাব দিলেন—"এটা তো রাসবিহারী এভিনিউ? এখানে আমার এক বন্ধু আছেন—ডাঃ শরৎ ঘোষ, তাঁর বাড়ী যাচ্ছি।"

বিলেত ফেরৎ ডাঃ শরৎ ঘোষের নাম শুনে পুলিশটা চ'ম্‌কে উঠ্‌লো। লোকটা বলে কি? ডাক্তার ঘোষের বন্ধু? অত বড় লোকের বন্ধু

অথচ এত হীন বেশে? পরণে তাঁর বিশ্রী একটা ময়লা কাপড়, গায়ে একটা শতছিন্ন চাদর, জুতোটা ছেঁড়া—হাতের লাঠিটাও একান্ত কদর্য্য। কথাটা পুলিশ বিশ্বাস করতে পারলে না। সন্দেহ তার আরও বেড়ে গেল। বল্লে, "চলো হামারা সাথ্ ডাক্তার বাবুকো কোঠিমে। মালুম হোতা তোম্ চোট্টা হায়।"

লোকটী তখন ভাবছেন—কি সুন্দর দারিদ্র্যের পরিণতি। সাজ পোষাক দেখে এমনই একটা অবান্তর ধারণা পুলিশ পোষণ ক'রতে পারলে! যাক্, এক পক্ষে ভালই হ'লো! রাত্রিবেলা হাত্ড়ে হাত্ড়ে বাড়ীটা খুঁজে নেওয়া যথেষ্টই শক্ত হ'তো। পুলিশটাকে সঙ্গে পেয়ে তিনি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে জবাব দিলেন, "চল সাহেব—আমি চোট্টা কি অন্য কিছু এখনই প্রমাণ হ'য়ে যাবে।"

কোনও দ্বিধা সঙ্কোচ না ক'রে পুলিশটা লোকটীর হাত ধ'রেই পথ চল্তে সুরু ক'রলো। লোকটীর মনে তখন ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। ডাঃ ঘোষ অবশ্য তার বাল্যবন্ধুকে নিশ্চয়ই চিন্তে পারবেন। কিন্তু যার জন্যে তার কাছে যাওয়া—ছিঃ ছিঃ কথাটা ভাব্তেও যেন মাথা কাটা যায়। জীবনে এই প্রথম তিনি ভিক্ষা করতে অগ্রণী—কি লজ্জা—কি হীনতা! আত্মীয়দের দ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে তিনি বন্ধুর কাছে যাওয়াই শ্রেয় ব'লে মেনে নিয়েছেন। এক বন্ধুরই অনুগ্রহে ক'টা পয়সার সংস্থান হ'য়েছিল ব'লে শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ পর্য্যন্ত আস্তে সমর্থ হ'য়েছেন।

একখানি দ্বিতল বাগানওলা বাড়ীর সাম্নে এসে পাহারাওলাটা ব'ল্লে, "ডাকো তোমরা দোস্ত্কো। কেয়া—পছন্তা নেই উস্কো কোঠি?"

লোকটা একটু থতমত খেয়ে জবাব দিলেন, "না বাবা, রাত্তির বেলা ঠিক ঠাওর হ'চ্ছে না।" তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ডাক দিলেন, "শরৎ বাড়ীতে আছো?" পুলিশটাও সঙ্গে সঙ্গে হাঁকা-হাঁকি লাগিয়ে দিলে, "ডাক্তার সাব্ কোঠিমে হ্যায়?"

বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে হ'লো না। দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে ডাঃ ঘোষ সাড়া দিলেন, "কে? এত রাত্তিরে কে ডাকে?"

ভদ্রলোকটী কোনও কথা কইবার আগেই পাহারাওলা ব'লে উঠ্‌লো, "ইয়ে আদ্‌মী বোল্‌তা আপ্‌কো দোস্ত্ হ্যায়—মালুম হোতা কই চোট্টা কেয়া মাতুয়ালা হোগা। দেখিয়ে তো!"

তারা তখন বাড়ীর সাম্‌নের ছোট বাগানটীর ভেতর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাঃ ঘোষের আজ্ঞায় মালী বেরিয়ে এসে নীচের রকের ইলেকট্রিক আলোটা জ্বেলে দিলে। লোকটীকে দেখেই ডাঃ ঘোষ ব'লে উঠ্‌লেন, "আশুতোষ? এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? বাবুকে ছেড়ে দাও পাহারাওলা, ও আমার দোস্ত্।"

ব্যাপার দেখে লজ্জিত পাহারাওলা আগেই তাঁর হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল; এখন নির্ব্বিবাদে আস্তে আস্তে গেট পার হয়ে রাস্তা ধ'রে রওনা হ'লো। পরক্ষণেই ডাঃ ঘোষ নীচেয় নেমে এসে আশুবাবুকে সাদরে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। উজ্জ্বল আলোকে তাঁর পোষাক দেখে তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, "একি দশা তোমার আশু? কি ব্যাপার বলতো ভাই?"

আশুবাবু একটু মৃদু হেসে ব'ল্লেন, "ব্যাপার যা দেখ্‌ছো তাই। দুঃখের আমার অবধি নেই। পেটের ভাত জোটাতে পারিনা তাই

তোমার দারস্থ হ'য়েছি। এত দিন যা কিছু ছিল ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে চালিয়েছি। এখন একান্ত রিক্ত—তোমাদের দয়ার প্রার্থী!"

তাঁর অভিব্যক্তিহীন চক্ষু দুটীর দিকে চেয়ে এবং ভনিতাবিহীন কথাগুলি শুনে ডাঃ ঘোষ কিছু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একটু চুপ ক'রে থেকে ব'ল্লেন, "এমন দশা তোমার কেন হ'লো আশু? তুমি তো বুদ্ধিমান—জ্ঞানী কিন্তু—"

মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে আশুবাবু বল্লেন, "কিন্তু—কিছুই ক'রতে পারলুম না ভাই। বিধাতা আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো। তোমার কথা শুনে যদি তখন ডাক্তারীটা প'ড়তে যেতুম—তা' হ'লে হয়তো এ দশা হ'তো না।"

পুরাণো স্মৃতি মনে উঠ্‌তেই ডাঃ ঘোষ ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ তা' হ'লে চোখগুলোও হারাতে হ'তো না—আর এমন ক'রে লোকের দ্বারস্থও হ'তে হ'তো না।"

ছেলেবেলা থেকেই আশুবাবু একটু বেশী অভিমানী। শেষের কথাটা তাঁর বুকে গিয়ে তীরের মত বিঁধ্‌লো। কার্য্য কারণ বিচার করবার অবসরও যেন তিনি হারিয়ে ফেল্লেন। দুর্দ্দমনীয় অভিমানে ব'লে উঠ্‌লেন, "না হয় তোমার কাছ থেকে চলেই যাচ্ছি ভাই! কিন্তু এই নিরন্ন দরিদ্রকে অন্ততঃ আগেকার বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রেও তোমার শ্লেষ করা উচিত হয়নি।"

ডাঃ ঘোষ বন্ধুর হঠাৎ ভাব পরিবর্ত্তনে একটু কুণ্ঠিতভাবে ব'লে উঠ্‌লেন, "আমি শ্লেষ করবার জন্যে কিছুই বলিনি ভাই। তুমি কথাটাকে অমন ঘুরিয়ে ধ'রো না। আমি শুধু ব'ল্‌ছিলুম বড়

সায়েন্টিষ্ট্ হ'বার বৃথা আকাঙ্খাটা যদি তুমি ত্যাগ ক'রতে পারতে তখন—"

এ কথাটা যেন আশুবাবুকে আরও বেশী রকম চকিত ক'রে দিলে। "বৃথা আকাঙ্খা ?" সেখানে বসে আর তিলার্দ্ধ সময় অপেক্ষা করা যেন তাঁর অসহ্য মনে হ'লো। মোটা লাঠিটার ওপর ভর কোরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ডাঃ ঘোষ বল্লেন, "ওকি—উঠ্লে যে ?"

ততক্ষণে আশুবাবু দরজার দিকে এগিয়ে প'ড়েছেন। ব'ল্লেন "আমি চল্লুম। আশা করিনি শরৎ, তোমার এখানে এসে এতখানি ব্যথা নিয়ে ফিরবো।"

ডাঃ ঘোষ ব্যস্তভাবে ব'ল্লেন, "তোমার দেখছি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। এই রাত্তিরে যাবে কোথায় একলা ?"

"যদি পারি চুলোয় যাবো ভাই।" বলেই আশুবাবু দরজার বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

পেছন পেছন বেরিয়ে এসে ডাঃ ঘোষ ব'ল্লেন "যেতে হয় কাল সকালে যেও, আজ রাত্তিরটা অন্ততঃ থেকে যাও।"

তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক'রে লাঠি ঠুক্তে ঠুক্তে আশুবাবু গেটের বার হয়ে গেলেন। ডাঃ ঘোষ ব্যাপারটা প্রথমে কেমন যেন বুঝে উঠ্তে পারলেন না। পরক্ষণে ভাবলেন, হয়তো আশুর মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে। কি করা যায় ? ওকে কি গিয়ে ফিরিয়ে আনবেন ? কিন্তু তাও বড় সোজা কাজ নয়। যে রকম গোঁ ভরে ও চ'লেছে। অবশেষে তিনি স্থির ক'রলেন, পরের দিন তার বাসাতে গিয়েই গোলমালটা

মিটিয়ে আস্‌বেন। একটু সময় গেলে ও তার নিজের ভুলটা বুঝ্‌তে পারবে। সাত পাঁচ ভেবে দরজাটা বন্ধ ক'রে তিনি যখন সিঁড়িতে উঠ্‌তে সুরু ক'রেছেন হঠাৎ মনে হ'লো—তাইতো তাকে যে শ্যামবাজার অবধি যেতে হবে। বাসে উঠবার পয়সা নিশ্চয়ই তার কাছে নেই। তার ওপর সে অন্ধ। এই শীতে এত রাত্রে একজন কপর্দ্দকহীন অন্ধকে একলা পথে ছেড়ে দেওয়া কোনও ক্রমেই উচিত হবে না। ডাঃ ঘোষ ওপরে না উঠে তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় আশুবাবুকে দেখা গেল না, এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লেন—অন্ধের পাত্তা নেই।

——0——

(২)

পথে এসে আশুবাবু কেমন যেন গুলিয়ে গেলেন। কোনদিকে যাবেন কিছুই যেন ভেবে পেলেন না। তবু যেতে হবে তাঁকে—যেতে হবে দূরে, অতি দূরে যেখানে বন্ধুর শ্লেষ নেই, আত্মীয়ের অবহেলা নেই—সব চেয়ে বড় পেটের চিন্তাটাও নেই। অন্ধ চোখে হঠাৎ যেন আলো ভেসে উঠ্‌লো। উপায় পেয়েছেন তিনি অবশেষে—পোড়া দেহটা নিয়েই তো যত গোল! জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার আশা আর নেই, শুধু বাঁচার জন্যে মিছে লাঞ্ছনা কুড়িয়ে হবে কি?

ভাবতে ভাবতে তিনি পথে চলেছেন। বাড়ীর দিকে না গিয়ে বিক্ষিপ্ত মনে তিনি সোজা বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকেই এগিয়ে চল্লেন। হঠাৎ একটা লোকের গায়ে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

পথিক রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলেন, "আচ্ছা ভদ্রলোক তো মশাই, একটু দেখে পথ চলেন না ?"

আশুবাবু একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে জবাব দিলেন, "মার্জ্জনা ক'রবেন, আমি অন্ধ ভাই—"

পথিক নরম স্বরে বল্লেন, "আপনি অন্ধ ? তা'হলে আমাকেই মার্জ্জনা ক'রবেন। কিন্তু আপনার চোখ দেখে তো প্রথমে বোঝাই যায় না! তা' এত রাত্রে একলা চলেছেন কোথা এদিকে ?"

অন্ধ প্রশ্ন ক'রলেন,—"এটা কোন জায়গা বলুন তো ?"

"আপনি প্রায় বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে চ'লে এসেছেন। আপনি যে দেখছি ভয়ানক কাঁপছেন ? আপনার বাড়ী কোন দিকে ?"

"শ্যামবাজার—"

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে পথিক ব'লে উঠলেন, "সর্ব্বনাশ—এত রাত্রে সেখানে ফিরে যাবেন কেমন ক'রে ?"

আশুবাবু খেয়ালের বসে ব'লে ফেল্লেন, "ফিরে যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই।"

"তবে রাত কাটাবেন কোথায় ?"

"পথেই। যার তিন কুলে কেউ নেই পথই তো তার সম্বল।"

পথিক একটু আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বল্লেন, "দেখুন, কিছু যদি মনে না করেন, আজ রাতটা আমার বাড়ীতে কাটিয়ে যান। আমার

মনে হয় আপনি খুব অভাবগ্রস্ত। আমার একটু কাজ করে দিলে উপরন্তু আজ রাতেই আপনার দশ টাকা রোজকারও হ'য়ে যাবে। কি বলুন, রাজী ?"

আশুবাবু একটু ভাবলেন। মন্দ কি—শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে রাস্তার রাত কাটানোর চেয়ে একটা আশ্রয়ে থাকা যাবে। তার ওপর আবার দশ টাকা রোজকার। বল্লেন—"বেশ রাজী। কিন্তু আমি তো দেখ্‌তে পাই না। আপনার কি কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে ?"

পথিক ব'ল্লেন, "সম্ভব হবে ব'লেই তো ব'ল্‌ছি। আসুন আমার সঙ্গে। আপনার মত লোকেরই আমার দরকার। ভগবান দয়া করেই আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।"

লোকটা এগিয়ে এসে আশুবাবুর হাত ধ'রলেন। তিনি তাঁর স্পর্শ থেকেই অনুভব ক'রলেন লোকটা যেন বেশ বিপন্ন। ভয়-বিজড়িত স্পর্শে চকিত হ'য়ে অন্ধ প্রশ্ন ক'রলেন, "আমায় কি কাজ করতে হবে আগে বলুন—তবে আমি যাবো।"

"এমন কিছুই নয়। শুধু চুপ ক'রে একটা চেয়ারে ব'সে থাকতে হবে—আর কিছু নয়।"

"এরই জন্যে আপনি দশ টাকা দেবেন ?" সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌লো।

"আপনি বুঝি ভাব্‌ছেন এর ভেতর কিছু গোলমাল আছে ? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি কোনও ফ্যাঁসাদে প'ড়বেন না। আমি চাই মাত্র রাত্রির জন্যে একজন সঙ্গী—বুঝ্‌লেন ? একান্ত একলা থাকি তাই। দেখুন, তা' হ'লে আর কিছুই আপত্তি নেই ?"

অগত্যা আশুবাবু রাজী হ'লেন। আর যদিই বা এতে কোনও বিপদই থাকে—তাতে তাঁর কি আসে যায়? ঘৃণ্য জীবন নিয়ে তো তিনি বেঁচে থাকতেই চান্ না। পথিকের সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রলেন। ভদ্রলোকটী তাঁকে নিয়ে গিয়ে একটী দোতলার ঘরে গদিওয়ালা চেয়ারে ব'সিয়ে দিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, "আপনার বোধ হয় খাওয়া হয়নি?"

"না।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন চাকরকে ডেকে তিনি খাবার নিয়ে আস্‌তে হুকুম ক'রলেন। খাওয়া দাওয়ার পর লোকটী ব'ল্লেন, "এখন আপনাকে বুঝিয়ে দিই আপনার কাজটা। আজ আমার কাছে একটী ভদ্রলোকের আস্‌বার কথা আছে। তিনি এলে আমি তাঁর সঙ্গে ঠিক এর পাশের ঘরে ব'সে কথা কইবো। আপনার কাছ থেকে আমি শুধু চাই আপনার উপস্থিতিটুকু তাঁকে জানিয়ে দিতে। আপনাকে অবশ্য পাশের ঘরে যেতে হবে না। এইখানে ব'সেই কাগজপত্র একটু নাড়াচাড়া ক'রবেন আর খুব বেশী দু'একবার কাশ্‌বেন; আর কিছু নয়। তবে এসব যা' কিছু ক'রবেন, আমি সঙ্কেত ক'রবার পরে।"

"সঙ্কেতটা কি রকম হবে?"

"ধরুন—আমি টেবিলের ওপর তিনটে টোকা মারবো। আচ্ছা—এখনই সেটা পরখ্ ক'রে দেখা যাক্, আপনি ঠিক শুনতে পান্ কি না।" ব'লেই ভদ্রলোকটী গিয়ে পাশের ঘরের টেবিলের ওপর তিন্‌টে টোকা মেরে ফিরে এসে প্রশ্ন ক'রলেন, "শুন্‌তে পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক হ'য়েছে। ঐ সঙ্কেতই তা' হ'লে ঠিক রইলো।" এই কথা ব'লেই লোকটী আশুবাবুকে একলা বসিয়ে রেখে চ'লে গেলেন। কোথায় গেলেন বা কি ক'রতে গেলেন, আশুবাবু কিছুই জানলেন না। জানবার প্রয়োজন বোধ হয় তাঁর ছিল না। এমনই ভাবে ব'সে যে কতক্ষণ সময় ব'য়ে গেল অন্ধ তা' ধারণা ক'রতেও পারলেন না। হঠাৎ তাঁর কানে কতকগুলো চাপা গলার শব্দ ভেসে এলো। পর মুহূর্ত্তেই একটা দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হ'লো। তারপর কিছুক্ষণ ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা হতে লাগলো। তার বর্ণাক্ষরও অন্ধ বুঝ্তে পারলেন না। বোঝবার চেষ্টাও ক'রলেন না। কেবল উদ্গ্রীব হয়ে সঙ্কেতের প্রতীক্ষায় ব'সে রইলেন।

সহসা পাশের ঘরে গোলমাল শোনা গেল। অন্ধ কান খাড়া করে শুনতে লাগ্লেন।

একজন উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠ্লেন, "তা' হ'লে আপনি মনে করেন যে আমাকে উপযুক্ত জায়গায় পেয়েছেন?"

অপর ব্যক্তি বল্লেন, "সেটা সম্পূর্ণ আপনার উপর নির্ভর ক'রছে!"

"এর মানে? কেমন করে?"

"আপনার মত লোকের পক্ষে এ প্রশ্ন করা সাজে না।"

"সাজে না? তা' বটে—অন্ততঃ আপনার মত অমানুষের কাছে।"

"মানুষ অমানুষ বুঝি না। যে ব্যাপার নিয়ে আমি এসেছি সেটার মীমাংসাই আমি চাই। এতে গুলিয়ে যাবার আছে কি?"

"গুলিয়ে আমি যাচ্ছি না। তার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই অপেক্ষা

ক'রছিলুম। তা' হ'লে এখন কাজের কথাই কওয়া যাক্।" শেষ কথা কয়টার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর তিনটে পরিষ্কার টোকা মারার শব্দ শোনা গেল। আশুবাবু সঙ্গে সঙ্গে একটু কেশে কাগজ নাড়তে আরম্ভ ক'রলেন। পাশের ঘরে আবার কথা হ'তে লাগ্‌লো।

"কিসের শব্দ?"

"আমি এখানে একা নেই। আপনি আস্‌বেন ব'লেই আরও একজনকে উপস্থিত রেখেছি।"

"ও—এই ব্যাপার? কিন্তু জানেন কি—কত বড় ভুল ক'রেছেন এখানে?"

হঠাৎ পায়ের খস্‌ খস্‌ শব্দ—একটা সার্সি ভাঙার আওয়াজ—টেবিলটাকে যেন জানালার ধারে ঠেসে দেওয়া হ'লো—তার পরই একটা চিৎকার—"খবরদার—খবরদার—"

আশুবাবু যেন কেমনতর হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট অনুভব ক'রলেন—লোকটী বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দরজার দিকে এগুতে লাগলেন। মনে হ'লো যে লোকটী তাঁকে ডেকে এনেছিলেন—তিনি যেন তাঁর সাহায্য চাইবার জন্যেই এগিয়ে আসছেন। কিন্তু তিনি অন্ধের ঘরে আস্‌বার আগেই একটা বিকট আওয়াজ হ'লো। আর্ত্তের চিৎকারের চেয়ে ঢের বেশী বীভৎস সে শব্দ। অন্ধ বুঝ্‌লেন।

একটু থম্‌কে আবার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সেই সময় একজন ব'লে উঠ্‌লো, "পাপিষ্ঠটা এই ঘরের দিকেই আস্‌ছে।"

কথাটা শুনে পাছে নিজেকেও আবার গুলি খেতে হয়—তাড়াতাড়ি ব'সে প'ড়লেন। সেইখানটাতেই মাটীর ওপর একটা লোক প'ড়ে। গায়ে হাত বুলুতে গিয়ে তাঁর হাতটা তপ্ত রক্তে ভিজে গেল। মুহূর্ত্ত আগের জীবন্ত মানুষের পরিণতি দেখে আশুবাবু শিউরে উঠ্লেন! বাঁচবার জন্যে দেয়াল হাত্ড়ে হাত্ড়ে তিনি দরজা খুঁজ্তে লাগ্লেন।

মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন নীরবতা ভঙ্গ করে সেই সময় একজন ব'লে উঠ্লো, "না—না—ওকে আর নয়!"

নারী কণ্ঠ? এর ভেতর আবার নারী? সেই সময় একজন কে এসে তাঁর চুলের মুঠি ধ'রে ব'লে উঠ্লো, "একেও শেষ ক'রে গেলে আমি নিরাপদ হ'তে পারবো।"

আসন্ন মৃত্যুক্ষণে আশুবাবু গুলিয়ে গিয়ে ব'লে উঠ্লেন, "না—না—আমায় নয়—আমার দিকে চেয়ে দেখুন—আমি—" সেই সময় মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অন্ধ মেজের উপর লুটিয়ে প'ড়লেন।

——0——

(৩)

অন্ধের যখন জ্ঞান হ'লো—মাথার ভেতর কেমন যেন একটা শব্দ হ'চ্ছে। মনে প'ড়লো কে একজন তাঁর মাথায় আঘাত ক'রেছিল—তারপর?—তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। তিনি কোথায় যেন চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছেন। অবসাদে সারা দেহ ছেয়ে আছে। উঠে

বসতে গেলেন—শক্তি নেই। ঘটনা সম্বন্ধে শত রকমের চিন্তা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে বয়ে যেতে লাগ্‌লো। কেন ম'রতে তিনি দশটা টাকার লোভে এই বীভৎস কাণ্ডের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেল্লেন। নিজের উপরই ঘৃণায় মনটা ভ'রে উঠ্‌লো। অদ্ভুত মানুষের মন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে দেহটার ওপর কোনও মমতা তাঁর ছিল না, কিছুক্ষণ পরে সেইটাকেই বাঁচাবার কি প্রখর প্রচেষ্টা! কিন্তু—কিন্তু—হঠাৎ তিনি আপন মনেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন,, "এগিয়ে এসেছিল আমার দ্বারে—সে মৃত্যু কেন তুমি কেড়ে নিলে ভগবান?"

সেই সময় একটী কোমল হাতের স্পর্শে তিনি যেন চ'ম্‌কে উঠ্‌লেন।

"কোনও ভয় নেই আপনার। আপনি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

নারী? কে এই প্রহেলিকাময়ী? তবে এই কি সেই, যে তাঁকে গুলি ক'রতে মানা ক'রেছিল? স্মৃতিটাকে যেন কিছুতেই ভাল ক'রে ফিরিয়ে আন্‌তে পারছেন না। মাথার ভেতরের শব্দটারও বিরাম নেই—একটানা হ'য়েই চ'লেছে। তিনি ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন, "পাপিষ্ঠটা গেছে?"

রমণী কোনও উত্তর দেবার আগে খুট কোরে একটা আওয়াজ হ'লো। তিনি শঙ্কিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "তোমার কাছেও কি পিস্তল আছে? আমায় খুন ক'রবে?"

"না, আপনি ঘুমুবার চেষ্টা করুন। আপনি কেমন আছেন দেখ্‌বার জন্যে আলোটা জ্বেলেছিলুম! ওটা সুইচের শব্দ। এখন

আর কথা কইবেন না। আমাকে আবার রাস্তার দিকে দেখ্‌তে হ'চ্ছে কিনা।"

তিনি চুপ ক'রে শুয়ে রইলেন। মেয়েটার কথাগুলো যেন ঠিক বোধগম্য হয় না। রাস্তার দিকে দেখ্‌তে হচ্ছে কেন? মাথাটার ভেতর অসহ্য যাতনা—তার সঙ্গে সেই শব্দটা। না, তিনি ভুল ক'রেছেন; যাতনাটা মাথার ভেতরের বটে কিন্তু শব্দটা বাইরে থেকে আস্‌ছে। বোধ হয় এটা মটরের শব্দ! রমণী কি তা' হ'লে তাঁকে মটরে কোরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে? অন্ধের অজানিতে যেন এক স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আর একবার সুইচের শব্দ হ'লো; আশুবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আবার তুমি আলো জ্বাল্‌ছো?"

"না, হেড লাইট্‌টা নিভিয়ে দিলুম। সকাল হ'য়ে গেছে কিনা।"

তাঁরা তখন বোধ হয় একটা গ্রাম্যপথ দিয়ে চ'লেছেন। মাঝে মাঝে পাখীর কলকণ্ঠের কলরব কানে ভেসে আস্‌ছে। তিনি শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ পাখীর গান যেন মিলিয়ে গেল। কন্‌কনে বাতাস সর্ব্বাঙ্গ যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগ্‌লো। সেই সময় রমণী ব'লে উঠ্‌লো, "কেন—কেন আপনি এই সব খারাপ লোকেব সঙ্গে মেশেন? চেহারা দেখে তো আপনাকে খারাপ বলে মনে হয়না।"

"মুখটা দেখে ফেলেছো এর মধ্যে? এত আলো ফুটে গেছে?"

"উঠে বসে দেখুন না—গাছের ফাঁকে ফাঁকে কি সুন্দর আলো! ঊষার এই মধুময় আলো—আর আর—তার সঙ্গে পাখীদের গান—"

হঠাৎ একবার হর্ণটা বেজে উঠ্‌লো। পথে বোধ হয় কোনও লোক চল্‌ছিল। মেয়েটা একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বল্লে, "আপনাদের মত লোক বোধ হয় এসব কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না?"

"রাখ্‌লেও—এখন আর রাখ্‌তে পারি না।"

"আগে তা' হ'লে রাখ্‌তেন? দেখুন, আপনাকে কিন্তু খুব একজন খারাপ লোক ব'লে ভাব্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না। আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই খারাপ নয়।"

"দেখ, আমার হৃদয় কেমন, তা' নিয়ে তুমি অত বেশী ব্যস্ত হ'য়ো না। মুখটা আমার যেমন দেখ্‌তে তার চেয়ে হৃদয়টা বোধ হয় মোটেই ভাল নয়। কিন্তু, এখন আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো শুনি?"

"আর বেশী দূর নয়। এইখানেই পথে আপনাকে ছেড়ে দেবো।"

"পথে ছেড়ে দেবে? কেন?"

"আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে।"

"লোকটী কি মারা গেছেন।"

"নিশ্চয়ই। দেখুন, পুলিশ যদি আপনাকে না ধ'রতে পারে, আপনি বেঁচে যাবেন।"

"ও—আমার বাঁচাটাই বুঝি বেশী দরকার? খুব বুদ্ধিমতী তুমি।"

"এ কথা ব'ল্‌চেন কেন?"

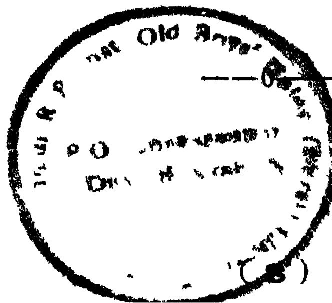
"জিজ্ঞেস্ কর নিজেকে। তুমি ভাব্‌ছো যা ব'ল্‌বো? তুমি ভাবছো আমি হত্যাকারীকে দেখেছি—আর আমি যদি পুলিশের হাতে পড়ি তা' হ'লে সেই লোকটার পক্ষে লুকিয়ে থাকা সহজ হবে না।

আমি এমন ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যেতে পারবো না—আপনি মটরে উঠে আসুন।"

"এতই মমতা তোমার হৃদয়ে ?"

"মমতাও বুঝি না, আর নির্ম্মমতাও বুঝি না আসুন—উঠে আসুন ব'লছি।"

মিনতিভরা আজ্ঞাটী তার আশুবাবু যেন ইচ্ছ ক'রতে পারলেন না।



"এ ঘরটা আপনার কেমন লাগছে "

"সুন্দর। আমি যেমনটী চাই। বেশ দক্ষিণ খোলা। সকালে ও সন্ধ্যায় যখন মধুর বাতাস বাইরের মাঠের ঘাসের গন্ধ ব'য়ে আনে, মন আনন্দে নেচে ওঠে। চোখ দুটো থাকলে হয়তো গ্রামের সৌন্দর্য্য আরও বেশী কোরে উপভোগ ক'রতে পারতুম।"

মেয়েটী আনমনে ব'লে ফেল্লে, "চোখ দুটো থাকলে যে কি হ'তো তা' বলা শক্ত। হয়তো—"

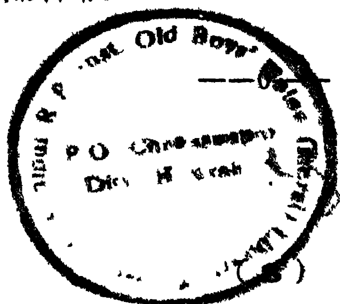
"হয়তো আমি বেঁচে থাকতুম না এতক্ষণ, নয় কি ?"

আমি এমন ক'রে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যেতে পারবো না—আপনি ঝটরে উঠে আসুন।"

"এতই মমতা তোমার হৃদয়ে?"

"মমতাও বুঝি না, আর নির্মমতাও বুঝি না। আপনি উঠে আসুন—উঠে আসুন ব'লছি।"

মিনতিভরা আজ্ঞাটি তার আশুবাবু যেন ইচ্ছাসত্ত্বেও অবমাননা ক'রতে পারলেন না।



"এ ঘরটা আপনার কেমন লাগ্‌ছে"

"সুন্দর। আমি যেমনটি চাই। বেশ দক্ষিণ খোলা। সকালে ও সন্ধ্যায় যখন মধুর বাতাস বাইরের মাঠের ঘাসের গন্ধ ব'য়ে আনে, মন আনন্দে নেচে ওঠে। চোখ দুটো থাক্‌লে হয়তো গ্রামের সৌন্দর্য্য আরও বেশী কোরে উপভোগ ক'রতে পারতুম।"

মেয়েটী আন্‌মনে ব'লে ফেল্লে, "চোখ দুটো থাক্‌লে যে কি হ'তো তা' বলা শক্ত। হয়তো—"

"হয়তো আমি বেঁচে থাক্‌তুম না এতক্ষণ, নয় কি?"

"না, ঠিক তা' নয়। হয়তো আপনাকে এমন কোরে কাছে পাওয়া সম্ভব হ'তো না।"

সাম্‌নের চেয়ারটীতে ব'সে মেয়েটী চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিল। চিরুণীর শব্দ থেকে অন্ধ তার কেশের দৈর্ঘ্য আন্দাজ ক'রে নিচ্ছিলেন। রমণী বোধ হয় সুন্দরী। কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যায় শিক্ষিতা। যে ক'দিন আশুবাবু এখানে আছেন তাঁর সেবা যত্নের কোনই ত্রুটী নেই। মেয়েটী সর্ব্বদাই কাছে কাছে থাকে। গল্পগুজব কোরে সময়টা এক রকম মন্দ কাটে না। কথা কইতে কইতে মেয়েটী হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে আশুবাবুর পাশ দিয়ে জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু ইতঃস্তত ক'রে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন, "দেখ, ক'দিন তোমার সঙ্গে কাটালুম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তোমার নামটাও জান্‌তে পারলুম না। তুমি কি সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে চাও?"

"জেনে আপনার লাভ? আচ্ছা আপনার বয়স কত আশুবাবু?"

"সেটা জেনেই বা তোমার লাভ কি? কত বয়স তুমি আন্দাজ কর?"

"বোধ হয় ২৭।২৮শের বেশী নয়।"

"তা' হ'লে তাই। তোমার কত?"

মেয়েটী চুপ কোরে রইলো। আশুবাবু আবার ব'ল্লে, "বুঝেছি। সেটাও তুমি আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাও। তোমার কোনও কিছুই আমাকে জান্‌তে দেবে না? বেশ!"

"রাগ ক'রলেন আপনি?"

"না—রাগ কেন ক'রবো। তারই ওপর মানুষ রাগ ক'রতে

ক'রেছেন শুধু তার বয়স হবে ১৯।২০ বছর। সে যখন সহরে যায় ফিরে আস্‌তে প্রায় ঘণ্টা তিন চার দেরী হয়। তা' হ'লে তিনি সহর থেকে খুব বেশী দূরে নেই। কি মতলব ক'রলে জানা যায় অন্ততঃ গ্রামটার নাম। তা' হ'লে তো পাপিষ্ঠগুলোকে একদিন না একদিন বিচারকের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো যাবে। কৌশল ক'রতে হবে। মেয়েটীর সঙ্গে আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়তে হবে।

মেয়েটী ফিরে এসে একেবারে তাঁর গা ঘেঁসে চেয়ার টেনে ব'স্‌লো।

"দেখুন তো এটা পড়তে পারেন কিনা। আমি অবশ্য সব চেয়ে সহজ বইখানাই কিনে এনেছি।"

"দেখ, আমার মনে হয় কি এটা না হয় পরে চেষ্টা ক'রবো। তুমি বরং একটু খবরের কাগজ প'ড়ে আমাকে শোনাও। বিশ্বের সমস্ত সম্পর্কের বাইরে বাস ক'রে জীবনটা যেন দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে।"

"বেশ, তাই যদি আপনার ইচ্ছা হয় শুনুন।" টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে প'ড়তে সুরু ক'রলো। আশুবাবুও চুপ কোরে শুন্‌তে লাগলেন। বাইরে থেকে এক একটা দমকা বাতাস ছুটে এসে মেয়েটীর চুলগুলি উড়িয়ে দিচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক-এক থোকা সুবাসিত কুন্তল উড়ে এসে অন্ধের কপোল স্পর্শ ক'রছিল।

মেয়েটী পড়ে যাচ্ছিল—

দক্ষিণ কলিকাতার হত্যা রহস্য

"সে রাতের অদ্ভুত হত্যা-রহস্য আজিও রহস্যই রহিয়া গেল। শত চেষ্টাতেও পুলিশ এখনও তাহার কোন কিনারা করিতে পারে নাই

জানিয়া আমরা দুঃখিত। এত বড় একটা কাণ্ড কি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসাত থাকিয়া যাইবে? আমরা সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দিহান। হত্যাটী সাধারণ ভাবে সঙ্ঘটিত হয় নাই। ইহার তদন্তও সাধারণ ভাবে করা যাইবে না। আমরা এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি। কোনও আসাধারণ গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে পুলিশকে যে অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিতে হইবে একথা আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি।"

"এটা তুমি আমায় শোনালে কেন?"

"আপনি শুনতে চাইছিলেন ব'লে।"

"ঠিক কি তাই? আমি তো অনেক কিছুই জান্‌তে চেয়েছিলুম। সব তুমি গোপন ক'রে গেছো। এমন কি তোমার নামটা—তাও তুমি জানতে দিতে চাও না। অথচ—"

"অথচ এখন এটা প'ড়ে শোনালুম কেন? সত্যি কথা ব'লতে, আপনাকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে যে এখনও কিছুই ধরা পড়েনি সুতরাং আপনি শীঘ্রই নিরাপদে নিজস্থানে ফিরে যেতে পারবেন আর আমিও আমার পথ দেখ্‌তে পারবো।"

ব'লতে ব'লতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ব'ল্লে, "আর কথা নয়, আমার সেই বন্ধুটী আস্‌ছে। আপনাকে আবার লুকিয়ে পড়তে হবে।"

মেয়েটী তার হাতটা ধরে একরকম টান্‌তে টান্‌তে পাশের ছোট ঘরটায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখ্‌লে। এ ব্যাপার অবশ্য আশুবাবুর কাছে নূতন নয়। যে ক'দিন তিনি এখানে আছেন, প্রায় প্রতিদিনই একবার

কোরে তাঁকে এমন অজ্ঞাতবাস ক'রতে হ'য়েছে। বাইরের জন-প্রাণীকেও মেয়েটী তাঁর অবস্থিতি সম্বন্ধে জান্‌তে দিতে চায় না।

মেয়েটীর সঙ্গে নবাগতার কি কথা হ'লো আশুবাবু বিশেষ কিছুই জান্‌তে পেলেন না। কেবল বহু চেষ্টায় দু'চারটে কথা মাত্র বোধগম্য হ'লো। একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তিনি জেনে ফেল্লেন, মেয়েটীর নাম।

নবাগতা ব'ল্‌ছে, "আচ্ছা সুবর্ণা, এবারে দেখ্‌ছি তুই যেন কেমন হ'য়ে গেছিস্, সর্ব্বদা বাড়ীর ভেতর ব'সে থাকিস্, একবার ভুলেও আমাদের বাড়ীমুখো হ'স্ না, ব্যাপার কি বল্‌তো? একলা একলা ব'সে করিস্ কি? এবারে তার ওপর তোর মাকেও সঙ্গে আনিস্‌নি—মাত্র ওই ঝি চাকর সম্বল। ওরাই যা করে!"

সুবর্ণা জবাব দিলে, "তা' কি ক'রবো ভাই, মাকে আস্‌তে বল্লুম, এলো না। অথচ আমারও মনটা সহরে যেন কিছুতেই টেক্‌তে চাইছিল না। বাবাকে বল্লুম, তিনিও কাজের তাড়ায় আস্‌তে পারলেন না। কাজেই—"

"তোদের সহরের মেয়েদের বেশ মজা। একলা একলা যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, মটর চালাচ্ছিস্ নিজেই; বেশ আছিস্ ভাই কিন্তু।"

অন্ধ আর বিশেষ কিছু শুনতে পেলেন না। মনে হ'লো সুবর্ণা যেন তার বন্ধুটীকে একরকম জোর ক'রেই সে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গেল। তিনি মনে মনেই হাস্‌লেন। খুব চালাক মেয়ে। পাছে তিনি কিছু শুনে ফেলেন—তার ওপর মেয়েটী যে রকম আরম্ভ করেছিল

হয়তো তার মুখ থেকে আরও কিছু দরকারী কথা বেরিয়ে আস্তে পারতো।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটী যখন ফিরে এসে অন্ধকে মুক্ত ক'রে দিলে, হাস্তে হাসতে তিনি বল্লেন, "মেয়েটীকে তুমি অমন তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গেলে কেন? পাছে আমি কিছু জেনে ফেলি তোমার সম্বন্ধে?"

"দেখুন, আপনি আমাকে অমন পদে পদে খোঁচাবেন না। যদি তাই আপনার মনে হ'য়ে থাকে, আমারও সে কথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই।"

"যে মেয়েটী এসেছিল ওর নাম কি বলতো? সেটা ব'ল্‌তে বোধ হয় কিছু আপত্তি নেই?"

"ওর নাম কল্পনা। কিন্তু সেটাই বা আপনি জান্‌তে চান কেন?"

"এমনি খেয়ালের বশে। কল্পনার বন্ধুর নামটা যদি সুবর্ণা হয় তো আমার বেশ ভাল লাগে।"

মেয়েটী চম্‌কে ব'লে উঠ্‌লো, "সর্ব্বনাশ! জেনে ফেলেছেন বুঝি আমার নামটা!"

"তোমার নাম বুঝি সুবর্ণা? বাঃ, নামটা অতি সুন্দর।"

"কি ক'রে জান্‌লেন আপনি?"

"তুমিই এইমাত্র জানিয়ে দিলে। তুমি ভয় পাচ্ছো? ভয় পাবার কি আছে সুবর্ণা? আমার পক্ষে তোমার বিরুদ্ধে যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না কখনও।"

সেই সময় হঠাৎ বাইরের দরজার কড়াটা ন'ড়ে উঠ্‌লো। সুবর্ণা বল্লে, "জ্বাল জ্বালা, আবার বোধ হয় কল্পনাটা ফিরে এলো।"

আশুবাবুকে তেমনই ভাবে লুকিয়ে রেখে সে দরজা খুলতে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আশুবাবু তাদের কথোপকথন শুনতে পেলেন।

"তাই বলি কেন তুই অমন ব'দলে গেছিস্। বাড়ী থেকে বেরুতেই চাস্ না! তোর সঙ্গীটী কে বল্‌তো?"

"তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে কল্পনা? সঙ্গী আবার কে?"

"মনে ক'রছিস্ আমি দেখিনি ওকে? তবে শোন্—একটা সুন্দর যুবক। তার মত সুপুরুষ বোধ হয় হাজারে একটা মেলে। একটু আগে চুল আঁচ্‌ড়াতে আচ্‌ড়াতে যখন তুই জান্‌লার ধরে উঠে গেছ্‌লি—আমি ঠিক খড়খড়িটার পাশেই লুকিয়ে ছিলুম!"

সুবর্ণা দেখলে এর কাছে আর আশুবাবুর উপস্থিতিটা কোনও ক্রমেই লুকুনো চ'লবে না। অথচ তাঁকে কোনও আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিলেও সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। একটু চুপ কোরে থেকে সে ব'ল্লে, "দেখ্ ভাই, তুই যখন জেনেই ফেলেছিস্ জিনিষটা আমি আর লুকুতে চাই না। তবে দোষনীয় কিছু যেন ভেবে নিস্‌নি।"

"না দোষনীয় কি ভাব্‌তে পারি ভাই? একজন যুবকের সাম্‌নে যদি কোন যুবতী নিতান্ত অসংবৃতভাবে চুল আঁচ্‌ড়ায়-তাতে—"

"যা' তা' বলিস্‌নি কল্পনা। ও যে আমার স্বামী।" উপায়ান্তর না দেখে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচ্‌বার জন্যে সুবর্ণা চট্ ক'রে কথাটা ব'লে ফেল্লে।

"তোর স্বামী? কই তোর বিয়ের কথা তো আমরা কিছুই শুনিনি?"

"আমি কাউকে জানাইনি। ভালবেসে ফেলেছিলুম—তাই ওকে

গোপনে বিয়ে ক'রেছি। বাবা মা পর্য্যন্ত এখনও জানেন না কথাটা—তোর পায়ে পড়ি কল্পনা, একথা যেন আর কেউ না জেনে ফেলে।"

"আমি কাউকে বল্‌বো না। আমায় তুই তেমন ভাবিস নি। কিন্তু এইটুকু যা দুঃখু—জিনিষটা তুই আমার কাছেও লুকিয়ে রাখতে গিছ্‌লি।"

"আমায় দোষ দিস্‌নি ভাই তাতে। আমি লজ্জায় বলিনি।"

কথাটা শুনে আশুবাবু একটু স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন।

—0—

(৫)

ক'দিন পরের কথা। তিন দিন ধ'রে অবিরাম বৃষ্টি হবার পর সেদিন একটু ধরেছে। আশুবাবু সুবর্ণার যত্নে বেশ পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছেন। এক একবার ভাবেন হয়তো সবটাই তার অভিনয়। খুনীর মন্ত্রণায় হয়তো তাঁর প্রতি এই আচরণ দেখায়। অথচ সময় সময় তার ব্যবহারে যেন প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। সুবর্ণা সেদিন সহরে গিছ্‌লো। তিনি একলা ব'সে ব'সে এমনই সব অবান্তর চিন্তা ক'রছেন। আর সময় সময় সুবর্ণার দেওয়া অন্ধ-পাঠ্য বইখানির লেখাগুলির ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে

খস্ খস্ পায়ের শব্দ শোনা গেল। অন্ধ ব'লে উঠ্লেন, "ফিরে এলে সুবর্ণা ?"

"এলুম। আচ্ছা আপনার কোনও আত্মীয় স্বজন আছেন কি ? তিনি আপনার খবর ক'রতে পারেন ?"

"আত্মীয় আছেন বটে অনেক কিন্তু আমার খবর নেবার মত কেউ নেই ! সে কথা তো তোমাকে আগেই ব'লেছি।"

"তবে নিশ্চয়ই এ পুলিশের ব্যাপার। শুনুন, আজ খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে—অবশ্য নিরুদ্দেশ কলমের ভেতর—"

"আশুতোষ বসু কিছুদিন আগে দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী এভিনিউ হইতে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। যদি কেহ তাঁহার সংবাদ দেন যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া যাইবে।"

আশুবাবু শুনে একটু চমকে উঠলেন। পুলিশই যদি হয়, কেমন ক'রে তারা তাঁর নাম জান্লো ? তারা কি তাঁকেই খুনী সাব্যস্ত ক'রেছে ?"

"কি বলেন আশুবাবু ?"

"কি ব'ল্বো সুবর্ণা ?"

"দেখুন, আজ যখন সহর থেকে ফিরছিলুম দু'একজন নতুন লোককে গ্রামের ভেতর ঘুরে বেড়াতে দেখ্লুম। মটরটা সবেমাত্র গেটের ভেতর ঢুকিয়েছি, কল্পনা ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে, সে নাকি একজন লোককে

আমাদের বাগানের ভেতর লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। এ সব কি আশুবাবু?"

"বুঝতে পারছো না সুবর্ণা? পুলিশ ছাড়া আর কি হতে পারে?"

"তাই যদি হয় তা' হ'লে উপায়?"

"উপায় এখান থেকে পালানো ভিন্ন আর কিছু নেই।"

"কিন্তু কোথায় যাবো?"

"সেটা তুমিই ঠিক কর।"

অস্থিরভাবে খবরের কাগজখানা নাড়্‌তে নাড়্‌তে মেয়েটী ব'লে উঠ্‌লো, সর্ব্বনাশ—এ আবার কি?"

"কি হ'লো তোমার সুবর্ণা?"

"আমি এটা আগে দেখিনি—শুনুন,

দক্ষিণ কলিকাতার হত্যা রহস্য

শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা

"এতদিন ধরে আমরা এই হত্যা ব্যাপার সম্বন্ধে একান্ত অন্ধকারে ছিলাম। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার নিকট হইতে মাত্র এইটুকু জানা গিয়াছে যে এই ব্যাপারে একটী পুরুষ ও একটী নারী সংশ্লিষ্ট আছে। আরও প্রকাশ এই যে বোধ হয় ২৪ ঘণ্টার ভিতর তাহাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইবে। ইহার অধিক যাহা আমরা জানি তাহা প্রকাশ করায় এখন পুলিশের আপত্তি আছে। সুতরাং অদ্য এইখানেই আমাদের চুপ করিতে হইল।"

প'ড়েই সুবর্ণা ব'লে উঠ্‌লো, "আর উপায় নেই আশুবাবু, বোধ হয় আমরা ধরা প'ড়লুম।"

"অত গুলিয়ে যাচ্ছো কেন? শোনো, আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কল্পনা যে লোকটীকে দেখেছে তার সম্বন্ধে তার ধারণা কি?"

"সে বলে বোধ হয় বাবা আমার চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে লোক নিযুক্ত কোরে আমার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রছেন।"

"পুলিশ ব'লে কোনও সন্দেহ সে পোষণ করে না?"

"না।"

"তা' হ'লে এখনই এখান থেকে পালাবার ব্যবস্থা কর। তোমাকে আমাকে এক সঙ্গে ধ'রলে রক্ষা নেই। তা' হ'লে তুমি যাকে বাঁচাবার জন্যে এত কষ্ট ক'রছো—তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।"

"তা' হ'লে আমাদের তো কোথাও গিয়ে এক সঙ্গে থাকাও সম্ভব নয়।"

"নিশ্চয়ই নয়। সেই মত ব্যবস্থাই তোমাকে ক'রতে হবে। নইলে উপায় নেই।"

"তবে চলুন, মটরে কোরে আপনাকে কোনও দূর দেশে রেখে আসি।"

"সে মন্দ যুক্তি নয়। কিন্তু সুবর্ণা, তুমি যেন আমায় কেমনতর ক'রে দিয়েছো। তোমার একটা ঠিকানা কিন্তু আমায় দিয়ে যাও—যাতে ভবিষ্যতে কোনও দিনও আমি সন্ধান কোরে তোমার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারি।"

"একে এই ভয়ানক ব্যাপার মাথায় তার ওপর আমার বাবা আছেন, মা আছেন—তা' হয় না আশুবাবু।"

"সুবর্ণা! তুমি হিন্দু?"

"নিশ্চয়ই।"

"কল্পনার কাছে তুমি আমায় স্বীকার ক'রেছ স্বামী ব'লে?"

সুবর্ণা শিউরে উঠ্‌লো।

"সে আমার মুখের কথা আশুবাবু, প্রাণের কথা নয়। আর দেরী ক'রবেন না আসুন।"

আশুবাবুর হাত ধ'রে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্যারেজের দিকে চল্‌তে সুরু ক'রলো।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় আশুবাবু বল্লেন, "আর যদি সত্যি প্রাণের কথা হয় সুবর্ণা?"

"চুপ করুন—চুপ করুন। আশুবাবু, আপনি না অন্ধ?"

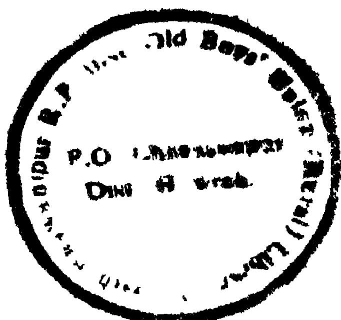
"অন্ধ!" একটু চুপ ক'রে থেকে আশুবাবু বল্লেন, "জানি না সুবর্ণা, প্রেম বোধ হয় আমার চেয়ে আরও বেশী অন্ধ।"

সেই সময় তাঁর হাতটা টেনে সুবর্ণা তাঁকে মটরের সিটে বসিয়ে দিলে।

——o——

সম্পাদকের মন্তব্য

সম্পাদকের মত নিরীহ ব্যক্তির পক্ষে অদ্ভুত-ভাবে খুন হওয়া কি সত্যই অস্বাভাবিক নয়? খুন সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেল—তা' থেকে আসামী ঠিক করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। কেউ কেউ বলে অন্ধই খুনী। কিন্তু অন্ধ আজ কোথায়?



নিহত ব্যক্তি "অন্দর মহল" কাগজের সম্পাদক ছিলেন। আমি ছিলুম তাঁর একজন গুণ-মুগ্ধ বন্ধু। তখন আমি সবে মাত্র একটা ছোট দৈনিক কাগজেব সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হ'য়েছি। সম্পাদনা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় এবং "অন্দর মহল"-সম্পাদক ভূপতিবাবুর লেখাগুলির মাধুর্য্য উপলব্ধি কবায় আমি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ কবি। অতি সাধারণ ঘটনাকে লেখার কায়দায় লোক-চক্ষে কেমন রঙ্গীন ক'বে ধরা যায়, তিনিই আমাকে তা' প্রথম শেখান। তাঁর নিজেরও বৈশিষ্ট্য ছিল ঐটুকু। ঐজন্যেই তিনি কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ সম্পাদক ব'লে খ্যাতি অর্জ্জন ক'বেছিলেন। কাগজখানি যদিও সাপ্তাহিক ছিল, তার দেহের পরিসর নেহাৎ মন্দ ছিল না। এক একটা সংখ্যায় কম ক'রে ৮০টী পৃষ্ঠা থাক্‌তো। সত্য সামাজিক ঘটনাব উপর ছিল তাঁর লেখার ভিত্তি। তাঁর কলমের ডগায় কোন কিছু প্রকাশ ক'রতে যেন বাধ্‌তো না।

তিনি যে দিন নিহত হ'ন, সেদিন দুপুর বেলা টেলিফোন ক'রে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং এমন কথাও বলেন, যদি আমার আপত্তি না থাকে তা' হ'লে সে রাত্রিটা আমি তাঁর বাড়ীতেই কাটাতে পারি কি না। তাঁর এ নিমন্ত্রণ আমি খুব সাদরেই গ্রহণ ক'রতুম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় কংগ্রেসের এক মিটিং থাকায় এবং আমি আপিস কর্তৃক সেখানে রিপোর্টার নিযুক্ত হওয়ায় বাধ্য হয়েই তা গ্রহণ ক'রতে পারিনি। তাঁকে যখন আমার অবস্থার কথা জানালুম, তিনি বল্লেন, যদি আমি সন্ধ্যার দিকে নাও যেতে পারি—অন্ততঃ মিটিংয়ের পরে যত রাতই হোক্ তাঁর সঙ্গে যেন নিশ্চয়ই গিয়ে দেখা করি। আমি সম্মতি জানিয়ে টেলিফোন ছেড়ে দিই।

মিটিং ভাঙ্গতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল। ভাবলুম সেখান থেকেই সটান ভূপতিবাবুর বাড়ী চ'লে যাই; কিন্তু শরীরটা তখন এমন খারাপ ঠেকছিল যে বাড়ী ফিরে একটু না জিরিয়ে আর কিছু করতে যেন মন সরছিল না। এখন ভাবি, যদি আমার শরীরকে সামান্য আরাম দেবার জন্যে বাড়ী ফিরে না যেতুম তা' হ'লে বোধ হয় যথা সময়ে গিয়ে ভূপতিবাবুর জীবন রক্ষা ক'রতে সমর্থ হ'তুম।

রাত ১২টা নাগাদ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ী থেকে বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় প্রফুল্লবাবু এসে চেপে ধ'রলেন। আমাদের কাগজে ছাপাবার জন্যে তিনি একটী ইতিপূর্ব্বে সঙ্ঘটিত হত্যাকাণ্ডের অনেক খবর সংগ্রহ ক'রে এনেছেন—আমাকে তার নোট লিখে নিতে হবে। প্রফুল্লবাবু একজন দরের লোক। তাঁর খবরগুলির জন্যে আমাদের কাগজ অনেক পয়সা খরচ করে, কাজেই কাগজ কলম নিয়ে বসে যেতে হ'লো। কাজ

সেরে চেয়ে দেখি ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। ব্যস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম। রাত্রি প্রায় ১২টা নাগাদ রাসবিহারী এভিনিউয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

বাড়ীটার চারদিক অন্ধকার। আমি আশা ক'রেছিলুম ভূপতিবাবু নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবেন। ভাবলুম, এত রাত হওয়াতেই বোধ হয় তিনি ব'সে ব'সে হয়রান হ'য়ে শুয়ে পড়েছেন। ইচ্ছা ক'রছিল ফিরে আসি; আবার ভাবলুম—না, যখন এসেছি, অন্ততঃ জানিয়ে যাই—নইলে তিনি হয়তো আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। আমি যে কথা রেখেছি এ তাঁকে জানাতেই হবে।

দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে দেখলুম সেটা খোলা রয়েছে। চারদিক অন্ধকার অথচ দরজা খোলা—একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। তাঁর বাড়ীতে কোনও স্ত্রীলোক থাকতেন না তাই নির্ভাবনায় ঢুকে সিঁড়ির ইলেকট্রিকটা জ্বেলে ওপরে উঠে গেলুম। সামনের ঘর খানাতে ঢুকে আরও বেশী অবাক হয়ে গেলুম। ঘরের ভেতর বিশৃঙ্খলা আমাকে গভীর ভাবে সন্দিহান করে তুলে। এগিয়ে গিয়ে দেখি টেবিলের পেছনে ভূপতিবাবু মৃত অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছেন। তিনি বিপত্নীক, মাত্র দুটী চাকর ছাড়া বাড়ীতে আর জনপ্রাণী কেউ থাকতো না। ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে চাকরদের ডাক দিলুম।

কোণের ঘর থেকে দু'জন চাকর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে এলো। তারা দু'জনেই আমাকে চিনতো। একজন বললে, "এই যে আপনি এসেছেন। বাবু আপনার জন্যে ওপরে ব'সে আছেন, চলুন।"

"আমি ওপরে গিয়েছিলুম। বাবু খুন হ'য়েছেন। সে খবর তোমরা রাখ না ?"

দুজনে এক সঙ্গে ব'লে উঠ্‌লো, "খুন হয়েছেন ?"

"হ্যাঁ, তোমাদের ভেতর একজন চট্‌ ক'রে থানায় গিয়ে খবর দাও। আর একজন গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।"

বৃদ্ধ চাকরটী বল্লে, "কে খুন ক'রলে বাবু ?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ইন্স্‌পেক্টর, সাব্‌ইন্স্‌পেক্টর ও ৪টী পুলিশ সঙ্গে মটরে ক'রে সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ডাক্তারের পৌছুতে বেশী সময় লাগ্‌লো না। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে মৃত দেহ পরীক্ষা ক'রতে লেগে গেলেন। ইন্স্‌পেক্টর সাহেব ঘরটার চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বল্লেন, "যে লোকটা খুন ক'রেছে মনে হয় সে এ কাজে দক্ষ-হস্ত।"

"কি ক'রে জান্‌লেন ?"

"সাধারণতঃ কাঁচা লোকে খুন ক'রলে ছুরিটা নীচের দিকে বসায়—এ ক্ষেত্রে সেটা ওপর দিকে ঠেলে দেওয়া হ'য়েছে।"

"তা' হ'লে দাগী খুনী ?"

ডাক্তার ইতস্ততঃ ক'রে জবাব দিলেন, "অসম্ভব নয়।"

ইন্স্‌পেক্টর আবার ঘরটার চারদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। কোনও কিছু জিনিষই তিনি স্থানচ্যুত ক'রলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রলেন এবং প্রায় পনেরো মিনিট পরে একটী মোটা লাঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এলেন।

ডাক্তারের দিকে লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে ইন্স্পেক্টর প্রশ্ন ক'রলেন, "ডাঃ ঘোষ বল্তে পারেন—যে লোকটী এই রকম লাঠি ব্যবহার করে তার কত খানি লম্বা হওয়া সম্ভব ?"

ডাক্তার ঘোষ লাঠিটা হাতে নিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, "আপনি কি মনে করেন এটা খুনীই এখানে ফেলে রেখে গেছে ?"

ইন্স্পেক্টর ঘাড় নেড়ে বললেন, "পুলিশ অফিসারদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমানের ওপর কাজ করতে হয়। কোনও জিনিশই সে নির্দ্ধারিত ভাবে সত্য বল্তে পারেনা।"

ডাক্তার ঘোষ বল্লেন, "সহজ ভাবে এমন একটা লাঠি ব্যবহার ক'রতে হ'লে লোকটার অন্ততঃ ছ' ফুট লম্বা হওয়া সম্ভব।"

পুলিশের কাজ মিটতে রাত অনেক হলো—আমার নাম ধাম লিখে নিয়ে আমায় ছেড়ে দিলেন।

*　　　*　　　*

পরের দিন সকালে সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, একজন পুলিশ এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়ালো। ইন্স্পেক্টর বাবু অনুরোধ ক'রে লিখেছেন পত্র পাঠ আমাকে ভূপতি বাবুর বাড়ী যেতে। জামা কাপড় প'রে বেরিয়ে প'ড়লুম। রাসবিহারী এভিনিউয়ে যখন পৌঁছুলুম, দেখি বাড়ীটার সাম্নে ভিড় জ'মে গেছে। জনতাকে সাম্লাবার জন্যে গেটে দু'জন পুলিশ মোতায়েন রাখা হ'য়েছে। ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখ্তে পেয়ে ইন্স্পেক্টর এগিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর মধ্যে

নিয়ে গেলেন। বল্লেন, "ডিটেক্‌টিভ্‌ অমর বাবু আপনার সঙ্গে দেখা কববার জন্যে বসে আছেন।"

দো:তলার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ডিটেক্‌টিভ্‌ অমব বাবু তখন একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেয়ালটায় কি লক্ষ্য ক'রছেন। ইন্স্‌পেক্টর বল্লেন, "সুধীর বাবু এসেছেন।"

অমরবাবু একবার মাত্র আমার দিকে চেয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। কোনও কথা বল্লেন না। বস্‌তে গিয়ে নজর প'ড়লো— প্রফুল্লবাবু একটা চেয়ারে চুপ ক'রে ব'সে আছেন। আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন।"

তিনি বল্লেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজে যে রিপোর্টটা আপনি পাঠিয়েছিলেন সেইটা পড়েই আমি সোজা এখানে চ'লে এসেছি।"

প্রফুল্লবাবু আর কথা কইলেন না। চুপ ক'রে ডিটেকটিভের কার্য্য-কলাপ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ আমার চোখ পড়্‌ল চূণ কাম করা সাদা দেয়ালের গায়ে খানিক তফাতে তিনটে ক'রে আঙুলের কালো কালো ছাপ রয়েছে। সেইগুলিই অমর বাবু নিবিষ্ট চিত্তে পরীক্ষা ক'রতে ব্যস্ত। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসটা পকেটে পুরে তিনি এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আপনার কাছে কিছু আমার জান্‌বার আছে।"

"বলুন, আমি যা জানি বলতে কুণ্ঠিত হবো না।"

"ভুপতিবাবু কাল রাত্রে নিশ্চয়ই আপনার প্রতীক্ষা ক'রছিলেন?"

"কি ক'রে জানলেন?"

"আমি তাঁর চাকরদের কাছ থেকে জেনেছি।"

"আপনি ছাড়া আর কেউ নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল জানেন কি ?"

"সে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি ; সুতরাং জানিনা।"

"রাত ১২টার সময় আপনি এখানে এসেছিলেন ?"

"১২টার দু'পাঁচ মিনিট পরে।"

"আপনার বাঁ হাতটা দেখি।"

আমি হাতটা দেখালুম ; অনেকক্ষণ ধ'রে তিনি জ্যোতিষীর মত সেটা নিরীক্ষণ ক'রতে লাগলেন। খানিক পরে হাতটা ছেড়ে দিয়ে বল্লেন, "হ'য়েছে, এখন বলুন তো ঘরে ঢুকে প্রথমেই আপনি কি দেখলেন ?"

"টেবিলটা বিশ্রী ভাবে এক পাশে ঠেলা, চেয়ারগুলো এখানে ওখানে ছড়ানো—মেজের ওপর ভূপতিবাবুর মৃত দেহ।"

"ব্যাপার দেখে আপনি ভয় পেয়ে টেবিলটাকে চেপে ধ'রেছিলেন ?"

"আমার মনে নেই।"

"এটা অস্বীকার ক'রে আপনার কোনো লাভ নেই। এই দেখুন।"

টেবিলের ওপর একখানি খবরের কাগজ প'ড়েছিল সেটা তুলে নিতেই দেখলুম খড়ি দিয়ে চারটী দাগ মারা র'য়েছে। তিনি আরম্ভ ক'রলেন, "এই চারটী আপনার বাঁ হাতের আঙুলের দাগ। বুড়ো আঙুলটা কাঠের নীচের দিকে আছে। এগুলি বেশ পরিষ্কার ছাপ সুতরাং আপনি যে বেশ জোর ক'রেই টেবিলটা চেপে ধ'রেছিলেন তাতে আর সন্দেহই নেই। মাঝের আঙুলটার ছাপ থেকে বেশ বোঝা যায় আপ'ন খুব বেশী ভয় পেয়ে গিছলেন।"

"ভয় পেয়েছিলুম সত্যি—কিন্তু টেবিলটা যে আমি কখনই ধ'রেছিলুম ব'লে মনে ক'রতে পারছি না।"

"যাক্ ওকথা।" ব'লেই তিনি গতরাত্রের লাঠিটা হাতে ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এটা আপনার লাঠি নয়তো?"

"না। আমি মোটেই লাঠি ব্যবহার করি না।"

"আচ্ছা—বেশ ভাল কোরে লক্ষ্য করুন—ভূপতিবাবুর হাতে এটা কখনও দেখেছেন?"

"কখনই না। বিশেষ ক'রে তিনি ছিলেন খাটো লোক—এতখানি একটা লম্বা লাঠি ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'তো না।"

"চাকরেরাও এই কথা ব'লেছে। তা' হ'লে নিশ্চয়ই এটা খুনীর লাঠি।"

অমরবাবু আমাকে প্রশ্ন ক'রতে বিরত হ'লেন। প্রফুল্লবাবুও দেখ্লুম চুপ কোরেই ব'সে রইলেন। এই নীরবতার মাঝে আমি যেন কি রকম অস্বস্তি অনুভব ক'রতে লাগ্লুম। টেবিলের ওপর কতগুলি জিনিষে আমার নজর প'ড়লো। পুলিশের লোকেরাই সেগুলি জড়ো ক'রে এনে সেখানে রেখেছে। একটা গরম কোট্, কতকগুলো সার্সি ভাঙা কাঁচ, একটা সাদা খাম, মেয়েদের চুলের সেলুলয়েডের কাঁটা একটা এবং সেই মোটা লাঠিটা পরের পর সাজানো রয়েছে।

প্রফুল্লবাবু স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বল্লেন, "ও কাঁচগুলো কেন রেখেছেন অমরবাবু?"

তিনি জবাব দিলেন, "সার্সিটা যখন ভেঙেছে, আমার খুব আশা এর ভেতর আসামীর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে।"

প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "চাকরদের কাছে শুন্লেন তো ভূপতিবাবুর কাছে অমন অনেক লোকই লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্রিবেলা এসে দেখা ক'রতো—

"অন্দর মহল" কাগজের লেখা সম্পর্কে। আসামী ছাড়া অন্য লোকের হাতের ছাপও তো হ'তে পারে?"

অমরবাবু বল্লেন "আমার বিশ্বাস কাঁচটা ভেঙেছে খুনের সময়েই সুতরাং আসামী ব্যতীত আর কারও ছাপ এর ভেতর আস্‌তে পারে না।"

"আচ্ছা দেখাই যাক্।" ব'লে প্রফুল্লবাবু পকেট থেকে একটা ছোট বাক্স বার ক'রে একখানি কাঁচেব টুক্‌রোর ওপর তা' থেকে খানিকটা সবুজ মত পাউডার ছড়িয়ে দিলেন এবং একটা নবম বুরুষ বেব ক'বে পাউডাবের ওপর আস্তে আস্তে ঘস্‌তে লাগ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি আঙুলেব ছাপ কাঁচের ওপর পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌লো। ডিটেক্‌টিভের দিকে কাঁচটা এগিয়ে দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্লেন, "ছোট বড় অনেকগুলি ছাপই ফুটে উঠেছে—এর মধ্যে কোনটা আপনার আসামীব ছাপ?"

অমরবাবু চিন্তিতভাবে কাঁচটাব দিকে চেয়ে রইলেন।

——0——

৭

প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "যদি কিছু মনে না করেন—খুন সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্তটা আমাদের জান্‌তে দিতে পারেন কি?"

অমববাবু বল্লেন, "আপনাকে জানাতে আমাব আপত্তি নেই কিন্তু এখানে 'য একজন খবরের কাগজওলা ব'সে আছেন।" ব'লেই আমার দিকে চাইলেন।

প্রফুল্লবাবু ব'ল্লেন, "না—এ সম্বন্ধে উপস্থিত উনি কাগজে কোনও মন্তব্য প্রকাশ ক'রবেন না। আপনি অসঙ্কোচে ব'লতে পারেন।"

চেয়ারটা আমাদের দিকে টেনে এনে অমরবাবু ব'লতে আরম্ভ ক'রলেন।

"তবে শুনুন। কাল রাত্রে ভূপতিবাবু এই ঘরে ব'সে একজন লোকের জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলেন। অবশ্য সুশীলবাবু ছাড়া। তাঁর প্রত্যাশিত লোকটী না আসায় তিনি প্রথমে ওপাশের সার্সিটা খুলে জান্‌লা দিয়ে লক্ষ্য ক'রতে থাকেন। মনে হয় লোকটী নিশ্চয়ই কল্‌কাতার অন্য অঞ্চলে থাকেন। এদিকে তাঁর বড় একটা গতিবিধি ছিল না। পাছে তিনি রাস্তা হারিয়ে অন্য কোনও দিকে চ'লে যান্ সেইজন্যে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে দোতলা থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা ক'রতে থাকেন। বাইরে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি ক'রে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে অবশেষে বাড়ীতেই ফিরে আসেন। গরম কোটটায় হাত দিলে এখনও বোধ হয় স্যাঁতস্যাঁতানি অনুভব ক'রতে পারেন। সুতরাং এও বলা যেতে পারে যে তিনি নেহাৎ কমক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করেননি।"

আমি ব'লে ফেল্লুম, "শীতকালে তো জামা খোলা থাকলে স্যাঁত-স্যাঁত্ করে।"

"এটা সে রকম নয়। হাত দিলেই বুঝ্‌তে পারবেন এটা নিশ্চয়ই শিশিরে ভিজেছিল।"

প্রফুল্লবাবু আমাকে ইসারা ক'রে চুপ ক'রতে বল্লেন, কাজেই মনের ভেতর অজস্র প্রশ্ন জাগ্‌লেও তারপর আমি আর একটী কথাও কইলুম না।

অমরবাবু ব'লে চল্লেন, "ভুপতিবাবু বাড়ী ফিরেছিলেন একলা। যে লোকের জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলেন, তিনি এসে পৌছননি। কারণ পাশের ঘরে একটী মাত্র পাত্রে যৎকিঞ্চিৎ ভুক্তাবশেষ আমি দেখেছি। এখন আমরা একবার আসামীর সন্ধান করি।" তিনি একবার মাত্র চোখ বুজে একটু ভেবে আবার আরম্ভ ক'রলেন, "সে এসেছিল—অতর্কিতভাবে। তখন ভুপতিবাবু দরজার দিকে পেছন ক'রে ব'সেছিলেন। তখন তার আস্‌বার আশা তিনি একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

"যে লোকটীর আস্‌বার কথা ছিল তার চেহারাটা খুব লম্বা, মুখশ্রী অত্যন্ত কদর্য্য এবং উপরন্তু খোঁড়া। লোকটী ঘরে ঢুকে প্রথমে ভুপতি-বাবুকে দেখ্‌তে পায়নি কারণ চেয়ারের ঠেসান দেবার জায়গাটা বিলক্ষণ উঁচু এবং সুশীলবাবু বল্লেন তিনি বেঁটে লোক ছিলেন। ঘরে কেউ নেই ভেবে সে ভরসা ক'রে এগোয়—সেই সময় ভুপতিবাবু খস্ খস্ শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকে দেখ্‌তে পান এবং চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান। লোকটী তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে প্রথমে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু খোঁড়া পায়ে তা' সম্ভব হয়নি। ভুপতিবাবু এগিয়ে গিয়ে তাকে ধ'রে ফেলেন। ফলে এখানে একটা ধস্তাধস্তি হ'তে থাকে এবং তাই থেকেই চেয়ার টেবিলগুলো বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। অবশেষে আগন্তুক জয়ী হ'য়ে ভুপতিবাবুর বুকের ওপর উঠে বসে—তখন উপায়ান্তর না দেখে তিনি আসামীর চুলের মুটি ধ'রে আকর্ষণ করেন—এত দৃঢ়ভাবে চুলগুলি তিনি ধ'রেছিলেন যার ফলে সেগুলি মাথা থেকে ছিঁড়ে উঠে আসে। সেগুলি আমরা মৃতের হাত থেকে পেয়েছি এবং খামে ক'রে টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি। ভুপতিবাবু চুল ধ'রে যখন টানেন সেই সময়ই আততায়ী তাঁর

বুকে ছুরিটা ব'সিয়ে দেয়। এ কাজে সে খুব দক্ষ-হস্ত, তার পরিচয়ও পাওয়া গেছে।"

এতক্ষণে প্রফুল্লবাবু প্রশ্ন ক'রলেন, "আর মাথার কাঁটাটা ?"

অমরবাবু বল্লেন, ভূপতিবাবু বিপত্নীক ছিলেন। বোধ হয় স্ত্রীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ ওটা সর্ব্বদা পকেটে রাখ্তেন। ধস্তাধস্তির সময় কোনওক্রমে পকেট থেকে প'ড়ে গিয়ে থাক্বে। আমাদের খুব বেশী কষ্ট পেতে হবে না প্রফুল্লবাবু—খুনী যথেষ্ট কাঁচা কাজ ক'রে গেছে।"

"কি রকমে ?"

"দেযালের দাগগুলো দেখুন। সে মস্ত মূর্খ তাই অমন ক'রে দেয়ালের গায়ে রক্ত মুছে গেছে।"

অবশেষে প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "আপনার ধারণা অধিকাংশই ভ্রান্ত—অমরবাবু।"

"তার মানে ?"

"লাঠিটা দেখেই আপনি লোকটাকে খোঁড়া ধ'রে নিয়েছেন। হ'তে পারে সে খোঁড়া নয়।"

"তার প্রমাণ আপনি কিছু দেখাতে পারেন ?"

"আপনি একজন মস্ত গোয়েন্দা, সুতরাং দর্শন শাস্ত্র বিলক্ষণ জানেন। আপনার উক্ত ধারণাটী পোষণ ক'রতে গেলে ব'লতে হয় প্রত্যেক খোঁড়া লোক লাঠি ব্যবহার করে।"

"নিশ্চয়ই।"

"তা' হ'লে সেটা নিছক অন্ধ বিশ্বাসে ধ'রে নিতে হয় অমরবাবু।"

"তা' হ'লে আপনার সিদ্ধান্তটা কি রকম ?"

"আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। তবে এইটুকু আপনাকে ব'ল্‌তে পারি, আপনার দর্শন অভ্রান্ত নয়।"

কথাটার ভেতর যে একটু শ্লেষ লুকানো ছিল, তা বুদ্ধিমান অমরবাবু তখনই বুঝে নিলেন এবং আমার সাম্‌নে পাছে তাঁকে আরও বেশী অপদস্থ হ'তে হয় তাই তাড়াতাড়ি স্থান পরিত্যাগের ব্যবস্থা ক'রতে লাগ্‌লেন। প্রফুল্লবাবুও ছাড়্‌বার পাত্র নন্‌। তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "এরই মধ্যে যাচ্ছেন কোথা অমরবাবু? এখনও অনেক বাকী।"

"আমার কাজে আর কিছু বাকী নেই প্রফুল্লবাবু।"

"আছে। অনুগ্রহ ক'রে ধীরভাবে আমার একটা কথা ভেবে দেখুন। লোকটা যখন দেয়ালের গায়ে হাত মুছ্‌ছিল—তখন ঘরের আলোটা জ্বালা ছিল, না নেভানো ছিল? আমার মনে হয় লোকটার হাত মোছবার উদ্দেশ্য ছিল না—সে সুইচটা খুঁজ্‌ছিল। দেখ্‌ছেন হাতের দাগগুলো ক্রমশঃ সুইচের কাছ অবধি গেছে। অন্ধকারে সে মোটেই বুঝতে পারেনি চুণকাম করা দেয়ালের ওপর কি বীভৎস ছবি আঁকা হ'য়ে যাচ্ছে। এখন তা' হ'লে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যেতে পারে ঘরটা তখন নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল।"

"আপনার এ সিদ্ধান্তও ভুল প্রফুল্লবাবু—কারণ সুশীলবাবু এসে আলোটা জ্বালাই দেখেছিলেন।"

"তা' হ'তে পারে; কিন্তু যে লোকটার কথা হ'চ্ছে সে নিশ্চয়ই সেটা জ্বালেনি। কেন না হাতের দাগ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে সে সুইচ অবধি পৌঁছুতে পারে নি।"

"আপনিও ভুল ক'রছেন প্রফুল্লবাবু—মস্ত ভুল।"

প্রফুল্লবাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "বেশ, তা' হ'লে আর কথা নেই। আপনিও চলুন আমিও চলি। দেখি, কে আগে আসামীকে ধ'রতে পারে।"

"চ্যালেঞ্জ্‌ ক'রছেন? বেশ, আমি গ্রহণ ক'রলুম। এখন তা' হ'লে আসি।" ব'লেই তিনি ইন্স্‌পেক্টর, পুলিশ এবং টেবিলের ওপরের জিনিষ-সঙ্গে নিয়ে রওনা হ'লেন।

আমি বল্লুম, "চলুন প্রফুল্লবাবু, আমরাও যাই।"

তিনি বল্লেন, "আপনি যান। আমাকে আরও কিছুক্ষণ এখানে থাক্‌তে হবে।"

"কতক্ষণ।"

"হ'তে পারে দু'ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা—কি তার চেয়েও বেশী।"

——0——

(৮)

দিন দুই পরের কথা; দৈনিক সংবাদের আপিসে আমার সিটে ব'সে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখছি, কাগজের সত্ত্বাধিকারী অতুলবাবু এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "প্রফুল্লবাবু কিন্তু কাজটা ভাল করেননি সুশান্ত। সেই ব্যাপারের পর থেকে অমরবাবু আমাদের কাগজে আর কোনও খবর দিতে চাইছেন না।"

আমি বল্লুম, "তা' তো দেখছি। কিন্তু এই রকমই যদি চলে তা' হ'লে আমাদের কাগজের দুর্ণাম র'টে যাবে।"

অতুলবাবু বল্লেন, "দেখ তুমি এক কাজ কর। অমরবাবু আজ একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন ছাপাবার জন্যে—এই খুন সম্বন্ধে তদন্তের ব্যাপার নিয়ে। সেটা সঙ্গে নিয়ে তুমি একবার প্রফুল্লবাবুর সাথে দেখা কর। এই ক'দিনে তিনি হয়তো কোনও নূতন তথ্যও আবিষ্কার ক'রে থাকতে পারেন।"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "কি লেখা আছে বিজ্ঞাপনটায়?"

"শোন" ব'লে তিনি একটা ছোট কাগজ খুলে পড়তে আরম্ভ করলেন। "কিছুদিন আগে রাসবিহারী এভিনিউয়ে একটী ২৮ বৎসর আন্দাজ বয়সের যুবককে দেখা গিছলো। যুবকটী দেখতে সুন্দর, ফিটফাট, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, ভাল কাপড় জামা, তবে একটু খুঁড়িয়ে চলে। যদি কেহ তার সন্ধান দিতে পারে, পুলিশের কাছ থেকে যথেষ্ট পুরস্কারের আশা আছে।"

"কিন্তু অতুলবাবু, প্রফুল্লবাবুর সিদ্ধান্ত একেবারে অন্যরূপ।"

"তাই নাকি? তিনি তা' হলে কোনও সিদ্ধান্ত করেছেন নাকি? তাঁর কি রকম অভিমত?"

"তা' অবশ্য আমি জানি না।"

"তিনি তা' হ'লে মনে করেন অমরবাবু ভ্রান্ত?"

"শুধু ভ্রান্ত নয়—তিনি বলেন যে অমরবাবু অন্ধকারে ঢিল মারছেন।"

অতুলবাবু একটু চুপ ক'রে কি ভাবলেন। উদ্ভাসিত মুখে ব'ল্লেন, "দেখ আমার মাথায় একটা মতলব খেলছে। প্রফুল্লবাবু বিচক্ষণ লোক,

তিনি যে রাস্তা ধ'রেছেন তা' পুলিশের থেকে যদিও স্বতন্ত্র হয়, তা' হ'লেও তাঁর খবরগুলো আমাদের কাগজে ছাপা হ'লে, সেল বেড়ে যাবার খুব সম্ভাবনা। তুমি এক কাজ কর। তাঁর সঙ্গে এখনই দেখা ক'রে বল—তাঁর সহায়তা করবার জন্তে আমরা পিছনে রইলুম।"

আমি প্রফুল্লবাবুর সাথে দেখা করলুম। তাঁকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লুম।

আমার এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে তিনি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "চলুন—এখনই তো কোর্টে যেতে হবে, দেখা যাক্ ব্যাপার কতদুর এগোয়।"

কোর্টে যাবার জন্তে আমি প্রস্তুত হ'য়েই গিছলুম। দেরী না কোরে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। যখন সেখানে গিয়ে পৌছুলুম—বাইরেটাতে নেহাৎ মন্দ ভিড় হয়নি। ভেতরে গিয়ে দু'জনে দুখানি চেয়ার অধিকার কোরে ব'স্লুম। ডিটেক্‌টিভ অমরবাবুর পর আমার ডাক প'ড়লো। আমার বক্তব্য শেষ করে যখন প্রফুল্লবাবুর কাছে ফিরে এলুম, তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেছে। তিনি চট্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, "চলুন, আর একবার আমরা জিনিষগুলো ভাল ক'রে দেখে আসি।"

পাশের ঘরে গিয়ে আমরা জিনিসগুলি বেশ ভাল ক'রে দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে আমি ব'লেছিলুম—যখন হাতের দাগগুলো দেয়ালের ওপর আঁকা হ'য়েছিল ঘরটা তখন নিশ্চয়ই অন্ধকার ছিল?"

"খুব মনে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এইখানে আপনিও ভ্রান্ত—কারণ আমি যখন সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই তখন আলোটা জ্বালাই ছিল।"

"ভ্রান্ত আমি নই সুশীল বাবু। দেখুন—ছড়িটা ভাল ক'রে দেখুন, বর্ণনা ক'রে যান্ ছড়িটার ভেতর কোন বিশেষত্ব আছে কি না।"

আমি বল্লুম, "এতো একটা সাধারণ মোটা লাঠি—লম্বা—দেখ্‌তে বিশ্রী, কিন্তু কোনও বিশেষত্ব তো দেখছি না প্রফুল্লবাবু!"

"বিশেষত্ব একটু আছে। যেমন ভাবে লোকে লাঠিটা ধরে তেমনি ভাবে ধরুন। দেখুন, আপনি ডান হাতে ওটা ধ'রেছেন—আপনি যদি এ লাঠিটা বরাবর ব্যবহার ক'রতেন, তা' হ'লে এর বাঁ পাশের কোণটা ক্ষয়ে যেতো। আবার কেউ যদি এটা বাঁ হাতে ব্যবহার ক'রতো তা' হ'লে এর ডান পাশটা ক্ষয়ে যেতো। এটার কি দেখছেন?"

"এটার তো পাশের দিকে কিছুই হয়নি ববং সোজা সাম্‌নাসাম্‌নি খানিকটা ক্ষয়েছে।"

"ঠিক কথা। আমি ব'লেছিলুম—লোকটা অন্ধকারে কাজ হাসিল ক'রে গেছে। আমি অভ্রান্ত সুশীল বাবু—এই লাঠিটাই তার প্রমাণ।"

কথাটা শুনে ভাবলুম প্রফুল্লবাবুর বুঝি মাথা খারাপ হয়ে গেছে; কিম্বা আমি নিজেই হয়তো সেটা হারিয়ে ব'সেছি। আমাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে প্রফুল্লবাবু গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্‌তে সুরু ক'রলেন, "যদিও অমরবাবু আপনার কথাটাকেই সমর্থন করেছেন, তবু আমি ঐ এক কথাই জোর কোরে ব'ল্‌তে পারি—ঘরটা অন্ধকার ছিল।"

আমি বল্লুম, "কিন্তু লাঠিটা থেকে আপনি কেমন ক'রে সেটা অনুমান ক'রেছেন—আমি তো বুঝতেই পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না? বুঝেও দরকার নেই তা' হ'লে, চলুন, এখনি গিয়ে অতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

তখনই আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে প'ড়লুম।

—0—

(৯)

আপিসে ফিরে আমরা তখনই অতুলবাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি ব্যস্তভাবে ব'লে উঠ্লেন, "কি খবর প্রফুল্লবাবু ?"

সাম্নের চেয়ারখানায় ব'সে প্রফুল্লবাবু ব'ল্লেন, "ব্যাপার বলি শুনুন। সুশীলবাবু, আপনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসুন—আজ আমি যে গল্পটী ব'ল্বো সকলে শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবেন।"

আমি খাতা পেন্সিল নিয়ে ব'সে গেলুম, তিনি ব'লে চ'ল্লেন—"প্রথমে অমরবাবুর কথাটা আমি সমর্থন ক'রছি যে ভূপতিবাবু সেদিন রাত্রে সুশীলবাবু ছাড়া অন্য একজনের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন। অমরবাবু বলেন যে লোকটী আস্তে পারেননি বা আসেননি; সেই-জন্যে তাঁকে খুঁজতে ভূপতিবাবু বাইরে বেরিয়েছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় তিনি সুশীলবাবুকে খোঁজবার জন্যেই অত রাত্রে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। যে লোকটীর আস্বার কথা ছিল, কোনও কারণে তাঁকে তিনি ভয় ক'রতেন অথচ এই লোকটীর সম্মুখীন তাঁকে হ'তে হ'তো তাই তিনি সুশীলবাবুর উপস্থিতি একান্ত ভাবে চেয়েছিলেন। তাই তিনি অত জিদ ক'রে যত রাতই হোক্ তাঁকে যেতে অনুরোধ ক'রেছিলেন ফোন ক'রে।"

"দ্বিতীয়তঃ, ভূপতিবাবু যেমন একজনকে সামনে রেখে আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, আগন্তুকও তাঁর কাছে তেমনি একা আসেননি। তিনিও আর একজনকে সঙ্গে এনেছিলেন।"

অতুলবাবু বল্লেন, "একথা আপনি কেমন ক'রে ব'লতে পারেন?"

"যে জিনিষগুলো পাওয়া গেছে তাই থেকেই। একজন অন্ধ পুরুষ সেলুলয়েডের কাঁটা মাথায় দিতে পারে না। ভূপতিবাবুর পক্ষেও তা' অসম্ভব। তা' হ'লেই বোঝা যাচ্ছে লাঠি এবং কাঁটার ভিন্ন ভিন্ন অধিকারী সে দিন সেই ঘরে গিছলো।"

আমি অবাক হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলুম, "কিন্তু একজন যে অন্ধ তা' আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

"ঐ লাঠিটা একজন অন্ধের। ওটার সামনের দিকটা সরল ভাবে ক্ষয়ে গেছে। রাস্তাটা আগে দেখে নেবার জন্যে লাঠিটা ব্যবহার ক'রলে যেমন হয়। তার ওপর দেয়ালের দাগগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে একজন অন্ধ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কারণ ঐ রকমে দেয়ালের গায়ে রক্তের আঁচড় কাটা চোখে দেখে কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং হয় ঘরটা অন্ধকার ছিল নয় লোকটাই অন্ধ। কিন্তু সুশীলবাবু, খুনের পর মুহূর্ত্তেই আপনি সেই ঘরে গিয়ে দেখেছিলেন আলোটা জ্বালা, তা' হ'লেই লোকটা অন্ধ না হয়ে যায় না।"

আমি বল্লুম "তা' হ'লে আপনি কি মনে করেন অন্ধই অপরাধী?"

"সেইখানে আমি একটু সন্দিহান—তবে আমার খুব বেশী মনে হয় যে সে নিরপরাধ।"

আমি যেন একটু দমে গেলুম। "দক্ষিণ কলিকাতার হত্যা ব্যাপারে

অন্ধ আততায়ী” কি সুন্দর শিরোনামা লেখা যেতো! বল্লুম “তাই বা আপনি মনে ক’রেছেন কেন?”

“তার অনেক কারণ আছে। প্রধানতঃ ডাক্তারের অভিমত। খুনটা বেশ সুন্দর ভাবে করা হ’য়েছিল। একজন অন্ধ লোকের পক্ষে অত হিসেব কোরে ছুরি বসানো সম্ভব হয় না। তারপর বিচার্য্য ঘরের সেই আসবাব পত্রগুলোর বিশৃঙ্খলা! যদি মৃত ব্যক্তি সেগুলো ছড়াতেন বা তাঁর এবং আততায়ীর মধ্যে কোন যুদ্ধ থেকে সেগুলো ছড়াতো তা’ হ’লে মৃতদেহের ওপর কোনও না কোনও দাগ দৃষ্ট হ’তো। কিন্তু তাঁর গায়ে কোনও চিহ্নও পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয় অন্ধের বিক্ষিপ্ত গতিবিধি থেকেই সেটা সম্ভব হ’য়েছিল। তারপর সেই দেয়ালের দাগগুলো। অন্ধ পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তার আগেই তাকে ধ’রে নিয়ে তারা চ’লে গেছে?”

অতুলবাবু বল্লেন, “তা’ হ’লে আপনি ব’ল্‌তে চান্ অন্ধকে জোর কোরে ধ’রে নিয়ে যাওয়া হ’য়েছিল? কিন্তু তার প্রমাণ?”

“আপনি লাঠিটার কথা ভুলে গেলেন? কথায় বলে অন্ধের যষ্ঠি। ইচ্ছাপূর্ব্বক গেলে লাঠিটা ফেলে রেখে সে নিশ্চয়ই যেতো না। তাকে জোর ক’রেই ধ’রে নিয়ে যাওয়া হ’য়েছে। আর যারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তারা তখন জান্‌তো না যে লোকটা অন্ধ; তা জান্‌লে তাকে ধ’রে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ তাদের মধ্যে আস্‌তো না।”

“তা’ হ’লে খুনী সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি রকম?” অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"খুনী—একজন বড়লোক—সমাজে প্রতিষ্ঠাবান—অবশ্য আমার মনে হয় এমনই। তবে একটা কথা ভাব্‌ছি—কেন সে অন্ধকে শেষ করে গেল না? অন্ধ নিশ্চয়ই তার দলের লোক ছিল না। কারণ একজন অন্ধকে সঙ্গে ক'রে সে নিশ্চয়ই এতবড় একটা খুন করতে এগুতো না—তা' কেউ করে না। ভূপতিবাবু নিশ্চয়ই আক্রান্ত হ'য়ে কোনও চিৎকার করেছিলেন যার ফলে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অন্ধ সে ঘরে গিছ্‌লো এবং তাঁর দেহের ওপর প'ড়ে গিয়ে হাতে ঐ রক্ত মেখে ফেলে। কিন্তু অন্ধ এখন কোথায়? তাকে তারা কি ভাবে রেখেছে সেইটাই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না।"

আমি হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে ফেল্লুম, "কিন্তু অন্ধ যে খুনীর দলের নয় তার কোনও প্রমাণ আপনি পেয়েছেন কি?"

"নিশ্চয়ই। পাশের ঘরে একটা এঁটো থালা ছিল মনে আছে? আপনার আগমন প্রতীক্ষা ক'রে নিরাশ হ'য়ে ভূপতিবাবু রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। মনে হয় সেই সময় দৈবক্রমে তিনি অন্ধকে পেয়ে যান্—এবং তাকে নিয়ে এসে ঐ থালাতে খাওয়ান।"

অদ্ভুত তাঁর ধারণা শক্তি। ভাব্‌লুম তাঁর একথা একেবারে অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ও কথা মেনে নিয়ে আবার প্রশ্ন ক'রলুম, "কিন্তু খুনী যে প্রতিষ্ঠাবান সেটা কেন মনে ক'রছেন?"

"অসম্ভব নয়। আপনি "অন্দর মহল" কাগজ প'ড়তেন এবং ভূপতিবাবুকেও চিন্‌তেন। তিনি সাধারণ জনমণ্ডলীর কাছে বন্ধু কিন্তু প্রতিপত্তিশালীদের পরম শত্রু ছিলেন। এরকম কোনো লোকের দ্বারা এই হত্যা ব্যাপার সংঘটিত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।"

পরের দিন সন্ধ্যায় প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে গেলুম। তিনি ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন, "খবরটা এনেছেন সুশীলবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। হত্যার পর থেকে কোনও অন্ধ ব্যক্তির অন্তর্ধানের কোনও রিপোর্টই পাওয়া যায়নি।"

"বেশ, কিন্তু কোনও জায়গায় কোনও অচেনা অজানা লোকের মৃত-দেহ—"

"আজ্ঞে না, তেমন কোনও সংবাদও প্রকাশিত হয়নি।"

প্রফুল্লবাবু একটু চুপ ক'রে কি ভেবে বল্লেন, "দেখুন যদি এমন কোনও সংবাদ প্রকাশের জন্যে আসে এর মধ্যে—আমাকে না জানিয়ে সেটা ছাপাবেননা।"

"আপনি কি মনে করেন অন্ধকেও খুন করা হ'য়েছে?"

"দেখা যাক্। খুনী সম্বন্ধে অনেক কিছু জান্‌বার সুবিধে হ'য়ে যাবে।"

"আমার কিন্তু মনে হয় অন্ধ বোধ হয় জীবিত নেই এত দিন।"

সেদিন আর বিশেষ কোনও কথা হ'লো না। প্রফুল্লবাবুর কথাগুলো শুনে একেবারে অবান্তর ব'লে মনে হ'লো না। তাঁর ধারণাশক্তি অদ্ভুত। সমস্ত ঘটনাগুলি দৃঢ় ভিত্তির ওপর যেন মালার মত গাঁথা। মনে মনে তাঁর আশ্চর্য্য শক্তির প্রশংসা ক'রতে ক'রতে বাড়ী ফিরলুম।

পরের দিন আপিসে ব'সে কাজ ক'রছি, বেলা ১টায় সময় ব্যস্তভাবে প্রফুল্লবাবু আমার ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম "কি খবর প্রফুল্লবাবু?"

"দেখুন, পেনিটির দিকে আপনাদের কাগজের কোনও লোক্ আছে?"

"আছে বৈকি। আমাদের লোক সর্ব্বত্রই আছে। এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন?"

"আজ খবরের কাগজে দেখলুম একটা মোটরের ধাক্কায় একজন উড়িয়া ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর আহত হইয়াছে। আমাকে সেইটা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জান্‌তে হবে।"

"এত বড় একটা খুনের ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে আপনি এই তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাতে ব'সলেন কেন প্রফুল্লবাবু?"

"হেতু আছে। আমার মনে হয় আপনাদের লোক এতে আমাকে খুব সাহায্য ক'রতে পারে।"

"তাকে কি ক'রতে বলেন?"

"এমন কিছু নয়। মটরটা পেনিটিতে কোনখানে রাখা হয় সেই খবরটা আপনাকে সে জানাবে। গাড়ীটা একটু অদ্ভুত রকমের।"

"গাড়ীটার বিশেষত্ব কি আমাকে বলুন—কালই কাগজে ছাপিয়ে দেবো।"

"ঐটীই আমি চাই না সুশীলবাবু। গাড়ীর বৈশিষ্টগুলি অতি সহজে ব'দলে ফেলা যায়। খবরটা আমায় গোপনে আনিয়ে দিতে হবে। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অমরবাবুর ওপর টেক্কা দিতে চাই।"

"অমরবাবুও তা' হ'লে এর ভেতর ঢুকেছেন?"

"নিশ্চয়ই। অবশ্য আমি ঠিক জানি না, তিনি হত্যার দিন গাড়ীখানির কোনও সূত্র পেয়েছিলেন কিনা।"

"হত্যার দিন রাসবিহারী এভিনিউএ?"

"চুপ। আর ওকথা নয়। খুব সাবধান, যেন জনপ্রাণীও না জানে,

এখন শুনুন গাড়ীখানির বৈশিষ্ট্য কি। সাধারণতঃ মটরের যেমন চাকা হয় এর চাকাগুলো তেমনতর নয়। টায়ারগুলোর ওপর ঘোড়ার গাড়ীর মত সরু সরু সলিড্ রবার লাগানো আছে। গাড়ীখানা যখন যায়, দুর থেকে সেগুলো মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু রাস্তার ওপর যে দাগগুলো পড়ে সেগুলো দেখলে মনে হয় কোনও ঘোড়ার গাড়ীই বুঝি গিয়ে থাক্‌বে। রবারগুলোর জন্যে মটরের চাকার চওড়া দাগ মোটেই প'ড়তে পায় না।”

“কিন্তু হত্যার দিন এমন কোনও দাগও যদি আপনি রাস্তার ওপর দেখে থাকেন, কি কোরে জান্‌লেন সেটা ঘোড়ার গাড়ী নয় মটর ?”

“ঘোড়ার গাড়ীর দাগের সঙ্গে ঘোড়ার খুরের দাগও কি লক্ষ্য করা যায় না সুশীলবাবু ? এ ক্ষেত্রে সেইটীরই অভাব ছিল।”

প্রফুল্লবাবুর কথা শুনে অন্ধের জন্যে প্রাণটা যেন আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর কথা থেকে যা বোঝা যায় অন্ধ বেচারী একান্ত নির্দোষ অথচ যে কবলে সে প'ড়েছে তা' থেকে উদ্ধার হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। যদি তারা তাকে খুন করে ? ভাব্‌তেও আমি যেন শিউরে উঠ্‌লুম। এ ভাব আমার কেন কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না। অন্ধ তো আমার কেউ নয়—তবে ? তবে সে মানুষ। একান্ত অসহায়।

পেনিটির দিকে আমাদের যে প্রতিনিধি ছিলেন তাঁকে সেইদিনই চিঠি লিখে দিলুম খবরটী জান্‌বার জন্যে। সবে মাত্র চিঠিটা শেষ করেছি,

বেয়ারা এসে একটা খাম আমার হাতে দিলে। খামের ভেতর যে খবরটী এলো তাতে আমাকে একেবারে বিচলিত করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে পাঠিয়ে খবর নিলুম প্রফুল্লবাবু চ'লে গেছেন কি না। সে এসে জানালে, বহুপূর্ব্বেই তিনি অতুলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। ব'সতে পারলুম না। সঙ্গে সঙ্গে আপিস থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লুম। ভাগ্য ক্রমে তাঁর দেখা মিলে গেল সেখানে যেতেই।

আমি বল্লুম, "আমরা বড় দেরী ক'রে ফেলেছি প্রফুল্লবাবু।"

তিনি বল্লেন, "দেরী ক'রে ফেলেছি? কি রকম?"

"পড়ুন" ব'লে আমি কাগজের টুক্‌রোটী তাঁর হাতে দিয়ে দিলুম। তাতে লেখা ছিল :—

"টালার পুলের তলায় একটী বছর তিরিশ বয়সের লোককে মৃত অবস্থার পাওয়া গেছে। লোকটা দেখ্‌তে সুন্দর, কিন্তু তার নিকট এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যা' থেকে তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সে যে কি ভাবে হত হ'য়েছে তারও কোনও কিছু সিদ্ধান্ত এখনও করা যায়নি।"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে তিনি বল্লেন "তা' হলে শেষ অবধি তারা অন্ধকে খুনই ক'রলে? এই ভয়ই আমার ছিল।"

"এখন উপায়?" বলে আমি তাঁর দিকে চাইলুম।

"উপায় আর কি? একবার মৃত দেহটাকে দেখে আসিগে চলুন।"

"আমিও যাবো?"

নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু কেমন ক'রে আপনি তাকে চিন্‌বেন—কেমন কোরেই বা জান্‌বেন যে সে জীবিতাবস্থায় অন্ধ ছিল? মৃত্যুর পর সেটা ঠিক করাও তো কঠিন!"

প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "যদি তার আশে পাশে কোনও ক্রমে সেই মটরের চাকার দাগ খুঁজে বার ক'রতে পারি তা' হ'লে নিশ্চিত জান্‌বো লোকটা অন্ধ ছিল। আর এও আপনাকে বলে দিতে পারি সুশীলবাবু, যে সেই দুর্দ্ধর্ষ খুনীরও আর বেশী দিন নেই। শীঘ্রই তাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হবে।"

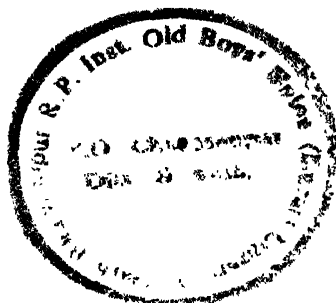
এতদিন যে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারিনি, তাঁর কথা শুনে আর তা' চেপে রাখ্‌তে পারলুম না। বল্লুম, "এতই যখন আপনি জেনেছেন প্রফুল্লবাবু, তা' হ'লে নিশ্চয়ই জানেন খুনী কে। এখন বোধ হয় আমাকে ব'ল্‌তে আর বাধা নেই?"

"যথেষ্ট আছে। যাক্ ওসব বাজে কথা—চলুন এখন বেরিয়ে পড়া যাক্।"

——0——

ডাক্তার ঘোষ যা' জানেন

ডাক্তার ঘোষ জানেন অন্ধের সংবাদ। পুলিশের এমনই ধারণা। কিন্তু তাই যদি সত্য হয়—আর অন্ধ যদি প্রকৃতই নির্দ্দোষী হ'ন্—তবে কেন তিনি তাঁকে লুকিয়ে রাখ্তে চান্?



(১১)

তিন চার দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর প্রফুল্লবাবু আমাকে সঙ্গে ক'রে রাসবিহারী এভিনিউয়ে ডাক্তার শরৎ ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লেন। ডাক্তার ঘোষ আমাদের উদ্দেশ্য শুনে প্রথমটায় বিশেষ ভাল ভাবে অভ্যর্থনা করলেন না। কিন্তু প্রফুল্লবাবু তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল্লেন, "ডাক্তারবাবু, আপনি কেসটী সম্বন্ধে যা' জানেন সেটুকু জান্তে পারলে আমাদের যথেষ্ট সুবিধে হ'য়ে যায়। পুলিশ ভ্রান্তপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আপনি আমাদের সাহায্য না ক'রলে এতবড় একটা খুন চাপাই থেকে যাবে।"

ডাক্তার ঘোষ বল্লেন, "বেশ, তবে শুনুন। সেদিন রাতে আশুবাবুকে একটী পুলিশ আমার বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসে। তিনি আমার বাল্য-বন্ধু। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে একান্ত অসহায় অবস্থায় আমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক'রতে এসেছিল সে। আগে খুবই টাকা কড়ি ছিল, কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর সায়েন্সের রিসার্চ ক'রতে ক'রতে একটা এসিডে সে দৃষ্টি শক্তি

হারিয়ে ফেলে। সেই থেকে তাকে ঘরেই ব'সে থাকতে হয়। সেদিন আমার কাছে সে এসে দুঃখ জানিয়ে বলে যে তার যথা সর্ব্বস্ব ব'সে খেয়ে বিকিয়ে গেছে। অবশ্য তার যা' ছিল, আমার ধারণা একটা লোক সারা জীবন ব'সে খেয়েও ফুরোবার নয়। মনে হয় এতে তার আত্মীয় স্বজনের কিছু কারসাজি আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সে আমার কাছে কোনও কথাই ভাঙেনি।"

"তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমি দু' একটা এমন কথা ব'লে ফেলি যেগুলো সে খুব মর্ম্মন্তুদ ভাবে নেয়। তাকে ব্যথা দেবার জন্যে কোনও কথা না ব'ল্লেও তার তখনকার অবস্থায় সেগুলো সে সহ্য ক'রতে পারেনি। ছেলে বেলা থেকেই সে একটু অভিমানী। এখন আমার দুঃখ হয় কেন তাকে কথাগুলো ব'লেছিলুম।"

"আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্য না নিয়ে সে যেমন এসেছিল চ'লে যায়। প্রথমটায় তার আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তন দেখে আমি কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। সে চলে যাবার পরে রাস্তায় বেরিয়ে তার সন্ধান ক'রলুম অনেক কিন্তু দেখতে পেলুম না। ভাবলুম পরের দিন তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে শান্ত কোরে আসবো।"

"সে দিন রাত প্রায় ১টার সময় অমরবাবু মটর নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে হাজির হন্ এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ভূপতিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হই। তার পরের সমস্ত ঘটনাই তো আপনি জানেন।" বলে তিনি আমার পানে চাইলেন। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

তিনি বলে চল্লেন, "কেবল যে কথাটা আমি তখন আপনাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলুম—আজ আর আমার সেটা বলতে

আপত্তি নেই। পাশের ঘর থেকে অমরবাবু যখন লাঠিটা বার ক'রে নিয়ে এলেন সেটা দেখেই আমি চিন্‌তে পেরেছিলুম। পাছে তা থেকে আশুর কোনও ক্ষতি হয়, তাই ব্যাপারটা আমি চেপে যাই। কিন্তু আজও কেমন ধোঁয়ার মত ঠেকে যে একজন নির্দোষ অন্ধ কেমন ক'রে এত বড় একটা ব্যাপারের মধ্যে এসে প'ড়লো!"

"সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরেও কথাটা আমার বার বার মনে পড়ছিল। যদি তাকে আমি না যেতে দিতুম, তা' হ'লে বোধ হয় এটা ঘট্‌তে পেতো না। আমি নিজেকেই এর জন্যে মস্ত বড় অপরাধী ব'লে ধ'রে নিলুম। আমি যেন আশুকে ঠেলে দিয়েছি এর মধ্যে। তবে এখন দেখছি ভগবানের কৃপায় সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়নি।"

"কিন্তু প্রফুল্লবাবু, একটুখানি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি আমি খবরের কাগজগুলোর রকম দেখে। তারা আর আজ কাল যেন এই খুনটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লিখ্‌তে চায় না। একমাত্র দৈনিক সংবাদ যা মাঝে মাঝে লেখে তাও আমার মনে হয় বোধ হয় সুশীলবাবুর দৌলতেই। যাক্‌ যা' ব'লছিলুম, সে দিন সকাল বেলা হাঁসপাতালের কাজ সেরে বাড়ী ফিরছি, এমন সময় অমরবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সেদিন একটা গাড়ী চাপা পড়ার কেস নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম এই কেসটার কোনও হিল্লে হ'লো কিনা—তাতে তিনি জবাব দিলেন যে এখনও কোনও কিনারাই হয়নি। কথাটার জবাবে আমি বল্লুম, "আপনারা বোধ হয় এটাকে ছেড়ে দিয়েছেন?"

"তিনি বল্লেন, তা' ঠিক বল্‌তে পারি না ডাক্তার ঘোষ, কারণ আপনি বোধ হয় জানেন পুলিশ কখনও কোনও কেসই ছেড়ে দেয় না?"

পাছে আমাকে কোনও কথা বলে ফেল্‌তে হয় তাই আমি একেবারে অন্য প্রশ্ন আন্‌লুম। জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "আচ্ছা অমরবাবু, যে সব লোক রাত্রি বেলা লোক চক্ষের অন্তরালে এসে ভূপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে যেতো, তাদের কারও কিছু সন্ধান পেয়েছেন কি? উত্তরে তিনি জানালেন—পান্‌নি তবে তারা সেইটীর জন্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা এইটুকু বেশ ভাল ভাবে জেনেছেন যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঝি চাকর জাতীয়। মাঝে মাঝে নাকি ভদ্রঘরের দু' একজন মেয়েও আস্‌তো—" এই অবধি কথা হ'তেই ব্যস্তভাবে অমরবাবু চ'লে গেলেন নতুন কোন সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন ব'লে।

"এর কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল—আপনারা দেখেছিলেন কিনা জানিনা—তাতে একটা চা কোম্পানি আশুতোষের সন্ধান করে। তাতে লেখা ছিল, আশুবাবু কোম্পানীতে গিয়ে দেখা করলে বিশেষ লাভবান হতে পারবেন! তাঁকে উদ্দেশ কোরেই বিজ্ঞাপনটী লেখা হ'য়েছিল। আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছিলুম এইজন্যে যে কোম্পানী তাকে অন্ধ জেনেও কেমন কোরে এই রকম বিজ্ঞাপন দিতে পারলে। একবার ভাবলুম তাকে ধরবার জন্যেই পুলিশ বোধ হয় এক চাল চেলেছে। তবু সাত পাঁচ ভেবে কোম্পানীর আপিসে গিয়ে হাজির হলুম। কার্য্যাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা ক'রে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, আশুবাবুকে আপনারা কেন চান্?"

তিনি উল্টে প্রশ্ন ক'রলেন—"আপনি কি আশুবাবু?"

আমি বল্লুম, "ধরুন আমি যদি হই?"

তিনি একটু ভ্রুকুটী ক'রে বল্লেন, "কিন্তু প্রমাণ?"

আমি বলে ফেল্লুম, "দেখুন, বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—আমি আশু নই। কিন্তু একটা কথা ব'লবেন কি—কেন আপনারা তাকে খুঁজছেন?"

তিনি বল্লেন, "আপনি কি তাঁর সন্ধান দিতে পারেন?"

আমি জবাব দিলুম "আমি তাকে খুঁজছি। আপনাদের কাছ থেকে খবর ক'রতে এলুম—আপনারা যদি কিছু জেনে থাকেন।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "না মশাই, আমরা কোনও সন্ধান পাইনি। মনে হয় তিনি গত হয়েছেন—নইলে—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম, "না মশাই সে মরেনি। অন্ততঃ কিছুদিন আগে এক গভীর রাত্রে রাসবিহারী এভিনিউএ তাকে দেখা গিয়েছিলো।"

তিনি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন "তাই নাকি? কিন্তু আশ্চর্য্য তা' হ'লে আমাদের বিজ্ঞাপনটা কি তাঁর চোখে পড়েনি?"

আমি বল্লুম, "কি ক'রে আর পড়বে বলুন সে যে অন্ধ হ'য়ে গেছে।"

"অন্ধ হ'য়ে গেছেন? কি সর্ব্বনাশ!" ব'লে তিনি অবাক হ'য়ে আমার দিকে চাইলেন।

আমি বল্লুম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, কপর্দ্দকহীন অন্ধ অবস্থায় সে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে জানান তাকে আপনাদের প্রয়োজন কি?"

একটু চুপ ক'রে কি ভেবে বল্লেন, "আপনি আশুবাবুর বন্ধু, এবং তা' ছাড়া আপনি যখন তাঁর শুভানুধ্যায়ী আমাদের ব'লতে কোনও বাধা নেই। এই কোম্পানী যখন খোলা হয়—আশুবাবু আমাদের অনেক

টাকা দিয়ে সাহায্য ক'রেছিলেন আর অনেকগুলি শেয়ারও কিনেছিলেন। আজ কোম্পানী খুব ভাল ভাবে দাঁড়িয়েছে। আমাদের হিসেবে ডিভিডেণ্ট বাবদ তাঁর প্রায় পনেরো কুড়ি হাজার টাকা জমেছে। বুঝতেই পারছেন তাঁর কাছে আমরা কি রকম কৃতজ্ঞ।"

আমি বল্লুম, "তা' হ'লে তো দেখ্ছি আশুতোষের বরাত সুপ্রসন্ন। যদি তার সন্ধান পাই—আপনাদের জানাবো।" ঐ কথা 'ব'লেই সেখান থেকে আমি চ'লে আসি। তখন থেকে আমি নব উদ্যমে অন্ধের সন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

"পরের দিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটা নব রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ'লো, কিন্তু এখন আর আশুবাবুকে উদ্দেশ ক'রে নয়। যদি কেহ তাঁব সন্ধান দিতে পারেন, কোম্পানী তাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেবেন এই মর্ম্মে।"

প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "তারপর আশুবাবুর আর কি সন্ধান পেলেন আপনি?"

ডাঃ ঘোষ বল্লেন, "সেই থেকে আর কোনও খবর নেই।"

প্রফুল্লবাবু একটু জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কোনও খবর নেই? কোনও খোঁজ পান্‌নি?"

ডাক্তার ঘোষ ততোধিক জোর দিয়ে জবাব দিলেন, "না।"

ভদ্রতাসূচক বিদায় সম্ভাষণ শেষ ক'রে আমরা দুজনে পথে বেরিয়ে প'ড়লুম। পথ চ'লতে চ'লতে আমি প্রশ্ন ক'রলুম, "আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, টালার পুলের তলায় মৃত ব্যক্তিটা তবে কে? কিছু ঠিক ক'রতে পারলেন?"

তিনি বল্লেন, "আর যেই হোক্ অন্ধ আশুবাবু যে নয় একথা জোর ক'রেই বলা যায়।"

——0——

(১২)

সেইদিন রাত্রে ডাঃ ঘোষ দূরদেশে এক রোগী দেখ্বার অছিলায় বাড়ী থেকে বেরুলেন। তাঁর মটরখানা গিয়ে সটান সেই চা কোম্পানীর ম্যানেজার ব্রজেনবাবুর বাড়ীর সাম্নে থাম্লো। সদর ঘরেই ব্রজেনবাবু তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রছিলেন। দ্বিরুক্তি না ক'রে তিনি মটরে এসে উঠ্লেন।

ডাঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কতদুর যেতে হবে আমাদের?"

ব্রজেনবাবু বল্লেন, "বর্দ্ধমান।"

"কি ক'রে সন্ধান পেলেন?"

মটর তখন চল্তে সুরু ক'রেছে। ব্রজেনবাবু একটু আরাম ক'রে হেলান দিয়ে ব'সে আরম্ভ ক'রলেন, "এইবার আপনাকে সব ব'লছি শুনুন। আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবার পর আরও তিনজন লোক আশুবাবুর সন্ধানে আমার কাছে আসে। তাদের মধ্যে একজনের হাবভাব দেখে আমার খুব সন্দেহ হয় সে কোনও পুলিশের লোক হবে। আর দুজনকে দেখে মনে হ'লো তারা বোধ হয় আশুবাবুর পাওনাদার কি ঐ রকম কিছু

একটা। ব'ল্তে পারেন কি ডাঃ ঘোষ, আশুবাবু কোনও ক্রমে পুলিশ কেসে প'ড়েছেন কি না ?"

ডাক্তার ঘোষ তখন তাঁকে ঘটনা সম্বন্ধে সব কথাই পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। ব্রজেনবাবু শুনে বিশেষ আশ্চর্য্য হ'লেন না। বল্লেন, "এ আমি অনুমান ক'রে নিয়েছিলুম। আমি লক্ষ্য ক'রেছি, আপনি যখনই আমাদের আপিসে এসেছেন একজন লোক আপনাব পেছু নিয়েছে। আমাদের আপিসেব উল্টো দিকের ফুটপাথে প্রতিবাবই আমি তাকে দাঁড়িয়ে থাক্তে দেখেছি। আবার আপনিও যেই চ'লে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেও উধাও হ'য়েছে। দেখে এবং বুঝেও তখন আমি আপনাকে কিছু বলিনি। ভেবেছিলুম হয়তো ওটা আমার মনের ভ্রম। কিন্তু আজ আপনাব কাছে সব শুনে ব্যাপারটা বুঝ্ছি। নিশ্চয়ই পুলিশ আপনার পেছু নিয়েছিল।"

"কিন্তু আপনি কি ক'রে খবর পেলেন—যে সে বর্দ্ধমানে আছে ?"

"এই দেখুন।" ব'লে পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বার ক'রে ডাঃ ঘোষের হাতে দিলেন।

মটরের ভেতরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ডাঃ ঘোষ এক নিঃশ্বাসে সেটা প'ড়ে ফেল্লেন—"কোম্পানী যদি বর্দ্ধমানে বড়বাজারের কাছেব হোটেলে কোনও লোক পাঠান, শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ আশুবাবুর সন্ধান ক'রে দিতে পারেন।"

ব্রজেনবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আপনার কি মনে হয় ?"

ডাঃ ঘোষ বল্লেন, "ধাপ্পা নয় তো ?"

"লেখাব রকমটা দেখে ধাপ্পা ব'লে মনে হয় না। বরং আমার ধারণা,

বোধ হয় এই অরুণকুমারই আমাদের আশুবাবু।"

"কিন্তু ব্রজেনবাবু, ছুটে তো চল্লুম বর্দ্ধমান, শেষ অবধি বুনের মোষ তাড়ানো হবে না তো ?"

"তাই যদি হয় ডাঃ ঘোষ, বন্ধুর জন্যে না হয় একটু তাড়ানোই গেল।"

"চলুন, দেখা যাক্ কি হয়।"

গাড়ী তখন তীব বেগে ছুটে চলেছে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড রাত্রিবেলা জনশূন্য—খাঁ খাঁ ক'রছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডাঃ ঘোষ বল্লেন, "দেখুন ব্রজেনবাবু, আমার মনে হয় যে লোকটা আমার পেছু নিয়েছিল সে পুলিশের লোক নয়।"

"তবে ?"

"আমার সন্দেহ হয়—বোধ হয় প্রফুল্লবাবু কি তাঁরই নিয়োজিত কোনও লোক। আজই সন্ধ্যার পর তিনি আমার বাড়ীতে এসেছিলেন। আমি আশুবাবুর কোনও খবর জানি কি না জান্‌তে। লোকটা ভারি চালাক।"

"আপনি ব'লে ফেলেননি তো আমার কথা ?"

"ক্ষেপেছেন ? অবশ্য এই খবরের আগের কথাগুলো সবই বলেছি। কেননা তা'তে এমন কিছুই ব্যাপার নেই। আর এত লুকোছাপার মোটেই দরকার ছিল না—যদি আশু একটু সরল ব্যবহার ক'রতো। আমি একটু গুলিয়ে গেছি ব্রজেনবাবু, সত্যিই সে এ খুনের কোনও সংস্রবে আছে কি না। কেনই বা সে এমন নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।"

"চলুন, আজই এ প্রশ্নের একটা কিছু সমাধান হ'য়ে যাবে আশা ক'রছি।"

"কিন্তু আমি যেন কেমন নিরাশ হ'য়ে প'ড়ছি।"

রাত প্রায় তিনটের সময় তাঁরা বর্দ্ধমানে পৌঁছুলেন। বড়বাজারের হোটেলটা খুঁজে নিতে মোটেই দেরী লাগ্‌লো না। একটী মাত্র ছোট হোটেলে অত রাত্রে তাঁদের দেখে মালিক একটুও আশ্চর্য্য হ'লেন না। এমন অনেক অতিথিই অসময়ে হোটেলে শুভাগমন ক'রে থাকে।

ব্রজেনবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "অরুণবাবু ব'লে এখানে কোনও লোক থাকেন ?"

"থাকেন। আপনাদেরই কি আস্‌বার কথা ছিল ক'ল্‌কাতা থেকে।"

"হ্যাঁ—কোথায় তিনি ?"

"ঘরে ঘুমুচ্ছেন। ডাক্‌বো কি ?"

ডাক্তার ঘোষ বল্লেন, "না—এখন আর ডেকে কাজ নেই। কাল সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবো। বরং রাতটুকু কাটাবার জন্যে আমাদের একটা ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

ব্রজেনবাবুও তাঁর মতে মত দিলেন। হোটেলওলা ভেতরে ঢুকে একটী ঘর খুলে দিলেন। তাঁরা গায়ের জামাগুলো খুলে ফেলে ছোট ছোট দু'খানি লোহার খাট অধিকার ক'রে ব'সলেন।

* * *

পরের দিন সকালবেলা।

অরুণবাবু সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। হোটেলওলা ডাঃ ঘোষ এবং ব্রজেনবাবুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ঘরটী দেখিয়ে দিলেন। আগে থেকেই

তাঁরা পরামর্শ ক'রে গিছ্লেন যদি দেখা যায় লোকটী অন্ধ তা' হ'লে ডাঃ ঘোষ প্রথমেই কোনও কথা ব'ল্বেন না।

ব্রজেনবাবু প্রথমেই আরম্ভ ক'রলেন, "নমস্কার অরুণবাবু।"

"নমস্কার, আপনি কল্কাতা থেকে আস্ছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কাছ থেকে আশুবাবুর সন্ধান ক'রতে এসেছি।"

"তা' আমি জানি। আর তাঁকেই বা আপনাদের এত দরকার কেন তাও আমি অনুমান ক'রতে পেরেছি।"

"তাই নাকি? আপনি যে আমাকে অবাক ক'রে দিলেন। আমার ধারণা ছিল একমাত্র আশুবাবু নিজে ভিন্ন আমাদের কোম্পানীর চায়ের শেয়ারের কথা আর জন প্রাণী কেউ জান্তো না।"

"চায়ের শেয়ার? এ সব আপনি কি ব'ল্ছেন?"

"আমি ঠিকই ব'ল্ছি। একথা আশুবাবু ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারবেন না।"

অরুণবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠ্লেন, "বেশ ভাল অছিলে নিয়ে এসেছেন, মশাইয়ের নামটী কি জান্তে পারি?"

"শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।"

"ও আপনি ওখানকার এসিষ্টেন্ট্ ম্যানেজার নয়?"

"আগে তাই ছিলুম বটে, এখন ম্যানেজার?"

"কেন প্রসাদবাবুর হ'য়েছে কি?—তিনি কি—"

"তিনি বৃদ্ধ হ'য়েছেন; আর তেমন খাটতে পারেন না। তাই আমাকে ম্যানেজার ক'রে দিয়েছেন। অবশ্য এখনও তিনি সামান্য সামান্য তত্ত্বাবধান ক'রে থাকেন।"

"কিন্তু সেই বাজে শেয়ারগুলোর কথা কি বলছিলেন ?"

"বাজে শেয়ার ? আপনি কি মনে করেন সেই শেয়ারগুলো বাজে হ'লে এতখানি পথ আমি কষ্ট ক'রে আসতুম ?"

"না তা আমি মোটেই মনে করিনা ব্রজেনবাবু। সেই জন্যেই আমি খুব সহজেই ব'লে দিতে পারি আপনার এখানে আসবার কারণ। যাক্ ও সব বাজে কথা; এখন জিনিষটা সরল ক'রে আনা যাক্। আমি অরুণবাবু নই—আমার নামই আশুতোষ আর আপনি একজন পুলিশের লোক—চায়ের শেয়ারের জন্যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। আপনি এসেছেন দক্ষিণ কলিকাতা হত্যা ব্যাপারে আমাকে গ্রেপ্তার করতে।"

ব্রজেনবাবু বল্লেন, "আমার বিশ্বাস করুন আশুবাবু, আমি সত্যি পুলিশের লোক নই।"

আশুবাবু ব'লে উঠ্লেন, "আমি বিশ্বাস করিনা আপনাকে।"

সেই সময় ডাঃ ঘোষ এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতটা ধ'রে বল্লেন, "আশু, ভাই, আমাদের অবিশ্বাস করবার তোমার কোনও কারণ নেই।"

তাঁর স্পর্শে আশুবাবু যেন চ'মকে উঠ্লেন, "কে—কে তুমি ? শরৎ ? তুমি এখানে ?"

"তোমার খোঁজেই এসেছি ভাই।"

আশুবাবু ডাঃ ঘোষের কাণে কাণে কি বল্লেন। ডাঃ ঘোষ ব্রজেনবাবুকে বাইরে যেতে অনুরোধ ক'রলেন। ঘরের মধ্যে নিরিবিলিতে তাঁরা দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে আশুবাবু ব'লে উঠ্লেন, "আমি বুঝে উঠ্তে

পারছি না শরৎ—সে আমাকে ঠকালে কি আমি নিজেই আমাকে ঠকিয়েছি।"

"কে সে আশু ?"

"সে ? একটী মেয়ে।"

"মেয়ে ? তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি আশু ?"

"তা' জানিনা শরৎ। ঐ প্রশ্নটা আমি নিজে শতবার করেছি সে আমার কে ? কিন্তু মনে হয় সে যেন আমার কত আপনার ! যেন জন্মজন্মান্তর ধ'রে তার সঙ্গে আমি এক স্বত্রে গাঁথা। তাকে নইলে আমার চলে না—আমায় নইলে তার চলে না। না না, তার হয়তো চলে—কিন্তু আমার চলে না ভাই। এক একবার ভাবি—ভগবান চোখ দুটোই যদি নিলে, জীবনটা নিলে না কেন ? জীবনটাকে যদি রাখ্‌লে—তা' হ'লে সুবর্ণাকে তার সঙ্গে জড়িয়ে দিলে কেন ? আর তাই যদি দিলে—তা' হ'লে এমন ক'রে তাকে কেড়েই বা নিলে কেন ? নির্ম্মমতা—নির্ম্মমতা—"

"পাগলের মত কি সব ব'ক্‌ছো আশু ?"

"আমি পাগলের মত ব'ক্‌ছিনা মোটেই ; তুমি যে লোকটা'কে সঙ্গে ক'রে এনেছো—সেই লোকটী বরং অনেকখানি পাগলামী প্রকাশ ক'রে গেলেন এই মাত্র।"

"ব্রজেনবাবুর কথা ব'ল্‌ছো ? তাঁর ভেতর আবার পাগলামীটা দেখ্‌লে কোথায় তুমি ?"

"যিনি সেই শেয়ার সম্বন্ধে কথা ব'ল্‌তে এসেছিলেন তিনি পাগল ভিন্ন আর কি ? দিশি কোম্পানীর শেয়ার—আমি তো জেনে শুনেই টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়েছিলুম।"

"কিন্তু আজ সেই জলে ফেলা টাকা তোমায় পনেরো কুড়ি হাজার টাকা পাইয়ে দেবে আশু। ব্রজেনবাবুর পাগলামি এতে মোটেই নেই। তিনি তোমাকে টাকাগুলি দেবার জন্যে প্রস্তুত। তাঁদের কোম্পানী এখন খুব উন্নতি ক'রেছে। আর তাঁরা বলেন যে তোমার টাকাগুলো সেই সময় না পেলে কোম্পানীকে নিশ্চয়ই তলিয়ে যেতে হ'তো।"

"তাই নাকি? তা' হ'লে কি ভগবান এই দৈন্যের মাঝ থেকে আমাকে তুলে ধ'রবেন আবার?"

"ধ'রবেন বৈকি আশু! ঈশ্বর করুণাময়। তাই ভাগ্য আজ তোমার দ্বারে ভিখারী হবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে র'য়েছে।"

আশুবাবু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। জানিনা তখন তিনি কোন এক স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলেন।

ডাঃ ঘোষ তখন একাগ্র মনে আশুতোষেব চোখগুলি পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। অনেকক্ষণ পরীক্ষাব পর তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা আশু, তুমি ব'লেছিলে না কি একটা কেমিক্যাল লেগে তোমার চোখটা গেছে?"

"কেন বলদিকি এ খবরটা জিজ্ঞাসা ক'রছো?"

"আমার মনে হ'চ্ছে, তোমার চোখ বোধ হয় ফিবে পাবে। যা' দেখ্‌ছি তাতে মনে হয় তোমার কর্ন্যাইটিস্ হ'য়েছে। আজকাল একটা অপারেশনে এ রোগ ভাল হ'য়ে যায়।"

"মিছে আশার আলো দেখিয়ে কিছু লাভ আছে কি ডাক্তার?"

"মিছে নয় আশু, এ পরম সত্যি। আমি তোমার চোখ ভাল

ক'রতে চেষ্টা ক'রবো। বিশ্বাস কর ভাই—আজ কাল এটা সম্ভব হ'য়েছে ; আগে এ রোগের অবশ্য চিকিৎসাই ছিল না।"

"শরৎ, সত্যি সম্ভব? যদি পার ভাই—বেশী কিছু চাই না আমি, যদি সামান্য—অতি সামান্য দৃষ্টি শক্তিও ফিরে পাই—যদি আর কিছু না হোক—শুধু আলো আঁধারের উপলব্ধিটুকু ক'রতে পারি, চির জীবন আমি তোমার দাস হ'য়ে থাক্‌বো ডাক্তার!"

"আমার দাস হ'য়ে তোমায় থাকতে হবে না ভাই! চোখদুটী তোমায় ফিরে দিতে পারলে বরং সেদিনকার সেই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

"ঘোর পাপ আবার তুমি কবে ক'রলে শরৎ?"

"সেদিন রাত্রে তোমায় অমন ক'রে ছেড়ে দিয়ে! যার ফলে সেই খুনের সঙ্গে তুমি সংশ্লিষ্ট হ'য়ে গেলে।"

"পাপ তুমি করনি ভাই, আমিই বরং অভিমানভরে চ'লে এসেছিলুম। আমার ভেতরষ্ট বা কেন অমন একটা ভাব এসেছিল তা' আজ আর ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি না।"

"নিয়তির অভিশাপ ভাই।"

"জানিনা ডাক্তার সেটা নিয়তির অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ! তেমন ভাবে বেরিয়ে না গেলে হয়তো জীবনে কখনও তার সঙ্গে দেখা হ'তো না। তার মধুর স্পর্শে মরু হৃদয়ে এমন ক'রে প্রেমের বান ডাক্‌বার বোধ হয় অবকাশ হ'তো না। চোখে দেখি না বটে কিন্তু প্রাণ আমার আলোয় আলোয় ভরে গেছে। অভিশাপ? না শরৎ, সেদিনটা আমার কাছে জগদীশ্বরের এক পরম প্রসাদ!"

———o———

(১৩)

ক'দিন পরের কথা। ডাক্তার ঘোষের চেষ্টায় আশুবাবু অপারেশন ক'রিয়ে চোখ ফিরে পেয়েছেন। ব্রজেনবাবু ইতিপূর্ব্বেই বিদায় নিয়েছেন। আশুবাবুর ইচ্ছা আরও কিছুদিন বর্দ্ধমানে থেকে তারপর তিনি সুবর্ণার খোঁজে বেরুবেন। ডাঃ ঘোষ আর সেখানে অপেক্ষা ক'রতে পারেন না, কেন না তাঁর প্রাকৃটিসের যথেষ্ট ক্ষতি হ'চ্ছে। তাই সেদিন সন্ধ্যা বেলা গল্প ক'রতে ক'রতে তিনি বল্লেন, "দেখ আশু, আমি মনে ক'রছি কালই সকাল বেলা বেরিয়ে প'ড়বো।"

"হ্যাঁ তোমাকে তো যেতেই হবে ভাই। কিন্তু আর দু'একদিন থেকে গেলে ভাল হ'তো না?"

"তা' আর হয় না ভাই। আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আজ তোমায় আমি ব'লবো।"

"কি?"

"দেখ তুমি যখন নিরপরাধ, পুলিশের সঙ্গে দেখা ক'রে তখন তোমার সব ব'লে ফেলাই উচিত।"

"তার চেয়েও নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটা নিজে ছিঁড়ে ফেলাও ঢের সহজ কাজ শরৎ। বুঝতে পারছো, আজ যদি আমি গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা দিই, কাল সেই মেয়েটার কি হবে?"

"দেখ, আমার মনে হয় তুমি বৃথা মোহগ্রস্ত হ'য়েছো। সে নিশ্চয়ই তোমাকে এত ভালবাসে না।"

"নিশ্চয়ই বাসে নইলে আমি তা'কে এত ভালবাস্‌বো কেন? মন যে অন্তর্যামী ভাই। মনই মনের ভাষা বোঝে। সে মুখে কিছু বলে না কিন্তু অনুভূতি দিয়ে অনেক দূর এগিয়ে পড়ে। তা' ছাড়া যেদিন সে আমাকে এই হোটেলে তুলে দিয়ে যায় সেদিন ব'লে গেছে যদি সে জীবনে কখনও বিয়ে করে আমাকে ছাড়া আর কাউকে ক'রবে না।"

"তোমায় অন্ধ জেনে?"

"তা' জেনেও।"

"অদ্ভুত! দেখ, আমার মনে হয় সে একটা চালাকী খেলে গেছে। ঐ রকম একটা মিথ্যে আশা দিয়ে তোমার মুখটা বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে চায়।"

"তা' হ'তেই পারে না। আর যদি তাই হয়—তবু আমি তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারবো না শরৎ। তার আগে তাকে খুঁজে বার ক'রবো। তাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা ক'রবো—"

"কিন্তু কেমন ক'রে তাকে খুঁজে পাবে? তার ঠিকানা তো জানো না?"

"ঠিক ভাবে তা' জানিনা বটে কিন্তু জায়গার নাম আমি শুনে ফেলে-ছিলুম। তাই একটু ভরসা আছে।"

"কিন্তু—'

"কিন্তু আমার অনুরোধ ডাক্তার, তুমি বা ব্রজেনবাবু যেন আমার কোনও কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করো না।"

"তুমি কি পাগল হ'য়েছো আশু? আমরা কখনও তোমার শত্রুতা করিনি, ক'রবোও না। কিন্তু ভাই আমার মনে হয় তুমি ভ্রান্ত হ'য়ে

মেয়েটীর মোহে প'ড়ে এত.বড় একটা অপরাধকে গোপন ক'রতে গিয়ে ভাল ক'রছো না।"

"ভ্রান্তই যদি হই—ভুলই যদি করি, তুমি আমার বন্ধু—আমাকে সেই ভুলটা শুধ্‌রে নেবার অবকাশ দাও! তার পর ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।"

"বেশ তাই। কিন্তু ভাই, কেমন ক'রে তুমি তাকে চিন্‌বে? যাকে কখনও চোখে দেখনি।"

আশুবাবু চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

সেদিন আর বিশেষ কিছুই কথা হ'লো না। পরের দিন প্রভাতে উঠেই ডাঃ ঘোষ মটরে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। আশুবাবু সেই হোটেলেই আরও কিছুদিন অবস্থিতি ক'রতে লাগ্‌লেন।

——0· ——

(১৪)

প্রফুল্লবাবুর ছোট সদর ঘরখানিতে ব'সে সুশীলবাবু একটী সিগারেট টান্‌ছেন এবং মাঝে মাঝে পাঠনিরত প্রফুল্লবাবুর চিন্তাশীল মুখের পানে চেয়ে আপন মনেই কি কতগুলো কথা নিয়ে ভাঙ্গা গড়া ক'রছেন।

হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে প্রফুল্লবাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "আচ্ছা সুশীলবাবু, ব'লতে পারেন—বিশ্ব সংসারে বিচারের সব চেয়ে বড় অন্তরায় কি?"

সুশীলবাবু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "কেউ কেউ বলে উকিলগুলো।"

"আবার কেউ কেউ বলে পুলিশ। কিন্তু কোনওটাই ঠিক নয়। আমি বলি সময়। সময় দুষ্ট লোককে অনেক সুবিধে দেয়। সূত্রগুলো নষ্ট ক'রে দেয়, সাক্ষীরা গুলিয়ে যায়, লোকের সঙ্গে লোকের সম্পর্কও বদল হ'য়ে যেতে পারে, আরও কত কি হওয়া সম্ভব। যত সময় যায় কৃত অপরাধ মানুষের চোখে ক্রমশঃ লঘু হ'য়ে আসে।"

"কিন্তু পুলিশ তো যত পুরোণোই হোক, কোনও কেস্ ছেড়ে দেয় না।"

"তা' দেয় না বটে কিন্তু ভূপতিবাবুর হত্যা ব্যাপারটায় তারা একটু গোলমেলে অবস্থায় প'ড়েছে।"

"তার কারণ?"

"তার কারণ এই খুনীটা সাধারণ রকমের নয়। তা' ছাড়া খুন করাটাও তার পেশা নয়। এটা দৈবাৎ ক'রে ফেলেছে। সেইজন্যে তাকে ধরাও রীতিমত শক্ত।"

"কিন্তু ঘরে তো খুনটার তদন্ত করবার মত অনেক জিনিষ হত্যাকারী রেখে গিছ্‌লো।"

"মোটেই না। হত্যাকারী তেমন কোনও অছিলাই রেখে যায়নি। লাঠিটা বা দেয়ালের দাগগুলো সেই অন্ধের। মাথার চুলগুলি অবশ্য কার এখনও বলা যায় না। সেলুলয়েডের কাঁটাটা একটা মেয়ের। মেয়েমানুষের দ্বারা খুন হওয়াটা সম্ভব নয়। আর তেমন কোনও সূত্র আমরা পাইনি। সুতরাং খুনী বেশ ফাঁকায় আছে।"

"কিন্তু প্রফুল্লবাবু, আমি একটা জিনিষ ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না। অমরবাবু আসল খুনীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর আপনি ক'রছেন অন্ধের সন্ধান—যে বাস্তবিক অপরাধী নয়।"

"ঐখানেই মজা সুশীলবাবু। অন্ধকেই আমার চাই। তাকে পেলেই সব ঘটনাটা পরিস্কার হ'য়ে যাবে।"

"কিন্তু আপনার কার্য্যকলাপ দেখে তো আমার মনে হয় না যে আপনি কখনও অন্ধের সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পারবেন।"

"দেখুন পারি কি না। আর মিনিট কতক অপেক্ষা করুন। দেখুন কি হয়।"

"তার মানে?"

"তার মানে—এইখানে অল্পক্ষণের মধ্যে এমন একজন লোক আস্‌বেন, যিনি অন্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্যই জানেন।"

কথাটা সুশীলবাবুর যেন কেমনতর লাগ্‌লো। তিনি চুপ ক'রেই ব'সে রইলেন। প্রফুল্লবাবুও আর কোনও কথা ব'ল্‌লেন না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ যেন জুতোর থস্ থস্ আওয়াজ কাণে এলো।

প্রফুল্লবাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "কিন্তু সুশীলবাবু, আপনি একটীও কথা কইবেন না। চুপ চাপ ব'সে কেবল শুনে যাবেন।"

পর মুহূর্ত্তে ডাঃ ঘোষ এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। প্রফুল্লবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রলেন। ডাক্তারবাবু একখানি চেয়ার অধিকার ক'রে ব'সতে প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "আপনি যে অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন কষ্ট ক'রে—"

"না না, কষ্ট আর কি? আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

প্রফুল্লবাবু এসে তাঁর সামনের চেয়ারখানায় ব'সে প'ড়লেন।

"দেখুন প্রফুল্লবাবু, আপনার বক্তব্যটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিন্। এ ক'দিন আমার সময় বড় অল্প।"

"নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবু। বিশেষ আবার অনেক দিন আপনি ক'ল্‌কাতায় ছিলেন না। কাজ একটু বেশী প'ড়তে পারে বইকি। আচ্ছা, ব'ল্‌তে পারেন, আশুবাবুর সঙ্গে শেষ কবে আপনার দেখা হয়েছিল ?"

"একথা জিজ্ঞাসা করবার হেতু ?"

"হেতু একটু আছে বইকি। আচ্ছা দেখুন তো এই ছবিটা।" ব'লেই প্রফুল্লবাবু পকেট থেকে একখানা ছবি বার ক'রে তাঁকে দেখালেন।

"এ ছবি আপনি পেলেন কোথা ?"

"তা' হ'লে এটা আশুবাবুরই ছবি ?"

"কতকটা সেই রকমই দেখতে বটে।"

"বেশ। এখন অনুগ্রহ ক'রে বলুন তো আশুবাবু এখন কোথায় লুকিয়ে আছেন ?"

"তা' আমি ব'লতে পারি না।"

"ব'ল্‌তে পারি না নয়—ব'ল্‌বেন না ?"

"আপনি যদি তাই বোঝেন—তা' হ'লে তাই।"

"হুঁ। তা' হ'লে আশুবাবুর কোনও মতলব আছে বুঝ্‌তে হয়।"

"তা' থাক্‌তে পারে—কিন্তু আমি তা' জানি না।"

"কিন্তু ডাঃ ঘোষ, আপনি যা' জানেন আমাকে ব'ললে ভালই ক'রতেন।"

"আপনাকে আমি এই অবধি বলতে পারি যে মিছে আশুবাবুকে খুঁজতে সময় নষ্ট ক'রবেন না, কেন না আমার মনে হয় তাঁকে খুঁজে পাওয়া খুব বেশীই শক্ত হবে। আর তা ছাড়া তিনি অন্ধ—কাজেই কিছু দেখেননি। তাঁকে পেলেও আপনি বিশেষ লাভবান হবেন না।"

"আশুবাবু তো নিরপরাধ, তবে কেন তিনি লুকিয়ে থাকতে চান?"

"তার বিশেষ কোন হেতু তো থাকতে পারে?"

"যদি তিনি নির্দ্দোষী হন্ তা' হ'লে এমন কি হেতু থাকতে পারে?"

"হেতু থাকতে পারে না? ধরুন যদি কোনও মেয়ে এর মধ্যে—"

"মেয়ে, ঠিক ঠিক—তা' হ'লে অবশ্য অন্ধের লুকিয়ে থাকার অনেক হেতু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কেন না, যখনই কোনও লোককে খুব বেশী একটা বোকামী ক'রতে দেখা যায় প্রায়ই তার পেছনে স্ত্রীবুদ্ধি বিজড়িত থাকে।"

"তা' হ'লে এইটুকুই শুধু জেনে রাখুন প্রফুল্লবাবু, এর মধ্যে একজন বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে আছে। তবে তাকে ধরা সহজ নয়।"

"বলে যান্—ডাঃ ঘোষ। তারপর?"

"তারপর আর কিছু আমি ব'লবো না প্রফুল্লবাবু। যা' আমার বলা উচিত তার চেয়ে ঢের বেশী বলে ফেলেছি। তার ওপর আশুবাবুর প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো?"

"তাই নাকি? তা হ'লে আপনারা ক'জনে মিলে হত্যাকারীকে

ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে দিতে চান? প্রকৃত দোষীর শাস্তি বিধান করাটা কি মানুষের কর্ত্তব্য নয় ডাঃ ঘোষ?"

কথাটার দৃঢ়তায় ডাঃ ঘোষ একটু বিচলিতভাবে জবাব দিলেন, "একশো বার কর্ত্তব্য—কিন্তু দোষীকে তো আমি ঢেকে রাখতে চাইছি না প্রফুল্লবাবু।"

"না, তা' চাইছেন না। তবে মজাটা কেমন দাঁড়িয়েছে—একটু ভেবে দেখছেন কি? আপনি ঢাকছেন আশুবাবুকে, আশুবাবু ঢাকছেন মেয়েটিকে আর মেয়েটি ঢাকছে হত্যাকারীকে। যেন এটা একটা ষ্টেজের ওপর অভিনয় হচ্ছে। কিন্তু ডাঃ ঘোষ, যতই আপনি জিনিষটা চেপে রাখুন, আর এক সপ্তাহের ভেতর আমি অন্ধের সন্ধান ক'রতে পারবো আশা করি।"

"তাই নাকি? কিন্তু আপনিও এটা জেনে রাখুন প্রফুল্লবাবু, অন্ধকে খুঁজে বার করা এখন সহজ হবে না।" বলেই ডাঃ ঘোষ একটু মুচকে হাসলেন।

"দেখা যাক্ ডাক্তার, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কাছ থেকে আজ যেটুকু শুনলুম তা থেকে তাঁকে ধরা আমার পক্ষে বেশ সহজ হ'য়ে গেছে। অন্ধ আজ একটা মতলব নিয়ে ঘুরছেন। সেটা আর কিছু নয়—সেই মেয়েটিকে খোঁজা।"

"তার মানে? আপনি কি ক'রে জানলেন যে মেয়েটার কাছ থেকে অন্ধ এখন ভিন্ন হয়েই বাস ক'রছে কি এক সঙ্গেই আছে?"

"আপনিই তা' আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় আপনি প্রায় তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত ছিলেন। এই সময়টা আপনি নিশ্চয়ই

সেই অন্ধের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন। আর সেটা যদি সত্যি ব'লে প্রমাণ হয়—তো' মেয়েটির কাছ থেকে অন্ধ যে আলাদা ভাবে বাস ক'রছে তা' নিঃসন্দেহ। কারণ মেয়েটী নিঃসঙ্কোচে অন্ধের সান্নিধ্যে এলেও আপনাকে দেখা দেবেনা নিশ্চয়ই।"

"তারপর?"

"তারপব দেখুন ডাক্তারবাবু, অন্ধ কিন্তু মস্ত একটা ভুল ক'বে চ'লেছে। বেচারী চোখে দেখে না অথচ একজন মেয়েকে সে খুঁজতে বেরুচ্ছে—যার ঠিকানা পর্য্যন্ত অজানা।"

"সেটুকু হয়তো সে জানে, নইলে কি আর এত সহজ হ'তো?"

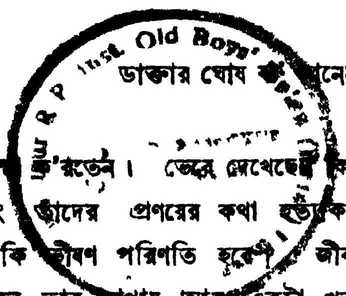
"তাই নাকি? বাঃ তা' হ'লে অনেকটা সুবিধে বটে। কিন্তু যতই সুবিধে থাক—আমি দেখতে পাচ্ছি তাকে একটী পন্থা অবলম্বন ক'রতে হবেই।"

"যাক্ প্রফুল্লবাবু, আমায় উপস্থিত বিদায় দিন। তবে যাবার সময়ও আমি আপনাকে ব'লে যাচ্ছি অন্ধকে ধরা এখন সুদূরপরাহত।"

"আমিও আপনাকে বলে রাখ্‌ছি ডাক্তার, আশুবাবুকে বার কর'বো আমিই এবং ডিটেকটিভ অমরবাবুর আগেই। শুধু তাঁর আগেও নয় আর একজন তাঁকে পাবার আগে।"

"আর একজন কে?"

"আর একজন মানে ভুপতিবাবুর হত্যাকারী নিজে। ডাঃ ঘোষ, যদি ব্যাপারটা আপনি তলিয়ে বুঝতেন—আপনার বন্ধু আজ এসে মৃত্যুব কত কাছে দাঁড়িয়ে আছেন—তা' হ'লে আমি তাকে ধ'রতে পারবো না ধারণায়—আপ'নি আনন্দ অনুভব ক'রতেন না। বরং আমার হাতেই তাঁকে তুলে



দেবার ব্যবস্থা ক'রতেন। ভেবে দেখেছেন কি অন্ধ যখন মেয়েটার সন্ধান পাবেন এবং তাঁদের প্রণয়ের কথা হত্যাকারী জেনে ফেলবে তখন আশুবাবুর কি ভীষণ পরিণতি হবে? জীবনে যে একবার একটা খুন করে, জান্‌বেন তার মাথায় আর একটা খুন চাপ্‌তে বড় বিশেষ দেরী লাগে না। আপনার বন্ধু আজ কি ভয়ানক ভাবে বিপন্ন তা' বুঝতে পারছেন কি এখন?"

"আপনি বৃথা মাথা ঘামাচ্ছেন প্রফুল্লবাবু, মেয়েটা নিশ্চয়ই আশুকে ভালবাসে না। তা' হ'লে সে অমন করে তাকে নিজের কাছ ছাড়া ক'রতো না। আর ভূপতিবাবুর হত্যাকারীর কথা যা' বল্‌লেন তার উত্তর এই যে আশুকে হত্যা করা যদি তার অভিপ্রায় হ'তো, এতদিন তা' হ'লে নিশ্চয় সে জীবিত থাকতো না।"

"বেশ মন দিয়ে শুনুন। মেয়েটার পক্ষে আশুবাবুকে ত্যাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে এবং প্রধানতম কারণই হ'চ্ছে ঐ ভালবাসা। সে দেখেছিল এবং বুঝেছিল অন্ধ কাছে থাক্‌লে এবং সে তাকে ভালবাস্‌লে তাকে বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ হবে। শুধু হবে কেন হ'য়েও ছিল তাই আমার বিশ্বাস। প্রণয়ীর জীবনের জন্যে ও ত্যাগ স্বীকারটুকু তাকে ক'রতে হ'য়েছে। অন্ধকে শেষ ক'রে দেওয়াই হত্যাকারীর বরাবরের অভিপ্রায়, শুধু মেয়েটিই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"

"ও সব কথা যাক্ প্রফুল্লবাবু, যতই আপনি চেষ্টা করুন আশুর সম্বন্ধে আর কোনও কথাই আমার কাছ থেকে জান্‌তে পাববেন না। আপনার মতলব আমি বুঝে ফেলেছি। নমস্কার।"

ডাক্তার ঘোষ আর অপেক্ষা ক'রলেন না। কথাটা শেষ ক'রেই

ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যাবার পর সুশীলবাবু মুখ খুললেন।

"আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, যে কথাগুলি আশুবাবু সম্বন্ধে ব'ললেন সেগুলো সত্যি না ডাঃ ঘোষকে ধাপ্পা দিচ্ছিলেন?"

"আপনি কি বুঝলেন বলুন তো?"

"ধাপ্পা ব'লেই তো আমার মনে হ'লো।"

"দিতে গিছলুম একটা মস্ত বড় ধাপ্পাই সুশীলবাবু, কিন্তু এখন ভেবে দেখ্‌ছি মিথ্যের ধাপ্পাটা যেন জীবন্ত সত্যের রূপ নিয়ে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। সত্যি আশুবাবু আজ বড় বিপন্ন।"

"কিন্তু ডাঃ ঘোষের ভাবের কোনও বদলই তো লক্ষ্য করা গেল না। তিনি এটা সম্পূর্ণ ধাপ্পা বলেই ধ'রে নিয়েছেন তা' হ'লে। নয় কি?"

"তাই তিনি ধ'রেছেন কি এর মধ্যে আরও অন্য কিছু রহস্য আছে সেইটাই আমি ভাব্‌ছি। মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। যাই হোক সুশীলবাবু, আপনি কাল সকাল বেলাই আমার এখানে আস্‌বেন। বিশেষ কাজ আছে। অন্ধকে ধরবার কল পাততে হবে আর তাতে আপনার সাহায্য আমার খুব বেশী ক'রে চাই। আপনি কাল আপিসে আর যাবেন না। আমি অতুলবাবুকে ব'লে ছুটি করিয়ে নেবো এখন।"

সুশীলবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন, "বেশ, এখন তা' হ'লে আসি, রাত হ'চ্ছে।"

সুশীলবাবু রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লেন।

———•———

অন্ধের সন্ধান

আসামীকে পাওয়া গেল—কিন্তু তাকে পাবার আগে যে সব অদ্ভুত ঘটনা ঘ'ট্‌লো তা' শুন্‌লে বাস্তবিক শিউরে উঠ্‌তে হয়। আসামী ধরা দিল। কিন্তু আইনের কোনও ধারাতেই তাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হ'লো না কেন?

(১৫)

পরের দিন সকালবেলা সুশীলবাবু যখন প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লেন তখন প্রায় ৮টা। তাঁকে দেখেই প্রফুল্লবাবু ব'লে উঠ্‌লেন—"এই যে এসেছেন, আমি আপনার জন্যেই পথ চেয়ে ব'সেছিলুম। একটু অপেক্ষা করুন।"

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে তিনি কথা কইতে লাগ্‌লেন, "হ্যালো—কে আপনারা—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ থানা? আমি ইন্‌স্‌পেক্টর যতীনবাবুকে চাই। ও আপনিই যতীনবাবু? নমস্কার। যথার্থ অনুমান করেছেন। লোকটার কোনও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ক'রতে পেরেছেন কি? সাধারণ অন্ধেরা যেমন হয় তার চেয়েও কোনও রকম নূতনত্ব? হ্যাঁ, আমি সেইটুকু লক্ষ্য ক'রতে ব'ল্‌ছি।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রফুল্লবাবু আবার আরম্ভ ক'রলেন, "কি নাম ব'ল্‌লেন পুলিশটার—রামসিং? এখন কি সে ঘাঁটিতে আছে? কি ব'ল্‌লেন—একটা অবধি তার ডিউটি? বেশ ফিরে এলে দয়া ক'রে আমাকে একবার ফোন ক'রবেন।"

রিসিভারটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে তিনি সুশীলবাবুকে ব'ললেন, "সকাল থেকে কেবল ফোন্ ক'রছি। তবু এখনও অনেক বাকি।"

"তার মানে? আপনি করছেন কি? এত ফোনের দরকার?"

"কলকাতার সব থানাগুলোতেই ক'রতে হচ্ছে কিনা।"

"ও বুঝেছি। আপনি কলকাতা সহরে তা' হ'লে কোনও অন্ধকেই পুলিশ-চক্ষুর অন্তরালে রাখ্তে চান্না।"

"না, সবাইকে নয়। শুধু যাদের পুলিশ ইতিপূর্ব্বে কোনও দিনই দেখেনি। তিনটী এই রকম সন্ধান পেয়েছি এর মধ্যে, কিন্তু যেটিকে আমরা খুঁজ্ছি তার সঙ্গে কোনওটিরই মিল পাচ্ছিনা।"

"আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, কেমন ক'রে আপনি আশুবাবুর সন্ধান পেলেন বলুন তো! আমি তো ভেবেই উঠ্তে পারিনা।"

"আপনারই সাহায্যে আমি সেটা পেলুম আর আপনি জিজ্ঞাসা করছেন?"

"আমার সাহায্যে!"

"এর মধ্যেই সব ভুলে গেলেন সুশীলবাবু। আপনাকে আমি বলেছিলুম না সহরে যদি কোনও লোক হারানো সংবাদ পাওয়া যায় আমাকে জানাবেন। তারপর আপনিই আমাকে সেই চা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা এনে দেন।"

"কিন্তু তবু প্রফুল্লবাবু, ঐ সামান্য সূত্র ধ'রে এত বড় আবিষ্কার আমার কাছে যেন অসম্ভব ব'লেই ঠেকে।"

"শুধু ঐটুকু সূত্র ধ'রে জিনিষটা বার করা অসম্ভবই বটে। কিন্তু সেই থেকে আমি সেই চা কোম্পানীর ওপর রীতিমত নজর রাখি। ফলে ডাঃ

ঘোষের সেখানে যাতায়াতটা ধরা পড়ে। সেই আফিসের ম্যানেজার ব্রজেনবাবুর ওপর পর্য্যন্ত আমি দৃষ্টি রাখ্‌তে ত্রুটি করিনি। এখন বুঝ্‌তে পারছেন—কেমন ক'রে ব্যাপারটা বেরিয়ে এসেছে? আর একটু মজা দেখ্‌বেন?" ব'লেই তিনি পকেট থেকে নোট বইটা বার ক'রে সুশীলবাবুর সাম্‌নে খুলে ধ'রলেন। তাতে ছ'টা বিজ্ঞাপনের কাটিং সংগ্রহ করা ছিল।

প্রথমটীতে লেখা ছিল :—

"আশুবাবু যদি অনুগ্রহ ক'রে কোম্পানীর আফিসে এসে দেখা করেন—ইত্যাদি।"

দ্বিতীয়টীতে লেখা ছিল :—

'কিছুদিন আগে অন্ধকে গভীর রাত্রে রাসবিহারী এভিনিউয়ে দেখা গিয়াছিল···কেহ যদি সন্ধান দিতে পারেন— ইত্যাদি।"

"ত্ব'টোর ভেতর পার্থক্য দেখছেন কি সুশীলবাবু?"

"বিলক্ষণ। প্রথমটী আশুবাবুকে উদ্দেশ ক'রে লেখা হ'য়েছিল এবং দ্বিতীয়টী জনসাধারণকে উদ্দেশ ক'রে লেখা।"

"এ থেকে কিছু বুঝ্‌তে পারা যায় কি?"

"কি বোঝা যাবে বলুন?"

"অতি সরল কথা সুশীলবাবু। প্রথম বিজ্ঞাপনটী যখন বেরোয় তখন কোম্পানী জান্‌তো না আশুবাবু অন্ধ। তাই তাঁকেই উদ্দেশ করা হ'য়েছিল। তারপর ডাঃ ঘোষের কাছ থেকে সব শুনে দ্বিতীয়টী ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়।"

"কিন্তু আশ্চর্য্য প্রফুল্লবাবু, এটা তো এর আগে আমার চোখে পড়েনি।"

"ঐখানটাতেই কেবল আপনাতে আমাতে তফাৎ। আমি সোজা চোখে যা' দেখি আপনি তা' দেখেন না। নইলে আপনিও মানুষ আর আমিও মানুষ। ভাষা-লালিত্য আর ঘটনা-বিপর্য্যয়ের ওপর দৃষ্টি রাখ্‌তে পারলে সম্পাদক হওয়া যায় বটে কিন্তু সুনীলবাবু, সব দিকে চৌকস্ না হ'লে তদন্ত করা যায় না।"

"কিন্তু আশুবাবুর ছবিটা আপনি জোটালেন কেমন ক'রে?"

"যেদিন আমরা ডাঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই—মনে পড়ে কি সেদিনের কথা?"

"সেদিন কি ক'রে ওটা পেলেন?"

"ডাঃ ঘোষের ঘরে একটা গ্রুপ ফটো টাঙান ছিল। হঠাৎ কেমন ক'রে সেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফটোটার তলায় লেখা ছিল 'সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস'। আমার কেমন যেন মনে হ'য়েছিল তার মধ্যে আশুবাবুর ফটো পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তাই ছবিটা সরাবার মতলব ভেঁজে ফেলি। বেশী অপেক্ষা আমাকে ক'রতে হয়নি, কারণ সেইদিন রাত্রেই ডাঃ ঘোষ ব্রজেনবাবুর সঙ্গে নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যান্। আমিও সুবিধা বুঝে তাঁর একটা চাকরকে ঘুষ দিয়ে একদিনের জন্য ছবিটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে গ্রুপের প্রত্যেকটা লোকের এক একটা আলাদা ছবি তৈয়ার করিয়ে নিই। গ্রুপটাতে আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করি। একটা লোকের কাঁধে হাত দিয়ে ডাঃ ঘোষ দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং সেইটাই আশুবাবুর ছবি হওয়া খুবই সম্ভব। কাল রাত্রে তিনি এখানে আস্‌তে প্রথমেই আমি সেই ছবিটা তাঁকে দেখাই এবং আমার আন্দাজের সত্যতা আপনি ব'সে থেকেই দেখেছেন।"

সেই সময় টেলিফোনের বেলটা বেজে উঠ্‌লো। প্রফুল্লবাবু রিসিভারটা তুলে কাণে ধ'রলেন,—"হ্যালো, কে আপনি? ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা? খবর কি? কোথায়? ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ওপর? পার্কটার রেলিংয়ের ধারে? বেশ। অন্ধের বিশেষত্ব কি দেখেছেন? ও আচ্ছা। দশটা থেকে বারটা আর চারটা থেকে ছ'টা অবধি বসে? আমি যাবার আগে তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। প্রয়োজন... সব ঠিক হবে। নমস্কার ইন্‌স্‌পেক্টর।"

টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়েই প্রফুল্লবাবু বলে উঠ্‌লেন, "আমার মনে হয় সুশীলবাবু আজই বেলা দশটার সময় আমরা আশুবাবুর দর্শন লাভ ক'রবো।"

(১৬)

সেইদিন বেলা দশটার সময়।

সুশীলবাবু ও প্রফুল্লবাবু আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের দিকে রওনা হ'লেন। ট্যাক্সিটা যথাস্থানে পৌঁছুতেই তাঁরা নেমে প'ড়লেন। রেলিংয়ের ধারে অন্ধ লোকটার ওপর নজর প'ড়তেই প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "পেয়েছি সুশীলবাবু, এই আমাদের লোক।"

সুশীলবাবু বল্লেন, "কিন্তু আমার মনে হয় ছবিটার লোকটীর চেয়ে এর যেন কিছু বেশী বয়েস হ'য়েছে।"

"সেটা তো স্বাভাবিক। ভুলে যাচ্ছেন কেন, ছবিটা কতদিন আগেকার! যান আপনি গিয়ে কথা কইতে আরম্ভ করুন। আমি এখান থেকেই লক্ষ্য করি। খুব সাবধান সুশীলবাবু—অন্ধের কর্ণেন্দ্রিয় খুব প্রখর; যেন কোনও ক্রমে সন্দেহ না ক'রতে পারে।"

তাঁরা অন্ধের কাছ থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কথা কইছিলেন। সুশীলবাবু দ্বিরুক্তি না ক'রে এগিয়ে প'ড়লেন।

অন্ধের সঙ্গে কেমন করে কথা আরম্ভ করা যায়···একটু ইতস্ততঃ ক'রে আরম্ভ ক'রলেন, "বাঃ তুমি তো বেশ গড় গড় করে পড়তে পারো দেখ্‌ছি।"

অন্ধ ব'ল্‌লে, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে একটু শিখেছি।"

"আচ্ছা একটু ভাল ক'রে পড়তো শুনি।"

পাতার ওপর হাত বুলুতে বুলুতে অন্ধ পড়তে সুরু ক'রলে। এক পাতা পড়া হ'তেই সুশীলবাবু তাকে থামিয়ে দিলেন, "থাক, আর প'ড়তে হবে না। আচ্ছা তোমার নামটী কি ভাই।"

"নাম? আমার নাম—শিবচন্দ্র কাঁসারি।"

"আচ্ছা—তুমি কি জন্মান্ধ না কোনও রকমে চোখটা নষ্ট হ'য়ে গেছে?"

"জন্মান্ধ হওয়া ত' ভাল ছিল মশাই।"

"কেমন ক'রে চোখটা নষ্ট হ'লো?

"কারখানায় কাজ ক'রতুম—একদিন ছুরি সান দিতে দিতে লোহার গুঁড়ো চোখে প'ড়ে যায়। ফলে এই দুর্গতি।"

"আচ্ছা, তোমার জীবন বৃত্তান্ত একটু আমায় ব'লবে?"

"কেন বলুন তো আপনি এই হতভাগ্যের কথা জানতে এত উদ্‌গ্রীব?"

"না, এমন কিছু নয়। আমি দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার কিনা—তোমার জীবন বৃত্তান্ত একটু কাগজে ছাপিয়ে দিতে পারি যদি। তোমার মত দুর্ভাগ্যগ্রস্ত লোকদের যদি একটু কিনারা হয়—তা' হ'লে এমন ক'রে পথের ধারে ভিক্ষা ক'রে দিনগুলো কাটাতে হয় না।"

"খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে আমাদের কোনও উপকার ক'রতে পারবেন না মশাই। আমাদের দেশ তেমনতর নয় মোটেই। ধন্যবাদ—আপনি তবু একটু অনুগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। আমার পরম সৌভাগ্য।"

"তোমার জীবনের—অন্ততঃ কারখানার চাকরী জীবনের একটু বল না শুনি। জান তো আজকাল শ্রমিক আন্দোলন যুগে—"

"না মশাই আমি ব'লবনা। তা' ছাড়া আপনার জেনেও বিশেষ কোনও ফল নাই।"

সুশীলবাবু দেখ্‌লেন লোকটা একান্তই কিছু ভাঙ্‌তে চায়না। পকেট থেকে একটা দুয়ানি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বল্লেন, "যাক কিছু মনে ক'রো না ভাই। এমনি কৌতূহল বশে তোমায় খানিকটা বিরক্ত করে গেলুম।"

অন্ধ আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই প'ড়তে সুরু ক'রলো। সুশীলবাবু অযথা কালক্ষেপ না ক'রে প্রফুল্লবাবুর কাছে ফিরে এলেন। প্রফুল্লবাবু সব শুনে চুপ ক'রেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুশীলবাবু বল্‌লেন, "তা হ'লে আপনার অনুমানটা এখানে ঠিক খাট্‌লো না—কি বলেন?"

"আমি কিছুই বলিনা সুশীলবাবু।"

তাঁরা আর সেখানে দাঁড়ালেন না। একটু একটু করে থানার দিকে এগুতে লাগ্‌লেন।

* * *

রাত্রিবেলা প্রফুল্লবাবুর কথামত সুশীলবাবু গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হ'লেন। তিনি কোনও রকম ভণিতা না ক'রেই বলে উঠলেন, "লোকটার উপর আমার খুব সন্দেহ হয় সুশীলবাবু।"

সামনের চেয়ারখানায় ব'সে পড়ে সুশীলবাবু লক্ষ্য ক'রলেন সেই ছবিখানি টেবিলের ওপর প'ড়ে রয়েছে। বল্‌লেন, "আপনি বুঝি এখনও ভাব্‌ছেন শিবচন্দ্র কাঁসারি আশুবাবু কি না? কিন্তু আমার ত' মনে হয় এ ছবিটার সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই।"

"আমার কিন্তু মনে হয় সাদৃশ্য যথেষ্টই আছে—আর শিবচন্দ্র নামটাও তার ঠিক নাম নয়।"

"তার প্রমাণ?"

"আপনি কেবল কথায় কথায় প্রমাণ' চেয়ে বসেন সুশীলবাবু এইটুকুই যা দুঃখ। এতদিন ধরে আমার সঙ্গে ঘুরেও দৃষ্টি শক্তিটার কিছু উন্নতি করা উচিৎ ছিল। অনেকগুলো কেনোর উত্তর এখন মিল্‌ছে না সুশীলবাবু! প্রথমে—কেন সে দিনের মধ্যে খানিকটা সময় ঐখানে ব'সে থাকে। কেন সে আপনাকে নিজের জীবন সম্বন্ধে কোনও কথা ব'লতে অনিচ্ছুক? ভিক্ষা করাই যদি তার উপজীবিকা হ'তো তা'

চলে সে দিনের পর দিন ঐখানেই বসে থাক্‌তো। একজন কারখানার মজুরের সহজ জীবনীর ভেতর কোনও লোকের কাছে গোপন করবার এমন কিছুই থাকে না। তার ওপর যে লোক কারখানায় কাজ ক'রতো—তার হাতগুলো অমন ভদ্রোচিত পরিষ্কারই বা থাক্‌তে পারে কেমন ক'রে? তার হাতগুলো দেখেই বেশ দৃঢ় ভাবে বলা যেতে পারে জীবনে কখনও সে সামান্য মজুরের কাজ করেনি। বিশেষ একজন মজুর কখনও অমন মার্জ্জিত ভাষায় কথাও ব'ল্‌তে পারে না।"

"মার্জ্জিত কথা আপনি ধ'রলেন কেমন ক'রে?"

"শুধু একটা কথা থেকেই বোঝা যায়। মনে আছে সে ব'লেছিল খবরের কাগজে তার জীবনী ছাপিয়ে আপনি কোন উপকারই ক'রতে পারবেন না! আমাদের দেশ তেমনতর নয় মোটেই! এইখানেই সে ধরা দিয়ে ফেলেছে সুশীলবাবু। অশিক্ষিত ছুরি সান্‌-দেওয়া মজুরের মুখ থেকে অমন কথা বেরুতেই পারে না।"

"কিন্তু তবু প্রফুল্লবাবু, এটুকু আমি বেশ জোর ক'রেই ব'ল্‌তে পারি আশুবাবুর সঙ্গে এর চেহারার কোনও সাদৃশ্য নেই।"

"তা থাকাও সম্ভব নয়। মনে করেন কি আপনি সে তার স্বরূপ নিয়েই ঐখানে বস্‌বে? চেহারাটা সে মেক্‌-আপ্‌ নিয়ে একটু বদল করেছে বৈকি। যাই হোক্‌ কাল আবার ওর কাছে গিয়ে আরও কিছু জানবার চেষ্টা ক'রতে হবে।"

পরের দিন সকাল বেলা সুশীলবাবু প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে গিয়ে শুনলেন তিনি কোথায় বেরিয়েছেন। তাঁকে সেইখানে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে গেছেন। একলা ঘরে ঢুকে ব'সে সুশীলবাবু সময় কাটাবার জন্যে টেবিলের

ওপর স্তূপীকৃত মাসিক পত্রগুলি ঘাঁটতে সুরু ক'রলেন। তাঁর নজর প'ড়লো ওপরের দু'চারখানি বই ছাড়া আর সবগুলিই এক জাতীয় কাগজ। কৌতূহল হ'লো প্রফুল্লবাবু কোন কাগজখানা নিয়মিত পাঠ করেন জান্‌বার জন্মে। কাগজগুলোর ভেতর থেকে একখানা টেনে বার ক'রে ফেল্লেন। "অন্দর মহল" ? প্রফুল্লবাবু তা'হলে ভূপতিবাবুর কাগজটাই যত্ন ক'রে পড়েন! ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি আরও জেনে ফেল্লেন 'অন্দরমহলের' জন্ম সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত যত সংখ্যা বেরিয়েছে সবগুলিই টেবিলের ওপর বিদ্যমান। অনুমান করতে তাঁর দেরী হলো না—প্রফুল্লবাবু কাগজখানার ভক্ত হোন্ আর নাই হোন্ এই কেস্‌টার জন্মেই এগুলি চেষ্টা ক'রে জোগাড় ক'রেছেন।

চাকরটা এসে এক কাপ চা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবু কোথায় গেছেন বলতে পারো ?"

"বলে গেছেন তিনি পুলিশ আপিসে যাচ্ছেন।"

"পুলিশ আপিসে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চাকরটা চলে যেতে চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, পুলিশের ঘোর বিরোধী প্রফুল্লবাবু কেন পুলিশ আপিসে যেতে গেলেন ? কি কারণ থাকতে পারে এর! এটা ওটা সেটা অনেক ভাব্‌লেন, শেষে হেসে ফেল্লেন। এতদিনে ঠিক তাঁর গায়ে ঐ অদ্ভুত প্রফুল্লবাবুর হাওয়া লেগেছে বোধ হয়; নইলে কেনর উত্তরের জন্মে তিনি অনেক কিছুই ভেবে ফেল্লেন ? সঙ্গের দোষ বা গুণ মানুষের মনকে এমনই ক'রে ধীরে ধীরে অধিকার ক'রে বসে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। প্রফুল্লবাবু এসে হাসিমুখে ঘরে ঢুক্‌লেন।

"কতক্ষণ এসেছেন সুশীলবাবু ?"

"বেশীক্ষণ নয় মিনিট পনেরো।"

"আমাকে একবার পুলিশ আপিসে যেতে হয়েছিল।"

"তাও শুনিছি। কিন্তু পুলিশ আপিসে যে আপনি কেন গেলেন সেই কথাটাই আমি ভাব্‌ছিলুম।"

"আচ্ছা সে ভাব্‌নাটা এখন আর ভেবে কাজ নেই। চা-টা খাওয়া হ'য়ে গেছে তো? এখন বেরিয়ে পড়ি চলুন। পথেই সব ব'ল্‌বো। সিগারেট ইচ্ছা করেন ?"

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে সুশীলবাবুর মুখের সাম্‌নে ধ'রলেন।

"আপনার যে আজ আনন্দ আর ধ'রছে না দেখছি। কি ব্যাপার বলুন তো ?"

"পরে ব'ল্‌বো বন্ধু—এখন ধোঁয়াটা টানুন আরাম ক'রে এবং কষ্ট ক'রে বেরিয়ে পড়ুন রাস্তায়।"

রাস্তায় যেতে যেতে প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "দেখুন সুশীলবাবু, আজ অন্ধের সঙ্গে একটু চালাকি খেল্‌তে হবে। যদি ও আশুবাবুই হয় তা'হলে ওর পক্ষে সেটা জেনে ফেলা আমাদের কাজের ঘোরতর অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।"

"আর যদি বাস্তবিক শিবচন্দ্র হয়—তা'হলে ?"

"তা'হলে ও জান্‌লো তো বয়েই গেল। যা খুশী ভাবুকগে সে। যাই হোক, এবারও আপনি যখন ওর সঙ্গে কথা কইবেন, আমি চুপ ক'রেই

দাঁড়িয়ে থাক্‌বো, তবে এইটুকু কেবল লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে—যাতে আমায় ও কোনও রকমে সন্দেহ করতে না পারে।”

ঠিক দশটার সময় তাঁরা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পৌঁছুলেন। অন্ধ তেমনই ভাবে পার্কের রেলিংয়ের পাশে ফুটপাথের ওপর ব'সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বই প'ড়ছে। প্রফুল্লবাবু এদিক থেকে ওদিক ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু মুচকি হেসে বল্লেন, “আমাদের দেশের অন্ধেরা সাধারণতঃ গান গেয়ে বা শুধু কথায় দুঃখ জানিয়ে ভিক্ষে করে। এ আবার নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে বই পড়া। এর ভেতর কি কোন অর্থ নেই সুশীলবাবু?”

“অর্থ থাক্‌লেও আপনি হয়তো বুঝেছেন সেটা—কিন্তু আমার কাছে সবটাই যেন দুর্ব্বোধ্য ধোঁয়ার মতই ঠেক্‌ছে। আশুবাবুই যদি হন্—তাঁর মত অভিমানী লোক পথের ধারে বসে ভিক্ষে করবেন—এও কি সম্ভব?”

“খুব সম্ভব সুশীলবাবু। আপনি আর দেরী ক'রবেন না। অন্ধের সঙ্গে গিয়ে কথা কইতে সুরু ক'রে দিন।”

সুশীলবাবু গিয়ে অন্ধকে বল্লেন, “নমস্কার শিবচন্দ্র—ভাল আছো তো?”

“নমস্কার। ভাল আছি বৈকি। নইলে আর এখানে ব'সতে পেরেছি?”

“কিন্তু আমি কে তা' চিন্তে পেরেছো?”

“বিলক্ষণ! আপনি কাল আমাকে একটা দোয়ানি দিয়ে গিছ্‌লেন।”

“তোমার তো খুব স্মরণ শক্তি! গলার আওয়াজ তুমি এত মনে ক'রে রাখতে পারো?”

“এতে আর বাহাদুরি কি আছে? আপনি দাতা আমি গৃহীতা। পয়সাটা পকেটে পুরে যদি আপনাকে ভুলে যাই—”

"তা দেখ আজও তুমি ঐ বইটা একটু পড়ে শোনাও যদি পয়সা পাবে।"

অন্ধ বইখানার ওপর দিয়ে আঙ্গুল চালাতে সুরু করলে। সুশীলবাবু তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ পকেট থেকে বার করে বল্লেন, "আচ্ছা তোমার বইটার ওপর আমি একবার হাতটা বুলুই দাওতো—দেখি লেখাগুলোর ওপর কেমন ক'রে হাতটা চালাতে হয়।"

অন্ধ বই থেকে একবার মাত্র হাতটা তুলতেই তিনি কাগজখানি পাতার ওপর খুলে ধরে বল্লেন, "নাঃ ও আমার দ্বারা সম্ভব নয়, তুমিই পড়।"

শিবচন্দ্র একবার মাত্র কাগজ খানার ওপর হাত দিতেই—তাড়াতাড়ি সেটা টেনে নিয়ে তিনি পকেটে পুরে ফেল্লেন।

অন্ধ বল্লে, "আপনার হাতে কি জল ছিল? অমন ভিজে ঠেক্‌লো কেন?"

সুশীলবাবু বল্লেন, "ওটা কিছু নয় —হাতটা একটু ঘেমেছিল মাত্র।"

অন্ধ ভ্রুক্ষেপ না ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে। সেই সময় প্রফুল্লবাবু পা টিপে টিপে এসে তার পেছনে দাঁড়ালেন। সুশীলবাবু হাতটা নাড়বার অছিলায় চট্ ক'রে তার পাগ্‌ড়ীটা খুলে দিয়ে বল্লেন, "আহা কিছু মনে ক'রোনা শিবচন্দ্র—হাতটা নাড়তে গিয়ে লেগে গেল।"

সেই অবসরে প্রফুল্লবাবু তার মাথার কাছে এক গোছা চুল বার ক'রে মিলিয়ে নিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে যেতেই সুশীলবাবু পাগ্‌ড়ীটা কুড়িয়ে অন্ধের হাতে দিয়ে দিলেন।

অন্ধ বল্লে, "দৈবাৎ লেগে গেছে—তাতে কি হয়েছে।"

পকেট থেকে দুআনা পয়সা বার ক'রে তার হাতে দিয়ে সুশীলবাবু বললেন, "আজ তাহলে আসি শিবচন্দ্র।"

"ধন্যবাদ।"

প্রফুল্লবাবু আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছিলেন। অন্ধের কাছে বিদায় নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সুশীলবাবু তাঁর সঙ্গ ধ'রে নিলেন।

—•—

(১৭)

"আপনি বেশ ভাল ভাবে জানেন অন্ধ কিছু বুঝতে পারেনি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আপনার করনীয়টুকু তা'হলে কৃতিত্বের সঙ্গেই করা হয়েছে বলা যেতে পারে। সুন্দর! একজনের হাতের ছাপ তুলে আনা গেল সম্পূর্ণভাবে তার অজ্ঞাতসারে।"

"আচ্ছা আপনি কি এখনও মনে করেন অন্ধটী শিবচন্দ্র নয় ?"

"মনে করি কি সুশীলবাবু ? ধ্রুব সত্য শিবচন্দ্র ওর নকল নাম।"

সুশীলবাবু আর কোনও প্রশ্ন না ক'রে পথ চলতে লাগলেন। অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে খেলে যেতে লাগলো। কেমন ক'রে প্রফুল্লবাবু ছদ্মবেশী আশুবাবুকে ধরলেন ? লোকটা সত্যই যদি আশুবাবু হয় কেনই বা তাকে এখনই গ্রেপ্তার করা হ'লো না ? ভূপতিবাবুর ঘরে পাওয়া চুলগুলোর সঙ্গে অন্ধের সম্পর্ক কি ? সম্পর্কই যদি না থাকে তবে প্রফুল্লবাবু কেন সেগুলো মিলিয়ে নিতে এত চালাকি খেললেন ? তবে কি শেষ অবধি আশুবাবুই খুনী সাব্যস্ত হয়ে যাবেন ? তাঁর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা

যেন আর সম্ভব হলো না। স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তিনি বললেন, "আচ্ছা প্রফুল্লবাবু, চুলগুলো কি ঐ অঙ্কের বলেই স্থির হলো ?"

"না।"

"হাতের ছাপ থেকে কিছু বুঝলেন ?"

"এইটুকু বুঝলুম যে, অমরবাবু যে ছাপটার জন্য মাথা ঘামাচ্ছেন খুনীর ছাপ ব'লে এটা সেটার সঙ্গেই মিলে যায়।"

সুশীলবাবু যেন চমকে উঠলেন, "তবে কি—অন্ধই—"

"চুপ। এখন আর কোনও কথা নয়।"

* * *

বাড়ীতে পৌঁছে প্রফুল্লবাবু চাকরটাকে দুকাপ চা আনতে হুকুম ক'রে বাইরের ঘরে গিয়ে বসে পড়লেন। পেছন পেছন সুশীলবাবুও প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "এখন তবে আশুবাবু সম্বন্ধে আপনি কি ক'রতে চান ?"

"যেমন তিনি আছেন, তেমনি ভাবেই থাকতে দিতে চাই।"

"তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রছেন না কেন ?"

"ওকে গ্রেপ্তার যদি করি তা হলে যে মেয়েটা একেবারে কাঁচায় থেকে যাবে সুশীলবাবু। ওকে দিয়েই যে তাকে ধরতে হবে; আবার তার দৌলতে আর একজন ধরা পড়বে। বুঝলেন ব্যাপারটা ?"

"তা হলে আপনি ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন বলুন।"

"রাখবো কেন—এখনই সে সর্ব্বদা পুলিশের চোখে চোখে রয়েছে।"

"রাগ করবেন না প্রফুল্লবাবু, আপনি না পুলিশের সাহায্য নেবেন না বলেছিলেন ?"

"পুলিশের সাহায্য নেবো না মানে ? অমরবাবুর থিওরিটা আমি নিইনি। তাই বলে এমন সব সাহায্য না নেবার কোনও হেতু নেই। ভাল কথা চা'টা খেয়েই আপনি আপিসে চলে যান্। অতুলবাবু ক'দিন ধ'রে আমাকে জ্বালাতন ক'রে তুলছেন কেসের রিপোর্টের জন্যে। তাঁকে গিয়ে ব'লবেন আর দু একদিনের মধ্যেই দৈনিক সংবাদের পাতাগুলি ভরে দেবার মত ম্যাটার আমি সরবরাহ ক'রতে পারবো। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনার হাতটাও আমি ব্যথা না করিয়ে ছাড়বো না।"

সেই সময় টেলিফোনের বেলটা বেজে উঠ্লো। প্রফুল্লবাবু রিসিভারটা তুলে নিয়ে বল্লেন, "কে ?—ও—কি খবর ? কি বল্লেন ? একটী মেয়ে ? রাম সিং দেখেছে ?— কতখানি দূরে ছিল সে ? বেশ ভালই। সঙ্গে কেউ ছিল না ?— আধা বয়সী লোক ?—আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি। রাম সিং যেন থানায় উপস্থিত থাকে।"

ফোন ছেড়ে দিয়েই তিনি একেবারে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। "পেয়েছি সুশীলবাবু। চলুন বেরিয়ে পড়ি। এখন আর আপনার আপিসে ফেরবার অবকাশ নেই।"

থানায় গিয়ে প্রফুল্লবাবু একেবারে রাম সিংকে আক্রমণ ক'রে বস্লেন। কেমন ক'রে সে তাকে দেখলে, কি গাড়ী ক'রে এসেছিল ইত্যাদি প্রশ্নের

পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। ফলে জানা গেল মেয়েটী একটী মটরে ক'রে এসেছিল। সঙ্গে যে ভদ্রলোকটী এসেছিলেন পুলিশের কথা থেকে মনে হয় সেটী মেয়েটীর পিতা। কেন না মটরটা থামতেই সে বলে উঠেছিল, 'বাবা, সেই অন্ধ।' মেয়েটীর রূপের বর্ণনা পাওয়া গেল—টুক্‌টুকে রং—অনিন্দ্য-সুন্দরী। পুলিশকে ছেড়ে দিয়ে প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "তাইতো সুশীলবাবু, আমরা চলে আসবার দশ মিনিট পরেই তারা এসেছিল! শুধু দশ মিনিটের তফাতে অপরাধী হাজির হয়েছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য তাদের চাক্ষুস দেখাটা পাইনি। দেখা যাক্—আর সকলে কি খবর দেয়।"

সুশীলবাবু বল্লেন, "আর সকলে মানে?"

"আপনি কি মনে করেন—শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর ক'রেই আমি বসেছিলুম। এছাড়া আমার আরও তিনটী চর সেখানে মজুত রেখেছি।"

"কিন্তু কই, আমরা যখন যাই কাউকেই দেখলুম না তো?"

"আমি কিন্তু সবাইকেই দেখেছি।"

"কোথায় লুকিয়ে ছিল তারা?"

"লুকিয়ে থাকবে আবার কোথায়? সামনেই ছিল। একটী লোক পার্কের রেলিংয়ে রং লাগাচ্ছিল দেখেছিলেন কি? একটী লোক সামনে দাঁড়িয়ে দেশলাই বেচছিল?"

"তারা দুজনেই আপনার চর? আর একটী কোথায় ছিল?"

"আর একটী হচ্ছে উল্টো দিকের ফুটপাথের পানওলা।"

থানা থেকে বেরিয়ে তাঁরা তখন অন্যান্য চরের কাছ থেকে খবর জানতে বেরুলেন। পার্কের পাশে যখন পৌছুলেন, অন্ধ তখন উঠে গেছে। অন্য সকলেও পুলিশের সংবাদটীর পুনরুক্তি করলে মাত্র। কেবল পানওলা কিঞ্চিৎ

দূরে ছিল কাজেই লোকটী যে সম্পর্কে মেয়েটীর কে হয় সেই সম্বন্ধে কিছুই বল্‌তে পারলে না।

"কিন্তু আশ্চর্য্য এইটুকু—মেয়েটী কেন অন্ধের সঙ্গে কথা কইলে না ?"

"সে তো স্বাভাবিক। এমন কি তারা যে এসেছে বা তাকে দেখেছে এটুকুও জানতে না দেবার জন্ম মটরটী কিছু দূরে থামান হ'য়েছিল। তারপর অন্ধ ঠিক আশুবাবু কিনা জানবার জন্তে দু'জনে তার কাছ অবধি এগিয়েছিল। ঠিক—তাহলে মেয়েটী আবার একবার আস্‌বে বোধ হয় সুশীলবাবু।"

"তাই বা কেমন করে বলা যায় ? না আসতেও তো পারে ?"

"সে আস্‌বেই ; এবং আস্‌বে এবার এক্‌লা।"

"দেখুন প্রফুল্লবাবু, কথাগুলো যখন আপনি ভবিষ্যৎবাণীর মত বলে যান্ তখন শুন্‌লে মনে হয় পাগলামি। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মালার মত গাঁথা হ'য়ে কথার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। বলুন তো এখন—কেমন ক'রে আপনি মেয়েটীর একলা আসা সম্বন্ধে ধারণা করেছেন ?"

"যেমন ক'রে আপনি অন্ধের সঙ্গে মেয়েটী কথা কইলে না বলে আশ্চর্য্য হচ্ছিলেন। অন্ধের সঙ্গে কথা না কওয়ার মধ্যেই এই কথাটার ঠিকানা মেলে। এখন কথা কয়নি—তাই একবার কথা কইতে তাকে আস্‌তেই হবে। বুঝলেন সুশীলবাবু ?"

সুশীলবাবু হতভম্ব হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। প্রফুল্লবাবু আবার বল্‌তে সুরু করলেন, "মটরখানা সোজা উত্তর দিকে গেছে। এ থেকেও মনে হয় পেনিটির মটর দুর্ঘটনার সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।" এইটুকু

বলেই হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে সুশীলবাবুর পিঠটা চাপড়ে বলে উঠলেন, "পেয়েছি—পেয়েছি সুশীলবাবু আসামীর সন্ধান। আর ২৪ ঘন্টার ভেতর তারা ধরা পড়বে।"

সুশীলবাবু একটু হেসে ফেল্লেন, "আপনার কথাটায় মনে প'ড়লো অমরবাবুর দুরবস্থার কথা।"

"আমাকে আপনি অমরবাবুর পর্য্যায়ে ফেল্‌বেন না সুশীলবাবু, আমি ওঁর মত আগে থেকেই খবরটা কাগজে ছাপিয়ে দিতে যাচ্ছিনা—কিন্তু এটা নিশ্চিত জানবেন আমার কথার কখনও নড় চড় হয় না।"

"এখন তা হলে বোধ হয় আপনি বলতে পারেন অপরাধী কে ?"

"নিশ্চয় পারি বন্ধু। অপরাধী সমাজের একজন গণ্য মান্য লোক—তার নাম আপনাদের কাগজে সপ্তাহে একদিন করে নিশ্চিত প্রকাশিত হয়। খুব চেনা লোক। এর বেশী এখন আর ব'ল্‌বো না। নামটা এখন আপনিই ভেবে বার করুন। কাল সকাল অবধি সময়। যদি বার করতে পারেন, বুঝবো আমার সঙ্গে কদিন ঘোরা আপনার সার্থক হয়েছে।"

"আচ্ছা ভেবে দেখি তারপর কাল আপনাকে বলবো। তাহলে এখন আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন ?"

প্রফুল্লবাবু জবাব দিলেন, "বাড়ীর দিকেই যাবো মনে করছি। আপনি কি আপিসের দিকে যাবেন নাকি ?"

"যেতে পারলে একবার ভাল হতো। কিন্তু আর পা' বইছে না। যে ঘোরাঘুরিটা হলো।"

"না না—তাহলে বাড়ীই চলে যান্ সোজা। আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। কাল কিন্তু সকাল বেলাই যেন আবার দর্শন পাই।"

ঘটনাটী এখন এমনই অবস্থায় এসে পড়েছিল যে সুশীলবাবুকে যেন নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিচ্ছিল না। কোনও গতিকে রাতটী কাটিয়ে ভোর বেলাই তিনি প্রফুল্লবাবুর বাড়ীতে হাজির হলেন।

প্রফুল্লবাবু বল্‌লেন, "এই যে এসে গেছেন। তবে এত সকালেই আমি আপনাকে আশা করিনি। যাক ভালই হয়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে দুজনে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে উপস্থিত হলেন। আজ অন্ধ সকাল বেলাই এসে বসেছে। সুশীলবাবু লক্ষ্য ক'রলেন দেশলাইওলা, রংওলা এবং পানওলা সকলেই যথারীতি কর্ম্মনিরত।

প্রফুল্লবাবু বল্‌লেন, "দেখুন আমাদের হয়তো এ বেলা এইখানে অপেক্ষা ক'রতে হবে। চলুন ঐ দোকানটায় কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্।"

তাঁরা সামনের দোকানটায় ঢুকে দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে ব'স্‌লেন। সেখান থেকে অন্ধকে বিশেষ নজর করা যায় না। সুশীলবাবু বল্‌লেন, "এখান থেকে তো আমরা কিছু দেখ্‌তে পাবো না। যদি এর মধ্যে মেয়েটী এসে হাজির হয়?"

"তার জন্য চিন্তা নেই সুশীলবাবু। যে লোকটা রেলিংএ রং লাগাচ্ছে সে আশুবাবুর কাছ থেকে মাত্র হাত ৫।৬ দূরে আছে। দেশলাইওলা হাত ১০।১২ দূরে অপেক্ষা ক'রছে। পানওলা উল্টো দিকের ফুটপাথে ব'সে আছে। এতগুলো চোখে ধুলো দেওয়া বড় সহজ হবে না। তা' ছাড়া এই তিনটী আবার কি রকম লোক জানেন? একটী চুরি করার অপরাধে

বার তিন চার জেল খেটে এসেছে, একটী বার দুই খেটেছে—আর একটী বেশ বড় দরের গাঁটকাটা।”

“আপনি তা’ হ’লে কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ক’রছেন?”

“ঠিক তাই। ডিটেক্‌টিভ্ অমরবাবু শতটা পুলিশ চর লাগিয়ে যা না ক’রতে পারেন আমার এই তিনটী অনুচর তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ দেয়।”

প্রফুলবাবুর মুখখানা আজ যেন সাফল্য-গৌরবে উজ্জ্বল হ’য়ে উঠেছিল। অমরবাবু এখন হয়তো অগাধ সলিলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। খবরের কাগজে যখন ঘটনাটী প্রকাশিত হবে—তখন—

সুশীলবাবু বল্‌লেন, ‘দেখুন আমাদের কিন্তু এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত নয়।”

“আপনি নিশ্চিন্ত হ’য়ে ব’সে থাকুন। মেয়েটী এলেই তিন জনের এক জন এসে খবর দেবেই।”

“কিন্তু—খবরটা যদি ঠিক সময় না পৌছয়? যদি তারা দেরী ক’রে ফেলে? তার মধ্যেই যদি কিছু ঘ’টে যায়?”

“কি ঘ’টতে পারে বলুন তো সুশীলবাবু?”

“মেয়েটী যদি অন্ধকে নিয়ে পালিয়ে যায়?”

হো হো করে হেসে উঠে প্রফুল্লবাবু বললেন, “আমিও কি সে ভয় না করি সুশীলবাবু? কিন্তু সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করে রেখেছি।”

তাঁর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশলাইওলাটা ছুটে এসে খবর দিলে, “মেয়েটী এসেছে। মটর থেকে এখনও নাবেনি। শিগ্‌গির।”

খবর শুনে প্রফুল্লবাবু লাফিয়ে ফুটপাথে নেমে পড়লেন। সুশীলবাবুও

দ্বিরুক্তি না ক'রে তাঁর পেছু নিলেন। অন্ধের কাছ অবধি পৌঁছবার আগেই তাঁদের চোখের সাম্‌নেই মটরখানা তীরবেগে দৌড় দিলে। অন্ধও সঙ্গে সঙ্গে গাছতলা থেকে উধাও!

তাঁরা এগিয়ে যেতেই বংগলাটা প্রফুল্লবাবুকে ব'লে উঠ্‌লো, "হুজুর অদ্ভুত রকমে তারা পালালো।"

"পালালো কি বল? তোমাদের সাম্‌নে থেকে দিনের আলোয় একজন মেয়েমানুষ আর একটা অন্ধ পালাতে পারলে?"

"ঐ কথাটী বল্‌বেন না কর্ত্তা। লোকটা যদি সত্যি অন্ধ হ'তো, নিশ্চয়ই এমন ভাবে পালাতে পারতো না। সে মোটেই অন্ধ নয়।"

"অন্ধ নয়?" প্রফুল্লবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি কি ভ্রান্ত? এতদিন ধ'রে কেবল একটা মিথ্যের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন? অন্ধের লাঠি—দেয়ালের গায়ে রক্তের অক্ষরে লেখা অন্ধ—অন্ধ—অন্ধ—লোকটা আজ এই সব প্রমাণের বিরুদ্ধে বলে কি? তিনি পুনর্ব্বার ঘুরিয়ে ঐ প্রশ্নই ক'রলেন, "অন্ধ নয়?"

"না কর্ত্তা নিশ্চয়ই নয়।"

প্রফুল্লবাবুর মুখের ওপর যে কালো ছায়াটা নেমে এসেছিল—নিমিষের মধ্যে যেন সেটা অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ব্যাপারটা কি ঘট্‌লো সব বলোদিকি পরিষ্কার ক'রে?"

"মটরটা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো। আমি কাজ ক'রতে ক'রতে লক্ষ্য ক'রলুম মেয়েটা একলাই এসেছিল। ভাব্‌লুম সে নিশ্চয়ই নেমে এসে অন্ধের সঙ্গে কথা কইবে কিম্বা তাকে নিয়ে যেতে হ'লেও তার হাত ধরে গাড়ীতে চাপাতে হবে—তাই কোন ভ্রুক্ষেপ না ক'রে কাজ করতে লাগলুম।

কিন্তু নিমিষের মধ্যে ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। মেয়েটী গাড়ী থেকে নামবার আগেই অন্ধ ছুটে গিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়েই ব'লে উঠলো—"চালাও সুবর্ণা।" চোখের পলকে গাড়ীখানা উধাও হয়ে গেল। আমাকে কোন কিছু করবার অবকাশই দিলে না।"

প্রফুল্লবাবু ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন কর'লেন, "কি বলেছিল? সুবর্ণা?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আর এখানে নয় সুশীলবাবু, আমাদের আর সময় নষ্ট করলে চলবেনা। আশুবাবুর জীবন এখন ঘোরতর বিপন্ন। মুহূর্ত বিলম্বে হয়তো তাঁ'কে হারাতে হ[illegible]

[illegible]মনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, সেটাকে দাঁড় করিয়ে প্রফুল্লবাবু [illegible]শবাবুকে নিয়ে চেপে ব'স্‌লেন। সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কতদূর [illegible] হবে এখন?"

"যাচ্ছি ডাক্তার ঘোষের বাড়ী অবধি।"

"কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড এটা। আশুবাবু অন্ধ না হ'য়েও কেমন অন্ধ সেজে বসেছিলেন—ডাঃ ঘোষ সব জেনে শুনে গোপন করে গেলেন যে তিনি অন্ধ নন্। এ থেকে কি মনে হয় আপনার?"

"এমন কথা আমার মনে হয় না যে অন্ধ কখনই অন্ধ ছিল না। বরং সমস্ত ঘটনাগুলোকে বিচার ক'রতে ব'সলে দেখা যায়—আশুবাবু আগে অন্ধ ছিলেন, পরে চোখ ফিরে পেয়েছেন। ঠিক; এখন আমি ডাঃ ঘোষের কথার অর্থ বুঝতে পারছি। তিনি বলে গিছলেন যে অন্ধকে খুঁজে বার করা খুব [illegible] হবে। খুব সত্যি কথা; যে আর অন্ধ নেই তাঁকে আর অন্ধ বলে কেমন [illegible] পাওয়া যাবে।"

মিনিট ২০।২৫ এর মধ্যে গাড়ীখানা ডাঃ ঘোষের দোর গোড়ায় পৌছুলো তাঁরা নেমে পড়েই দেখলেন, ডাক্তার ঘোষ বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছেন। ভালই হয়ে গেল। প্রফুল্লবাবু সংক্ষেপে ঘটনাটি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন "আপনি যদি ঘুণাক্ষরে আমাদের জানিয়ে দিতেন যে তিনি এখন আর অন্ধ নন্ তা হ'লে এমন ক'রে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমরা দিতুম না তাঁকে। বুঝতে পারছেন এখন তিনি কি ভয়ানকভাবে বিপন্ন? খুনী যখন জান্‌বে তিনি আর অন্ধ নন্ তখন কি তাঁকে বেঁচে ফিরতে দেবে?"

ডাঃ ঘোষ কেমন যেন গুলিয়ে গেলেন। "একথাটা তো আমি ভেবে দেখিনি প্রফুল্লবাবু!"

"তা' তো দেখেননি। বলুন দিকি আশুবাবু মেয়েটীর ঠিকানা আপনার কাছে কিছু বলেছিলেন কিনা?"

"কিছুই বলেননি।"

"দেখুন—এখন আর লুকুবেন না কিছু। বুঝতেই পারছেন আপনার বন্ধু এখন কি অবস্থায় পড়েছেন?"

"তা' সবই আমি ঠিক বুঝছি প্রফুল্লবাবু কিন্তু সত্যিই সে আমার কাছে ঠিকানা সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেনি।"

ডাক্তার ঘোষের কাছে কোনও সাহায্য না পেয়ে তাঁরা আবার গিয়ে ট্যাক্সি আশ্রয় ক'রলেন। সুশীলবাবু বললেন, "এবার কোথায় যাবেন?"

"এখন যাবো পেনিটির দিকে। একটু অন্ধকারে ঢিল মেরে দেখি। এ চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় তা হলে আশুবাবুকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। লোকটি নিজেই এমন ক'রে আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো।"

সুশীলবাবু বললেন, "অমন সুন্দরী রমণীর সান্নিধ্যকে আ... ...ন ব'লে

দিচ্ছেন, প্রফুল্লবাবু!"

"মেয়েমানুষগুলো ঠিক আগুনের মত ভয়াবহ সুশীলবাবু। তারা প্রসন্ন হ'লে পুরুষকে সেই আগুনটুকু জ্বেলে সেবা দেয় আর অপ্রসন্ন হ'লে তাতেই তাকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলে।"

"কিন্তু আপনিই তো বলেছেন সুবর্ণা তাকে ভালবাসে।"

"তার ভালবাসাটাই হয়তো আশুবাবুর কাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।"

যতদূর সম্ভব দ্রুত গাড়ীটা ছুটে চলেছে। আরোহী দুজনের হঠাৎ যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে। দুজনেই চুপ ক'রে ভাবতে লেগে গেছেন। এখন আশুবাবুর অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

(১৯)

পেনিটির থানায় গিয়ে যখন গাড়ীটা থামলো তখন বেলা তিনটে। ইন্স্‌পেক্টরের সঙ্গে কথা ক'য়ে জানা গেল সেই অদ্ভুত টায়ার লাগানো মটরটা থানা থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে থাকে। একটী ছোটো বাংলো বাড়ী—চার পাশে মস্ত বড় বাগান পাঁচিলে ঘেরা। তারই গেটের মধ্যে ছোট একটী গ্যারেজে মটরটী রাখা হয়।

প্রফুল্লবাবু প্রশ্ন ক'রলেন, "ভাল কথা সুশীলবাবু, আপনি যে বলেছিলেন

ভেবে চিন্তে আজ সকালেই আমাকে আসামীর নামটা ব'ল্‌বেন তার কি হলো ?"

"যে ঠেলায় পড়া গেছে কথাটা ভুলেই গিছ্‌লুম একেবারে। আমার মনে হয় রাজেন দাস।"

ইন্‌স্‌পেক্টর নামটা শুনেই বলে উঠ্‌লেন, "রাজেন দাস ? তাঁরই বাড়ীতে তো মটরটা থাকে।"

প্রফুল্লবাবু আগ্রহ সহকারে বল্‌লেন, "তাঁরই বাড়ীতে ? তা' হ'লে আর কিছু ভাব্‌বার নেই আমাদের। সন্ধান মিলে গেছে। সুশীলবাবু, কালে যে আপনি একজন বড় সম্পাদক হ'য়ে দাঁড়াবেন এ ভবিষ্যৎ বাণীটা এখন আমি ক'রতে পারি।"

"তা' হ'লে এখন আমাদের কি ক'রতে হবে ?" সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

প্রফুল্লবাবু বল্‌লেন, "কিছু না। সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা ক'রতে হবে।"

* * *

সন্ধ্যার পর তাঁরা রাজেন দাসের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। প্রফুল্লবাবু সুশীলবাবুকে সকল রকমে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রে নিয়েছেন। সাপের গর্ত্তে প্রবেশ ক'রতে হ'লে ছোবলের ভয় ক'রলে চলে না। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই তাঁরা গন্তব্য স্থানে পৌছুলেন। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্‌ থেকে একটী ছোট রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে। সেটা থেকে প্রথম দুটো গলি ছেড়ে ডান্‌ দিকের তৃতীয় গলিটার মধ্যেই বাংলোটা [illegible]।

[illegible] ব'লে

ইন্‌স্পেক্টর বেশ ভাল ভাবেই তাঁদের ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে বাড়ীটা খুঁজে নেওয়া শক্ত হ'লো না। বিশেষ মটরের গ্যারেজটা তাঁদের অতি সহজেই নজরে প'ড়লো।

রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। বাড়ীটার মধ্যেও কোনও আলো জ্বল্‌ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের রাত—আকাশেও চাঁদ নেই। সুশীলবাবু ব'ল্‌লেন, "বাড়ীতে উপস্থিত বোধ হয় কেউ নেই।"

"আলো জ্ব'ল্‌ছে না ব'লে? নিশ্চয়ই আছে সুশীলবাবু। তারা বেশ ভাল ভাবেই জেনেছে আমরা তাদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। আশুবাবু সে কথাটা নিশ্চয়ই তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সতর্ক হ'য়েই তারা আলো জ্বালেনি। দেখুন, একটা নতুন ফন্দি আমার মাথায় এসেছে। আপনাকে যা ক'রতে হবে ব'লেছিলুম সে সব কিছুই ক'রতে হবে না। আমি একলাই বাড়ীটার সন্ধান ক'রতে যাবো। আপনি এই অবসরে গ্যারেজে ঢুকে মটরের মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকুন। যদি তারা পালাতে যায়, আপনার হাত এড়াবে না।"

প্রফুল্লবাবুর কথা মতই সুশীলবাবু মটরটা আশ্রয় ক'রে লুকিয়ে রইলেন। প্রফুল্লবাবুও অন্ধকারে বাগানের পথ ধ'রে বাংলোটার দিকে এগিয়ে চল্‌লেন। হঠাৎ পায়ের খস খস আওয়াজে চকিত হ'য়ে ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন—কে একজন লোক যেন বাগানে প্রবেশ ক'রে তাঁরই পেছনে ছুটে আস্‌ছে। তাড়াতাড়ি তিনি সাম্‌নের একটা ঝোপের পাশে লুকিয়ে প'ড়লেন। লোকটা তাঁকে পেরিয়ে গিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রলো। তিনিও ... ঢুকে দোরের পাশে গিয়ে লুকুলেন।

... ভিতরে চাপা গলায় কথা হ'তে লাগ্‌লো। প্রথমটায় প্রফুল্লবাবু কিছুই

বুঝ্‌তে পারলেন না। পরে কথাবার্ত্তার ভাবে এবং লোকগুলির উত্তেজনা থেকে জিনিষটা বেশ সহজ হ'য়ে গেল।

একজন প্রশ্ন ক'রলে, "সুবর্ণা কোথায় ?"

অপর ব্যক্তি জবাব দিলে, "গঙ্গার ঘাটে। আপনার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলে আপনাকে খবর দেবার জন্যে।"

"হুঁ সে ঠিকই ক'রেছে। তুমিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে মনে করেছ ?"

"মনে এখনও আমি কিছু করিনি। তবে সুবর্ণা বল্‌ছিল—"

"বুঝেছি আশু, রোগটা তোমাদের কোথায় ধ'রেছে। কিন্তু মনের কোনেও স্থান দিওনা—রাজেন দাসের কন্যা কখনও তোমার গলায় মালা দিতে পারে। তার আগে হয় তুমি—নয় সে—না, না, সে নয়, সে নয়—তুমি—তোমাকেই স'রতে হবে ইহধাম থেকে। আর তার উপযুক্ত সময়—'

গুম্‌ ক'রে একটা আওয়াজ—তারপর আর একটা। প্রফুল্লবাবু আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলেন না। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রলেন, অন্ধকারে বারুদের গন্ধটাই শুধু নাকে লাগ্‌লো। এত কাছে এসেও তবে কি তিনি আশুবাবুকে বাঁচাতে পারলেন না ?

রাজেন দাস দরজার দিকে এগুচ্ছেন দেখে প্রফুল্লবাবু একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালেন। লোকটা বেরিয়ে চ'লে গেল। তিনি মনে মনেই একটু হাস্‌লেন। কোথায় যাবে তুমি দাস ? মটরে চেপে যেখানেই যাও সুশীলবাবু তোমার সঙ্গে থাকবেন।

লোকটা বেরিয়ে যাবার পরেই প্রফুল্লবাবু পকেট থেকে দেশলাই [illegible] ক'রে জ্বেলে আশুবাবুর সন্ধান ক'রতে গিয়ে প্রথমেই নজর ক'[illegible] সাম্‌নের দেয়ালে একটা গুলির দাগ। তা' হ'লে প্রথম গুলিটা ফ[illegible]

গিছলো। আর একটী কাঠি জ্বেলে দেখ্‌লেন আশুবাবু মেজের ওপর ব'সে আছেন। গুলিটা তাঁর কাঁধের কাছে লেগেছে। তিনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্লেন।

হঠাৎ ঐ রকম দেশলাই জ্বালাতে প্রথমটায় আশুবাবু ভয় পেয়ে গিছলেন। মনে ক'রেছিলেন রাজেনবাবু বোধ হয় ভাল ক'রে দেখে নিয়ে তাঁর ওপর তৃতীয় গুলি চালাবার ব্যবস্থা ক'রছেন।

প্রফুল্লবাবু বল্লেন, "ভয় নেই আশুবাবু আমি আপনার শত্রু নই—বন্ধু।"

তিনি যখন তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে দেহ স্পর্শ ক'রলেন তখন আশুবাবুর অজ্ঞান দেহটা মাটির ওপর লুটিয়ে প'ড়েছে।

রাজেনবাবু বাংলো থেকে বেরিয়ে সটান গিয়ে মটরটী গ্যারেজ থেকে বার ক'রে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটিয়ে দিলেন। একবার সেখানে পৌঁছুতে পারলে হয়। তারপরই লাঞ্চে ক'রে পালাবেন। সুশীলবাবু গাড়ীর মধ্যে পা রাখবার জায়গাটীতে শুয়ে প'ড়েছিলেন। যে দুর্দ্দান্ত বেগে মটরটী ছুটছিল, তাঁকে ঝাঁকানির চোটে অস্থির ক'রে তুলছিল। লোকটা যদি তাঁকে দেখে ফেলে তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ। শেষে প্রাণটা পর্য্যন্ত না দিতে হয়। হঠাৎ গাড়ীর বেগ প্রশমিত হ'য়ে এলো। তিনি মাথা তুলে দেখলেন—মটরের হেড লাইটটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করানো একটী কাঠের ওপর প'ড়েছে—রোড্‌ ক্লোজড্‌।

রাস্তা বন্ধ দেখে রাজেনবাবু গাড়ীটা একটু ব্যাক ক'রে বাঁ পাশের

একটা গলির ভেতর প্রবেশ ক'রলেন। আবার গাড়ী তীর বেগে ছুটতে লাগ্‌লো। প্রায় মিনিট দুই যাবার পরে সাম্‌নে আর একটা অনুরূপ রাস্তা বন্ধের কাঠ দেখা গেল। সাম্‌নেই ডান্‌ দিকে একটা গলি পেয়ে রাজেনবাবু আবার মটর চালিয়ে দিলেন। সে গলিটার শেষে গাড়ী পৌছুতেই সুশীল বাবু মাথাটা একটু তুলে দেখ্‌লেন—সাম্‌নেই জন কতক পুলিশ রাস্তা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। হেড লাইটটা হঠাৎ নিভে গেল। কিন্তু তার আগেই তিনি যেন লক্ষ্য ক'রলেন রাস্তার ধারে ইউনিফর্ম্‌ প'রে অমরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

অতগুলো পুলিশ দেখে রাজেনবাবু কেমন গুলিয়ে গিছ্‌লেন। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে রাস্তা থেকে নেমে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে দিলেন। তিনি তখন মরিয়া হ'য়ে গেছেন। মরবো কি বাঁচবো জ্ঞান নেই। অসমান মাঠে মটরখানা প্রতি মুহূর্ত্তেই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়ছিল। রাজেনবাবুর কিন্তু খেয়াল নেই; মটর ছুটেছে। হঠাৎ হেড্‌ লাইটে সুশীলবাবু লক্ষ্য ক'রলেন সাম্‌নে একটা মস্ত নালা। মটরের বেগ কিন্তু মোটেই কম্‌ছে না, বরং বেড়েই চ'লেছে। তাঁর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা আর যেন সম্ভব হচ্ছে না, লোকটা কি উন্মাদ হয়ে গেছে? তিনি কিছু বল্‌বার আগেই একটা বিকট আওয়াজ হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে মটরখানা চুরমার হ'য়ে গেল। সেইখানেই বুঝি সে চিরদিনের মত গতিহীন হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে কে জানে?

—•—

সুশীলবাবুর যখন জ্ঞান হ'লো তখন তিনি একটী সুন্দর শয্যার ওপর শুয়ে আছেন। ঘরটা তরুণ ঊষার অরুণ রাগে রঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁকে চোখ খুলতে দেখে একটী সুন্দরী তরুণী এসে তাঁর শয্যার পাশে দাঁড়ালো। আগ্রহ ভরা মুখখানি হাসিতে ভরা। সুশীলবাবুর মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে সে আস্তে আস্তে ব'ললে, "ঘুম ভাঙলো আপনার?"

সুশীলবাবু একটু চেষ্টা ক'রে কথা কইলেন, "আপনি? আপনাকে তো কখনও—"

"দেখেন নি, নয়? আমি এই হাঁসপাতালের নার্স।"

"আমি বুঝি হাঁসপাতালে?"

মেয়েটী সে কথার কোনও জবাব না দিয়ে একবার ঘড়িটার পানে চেয়ে নিলে এবং টেবিলের ওপরের শিশিটা থেকে খানিকটা ওষুধ একটা ছোট কাচের গ্লাসে ঢেলে তাঁর মুখের কাছে ধ'রলে। সেই সময় খাটের অপর পাশে দুটী ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সুশীলবাবু ওষুধটা গলাধঃকরণ ক'রে ঘাড়টা ফিরিয়ে তাঁদের দিকে চাইলেন। মেয়েটী কেমন যেন একটু লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে সেখান থেকে চ'লে গেল।

"প্রফুল্লবাবু, এ সব কি বলুন তো?"

"মন্দ আর কি ভালই তো। বরাত আপনার সুশীলবাবু। নাকুয়ার বদলে নরুন একেই বলে। সামান্য একটু আঘাতের বিনিময়ে যদি এমন সুন্দরী সেবিকা মেলে মন্দ কি?"

প্রফুল্লবাবুর রসিকতাটুকু হজম ক'রবার আগেই পাশের লোকটীর ওপর তাঁর নজর প'ড়লো।

"এই যে অমরবাবুও এসেছেন। বসুন—আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

অমরবাবু বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ব'সছি।"

"ভাল কথা আশুবাবুর খবর কি বলুন তো?"

প্রফুল্লবাবু হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "তিনিও পাশের ঘরে শুয়ে আপনার মত এক সুন্দরীর সেবা খাচ্ছেন।"

সুশীলবাবু বললেন, " আমি হয়তো এ সেবা খেয়ে তৃপ্তি পেতে পারি কিন্তু তাঁর কি—"

"তাঁর যে সেবাতে তৃপ্তি তাই তিনি পাচ্ছেন।"

"রাজেনবাবুর মেয়ে সুবর্ণা?"

"ঠিক অনুমান ক'রেছেন সুশীলবাবু। আমিই তাঁকে গঙ্গার ঘাট থেকে ধ'রে নিয়ে এসে এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। বুঝলেন তো? অন্ধ যদিও আর অন্ধ নেই—তার হারাণো যষ্টিটা খুঁজে এনে তার হাতে তুলে দিয়েছি।" ব'লে অমরবাবু একটু হাসলেন।

সুশীলবাবু বললেন, "আচ্ছা সেদিন রাত্রে আপনাকে যেন একবার দেখেছিলুম বলে মনে হ'চ্ছে।"

অমরবাবু জবাব দিলেন, "অন্যায় কিছু মনে হ'চ্ছে না। আমিই তো রাজেনবাবুকে ধরবার জন্যে রাস্তাগুলো বন্ধ করবার ব্যবস্থা করেছিলুম। যতদিক দিয়ে পালাবার পথ ছিল সবগু'লতেই এক একটি রোড্ ক্লোজড্ কাঠ খাড়া করা হ'য়েছিল।"

"তা হ'লে প্রফুল্লবাবু আর আপনি একই সময় আসামীর সন্ধান পেয়েছেন বলুন ?"

"ঠিক একই সময় সুশীলবাবু। সেই জন্যে কেউ কাউকে টেক্কা দিতে পারলুম না। ফলে লাভ হ'লো এইটুকু যে আমরা দু'জনে জীবনের মত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হলুম।"

প্রফুল্লবাবুর মুখের দিকে চেয়ে সুশীলবাবু বল্‌লেন, "সেটা তো খুবই ভাল হ'য়েছে। কিন্তু রাজেনবাবু এখন কোথায় ?"

"তিনি এখন সব শাস্তির বাইরে আছেন।"

"মানে তিনি কি—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ঠিক তাই। আইনের কোনও ধারাতেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া গেল না। লোকটি ভয়ানক অভিমানী ছিলেন। জীবন থাকতে পুলিশের হাতে তাই ধরা দিলেন না।"

"কিন্তু সমাজে অত বড় একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক হ'য়ে কেন তিনি এত বড় একটা খুন ক'রে ব'স্‌লেন ?"

"দৈবক্রমে। 'অন্দর মহল' কাগজে বহুদিন ধ'রে ভূপতিবাবু তাঁর ঘরের গোপনীয় কথা প্রকাশ ক'রে আস্‌ছিলেন। বহুবার তিনি তাঁকে বিরত ক'রবার চেষ্টা পান্। কিন্তু কৃতকার্য্য হন্‌নি। ভূপতিবাবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও ক'রতেন না। শেষে তিনি কাগজে এমন কতকগুলি জিনিষ ছাপিয়ে দেন যাতে রাজেনবাবুর পক্ষে সমাজে মুখ দেখানো ভার হ'য়ে ওঠে।"

সেই সময় নার্স টী ফিরে এসে বল্লে, "ডাক্তারবাবু ব'লে দিলেন,

সুশীলবাবুকে এখন বেশী কথা কইতে দেওয়া উচিৎ নয়। ওঁর সবে মাত্র জ্ঞান হ'য়েছে কিনা।"

সুশীলবাবু চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌লেন, সুন্দরীর দীপ্ত মুখে আগেরই মত স্নিগ্ধ হাসি মাখানো র'য়েছে।

গ্রন্থকার প্রণীত

হাসির নির্ঝর—অশ্রুর উৎস

নগ্ন—পরিষদ

[ছাগ-সাহিত্য সেবীরা পরিষদ খুল্‌লেন। ব্যারিষ্টার পত্নী তার সম্পাদনা ভার গ্রহণ ক'রলেন। কোনও এক সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রেম—ব্যারিষ্টারকে উন্মাদ ক'রে দিল। নিজের দোষে তিনি আজ কাঙ্গাল হ'য়ে ফিরছেন আর তাঁর পত্নী অন্দর ভেঙ্গে [illegible]ছেন। অশ্লীল সাহিত্যের রূপ ও সমাজের ওপর তা[illegible]প্রকোপ—বিবিধ [illegible] বিশ্লেষণে, হাসি অশ্রুর সমাবেশে গ্রন্থকার [illegible]র ছবি ফুটিয়ে [illegible]ছেন।]

শীঘ্রই প্রকাশি[illegible]

